

যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ।

অর্থাৎ

ইহলোকহইতে পরলোকে গমনের বিবরণ।

THE

PILGRIM'S PROGRESS

FROM

THIS WORLD

TO

THAT WHICH IS TO COME.

BY JOHN BUNYAN.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS

FOR THE

CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1841.

নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

প্রসিদ্ধ ও অতি হিতদায়ক এই পুস্তক যোহন্ বনিয়ন্ সাহেব কর্তৃক রচিত হইয়াছে। ন্যূনাধিক ২০০ বৎসর হইল তিনি ইংলাণ্ডদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তম মনুষ্য ও মঙ্গলসমাচার প্রচারক ছিলেন। তিনি অতি দরিদ্র ও বিষয়বিদ্যা রহিত হইলেও অতি বুদ্ধিমান এবং ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। এই পুস্তকদ্বারা জানা যায়, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না, আর তিনি জাতিও মানেন না; বরঞ্চ যে কেহ ধার্ম্মিক হইয়া ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহাকে তিনি গ্রাহ্য করিয়া আপন সেবকত্ব পদে নিযুক্ত করেন।

এই পুস্তকে দৃষ্টান্তছলে মুক্তিপথ বিষয়ক প্রসঙ্গ লিখিত আছে। সেই দৃষ্টান্ত এই; এক যাত্রি লোক ধ্বংসী নামক নগরহইতে স্বর্গীয় যিরূশালম্ নামক নগরে যাত্রা করিতেছে। সে যাত্রী প্রস্থানের পূর্ব্বে পাপের অধীন হইয়া, পাপিদের প্রতি ঈশ্বর ক্রুদ্ধ আছেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া কাল যাপন করিয়াছিল। হঠাৎ বাইবেল অর্থাৎ সত্য শাস্ত্র তাহার হস্তগত হইলে সে তাহা পাঠ করে। তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের বচন বজ্রাঘাতের ন্যায় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহার মন ঈশ্বরীয় দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়। অপর আমি মহাপাপী; জগতের শাসন ও বিচারকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ, ও নরকাগ্নি আমার নিমিত্তে প্রজ্বলিত; যাহাতে আমি ত্রাণ পাইতে পারি, এমত আমার নিজের কোন পুণ্য নাই; এবং অন্য সকল লোক আমার মত পাপী ও

বিপদ্গ্রস্ত; ধর্ম্মপুস্তক পড়িলে পর যাত্রী এই সকল বিষয় বুঝিতে পারে। তাহাতে তাহার মন ভয় ও দুঃখেতে পূর্ণ হইলে সে বার২ ডাকিয়া বলে, ত্রাণার্থে আমার কি কর্ত্তব্য? এই প্রকারে তাহার মন নরম হওয়াতে তাহার আচরণ সম্পূর্ণরূপে সারে, ও সে কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আপন পরিবারের সহিত কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত থাকে। তাহা দেখিয়া সাংসারিক লোক তাহার তাড়না করে, ও প্রেম পরিবর্ত্তে তাহাকে ঘৃণা করে। এমন সময়ে এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্য গুরুর সহিত তাহার দেখা হয়; তিনি তাহাকে মুক্তি বিষয়ক শিক্ষা দেন এবং অনন্ত জীবনের পথ দেখান। পরে অর্থদায়ক নামধারী এক ব্যক্তি, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা তাহাকে প্রবোধ এবং যীশু খ্রীষ্টের বলিদানরূপ সত্য আশ্রয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। এই রূপ তাহার মন শান্ত ও তাহার হৃদয় আনন্দেতে পুলকিত হওয়াতে যাত্রী আপন যাত্রাতে অগ্রসর হয়। পথে নানাবিধ মঙ্গলামঙ্গল ঘটে; কখন শত্রুর হাতে দুঃখ, কখন মিত্রের কাছে সান্ত্বনা পায়; কখন সুখার্ণবে ভাসে, কখন দুঃখে মগ্ন হয়। শেষেতে মৃত্যুরূপ নদীতীরে আসিয়া সে খ্রীষ্টের উপরে ভরসা করিয়া নির্বিঘ্নে পার হয়। পরে স্বর্গীয় নগরে পৌঁছিয়া অমর ঈশ্বর ও দিব্য দূতগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে; এবং খ্রীষ্টের নামের নিমিত্তে ও আপন প্রাণের হিতার্থে সে ইহকালে যত দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, তাহার পুরস্কার সেখানে পায়। তাবৎ সত্য খ্রীষ্টীয়ানদের এই রূপ ব্যবহার ও গতি হয়।

ইহকালে পরকালে ফলদর্শী অথচ গুরুতর অনেক উপদেশ এই পুস্তকে পাওয়া যায় যথা;

১। জগৎসংসার পাপে মগ্ন ও সকল মনুষ্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে।

২। প্রত্যেক পাপি মনুষ্য ঈশ্বরের ক্রোধাধীন আছে, এই প্রযুক্ত পাপত্যাগী না হইলে সকলের সর্ব্বনাশ হয়।

৩। এই সকল বিষয় বিবেচনা ও ত্রাণান্বেষণ করা সকল লোকের কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে তাহারা অবশ্য নরকগামী হইবে।

৪। মূর্খ লোক আলস্যকে হিত ও ধর্ম্মবিবেচনারাহিত্যকে সুখদায়ক বোধ করে; কিন্তু শেষে তাহা দুঃখ ও মৃত্যুজনক বোধ হইবে।

৫। ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে মনুষ্যের যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা অচিরে করা উচিত্, বিলম্ব করিলে পাছে মন বিপরীত হয়, কিম্বা মৃত্যু ঘটে।

৬। সরলান্তঃকরণ মনুষ্য ধর্ম্মের নিমিত্তে তাড়িত ও দুঃখগ্রস্ত হইলেও তাহার কিছু ক্ষতি হয় না, এমত হইলে সে বরং আরও ব্যস্ত হইয়া স্বর্গের দিগে ধাবমান হয়।

৭। স্বর্গের পথ সোজা ও সমান. কিন্তু মনুষ্য সকল অজ্ঞান, অবিবেচক, ঠেটা, অহংকারী, এই দোষরাশি প্রযুক্ত তদুপরি যাত্রা করা তাহাদের বড় দুষ্কর।

৮। যাত্রী লোক যেমন সর্ব্বদা গন্তব্য স্থানের বিবেচনা করে, তেমন যাত্রার শেষরূপ যে স্বর্গ নিরন্তর তাহার ধ্যান করা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের উচিত।

৯। যে লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের অনুগামী হয় না, তাহা-

দেরই অনুগামী হইও না; ও সুসমাচার বিরুদ্ধ তাহাদের যে উপদেশ, তাহা কখন মান্য করিও না।

১০। প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম করা এবং তাঁহার সাক্ষাতে অতি নম্র হওয়া, এই সত্য খ্রীষ্টীয়ানের চিহ্ন।

১১। যাহারা স্বর্গদিগে যাত্রা করে, তাহাদের পরস্পর হিতচেষ্টা করা উচিত। এবং যদি কোন খ্রীষ্টের শিষ্য আপন ভায়ের আচরণে দোষ দেখিতে পায়, তবে ভায়ের প্রতি সদয় হওয়া ও যথাসাধ্য সেই দোষ বিষয়ে তাহাকে সাবধান করা তাহার উচিত।

১২। কখন২ এমত হয়, যাহারা যাত্রারম্ভকালে অতি উৎসাহী হয়, শেষে তাহারা অপমানিত হইয়া বিনাশ পায়; ও যাহারা প্রথমে অতি সাহসহীন ও ক্ষুদ্রমনা, তাহারা শেষে সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হয়।

১৩। যাহারা স্বর্গ ও স্বর্গের কর্ত্তা খ্রীষ্টের প্রতি অধিক প্রেম করে, তাহারা ধন্য।

১৪। ঈশ্বরের দয়া ব্যতিরেক ত্রাণ নাই, ও খ্রীষ্টের মৃত্যু ব্যতিরেকে প্রায়শ্চিত্ত নাই; অন্যান্য আশ্রয় বৃথা; কারণ সে সকল অন্তে বিনাশ পায়, ও তদাশ্রিত লোকও নষ্ট হয়।

১৫। যাহারা পূর্ব্বে ইহকালে ধর্ম্মার্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখভোগ করিয়াছিল, তাহারা এখন আনন্দে স্বর্গবাস করে। অতএব আমরা যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ সহি, তবে পরে আমরাও তাহাদের সহিত তদ্রূপ আনন্দিত হইব। ইতি।

THE

PILGRIM,S PROGRESS.

যাত্রিকের অগ্রেসরণ বিবরণ।

প্রথম ভাগের প্রস্তাবনায়।

যে সময়ে এই দুর্গম অরণ্যস্বরূপ জগতের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ এক পর্ব্বতের গুহাতে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত ছিলাম, তৎকালে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যেন খণ্ড২ জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি নিজ গৃহের প্রতি বিমুখ হইয়া এবং পৃষ্ঠ দেশে এক বৃহৎ ভারাক্রান্ত হইয়া এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল। আর ঐ পুস্তক পাঠ করিতে২ সে ভীত ব্যক্তির ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে২ রোদন করিতে লাগিল। পরে মনো-দুঃখের অধিক বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আমি কি করিব এ কথা কহিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

অপর সে এই দশাগ্রস্ত হইয়া নিজ গৃহেতে উপস্থিত হইলে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারেরা পাছে ঐ দুঃখ জানিতে পারে এ কারণ যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিল। এইরূপে থাকিল বটে, কিন্তু ক্রমে২ তাহার ঐ মনোদুঃ-খের অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে সে বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে স্ত্রী পুত্রাদির নিকটে আপন মনোদুঃখের সমস্ত বিবরণ ভাঙ্গিয়া কহিল, হে প্রিয়তমে কান্তে, হে আমার ঔরসজাত সন্তান, আমি

তোমাদিগের নিতান্ত মঙ্গলেচ্ছুক; কিন্তু আমার পৃষ্ঠেতে এই যে গুরুতর বোঝা দেখিতেছ ইহাদ্বারাই আমি আপনার বিনাশ আপনি উপস্থিত করিলাম। দেখ স্বর্গ-হইতে নির্গত অগ্নিদ্বারা আমাদিগের এই নগর ভস্ম হইবে, ইহার নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছি। অতএব এই মহা বিপ-দহইতে রক্ষা পাইবার কিছুই ভরসা দেখি না, যদি আমাদের উদ্ধারের অন্য কোন পথ না পাওয়া যায় তবে ঐ ভয়ানক অগ্নিতে প্রিয়তম বালক যে তোমরা আর প্রিয়তমা স্ত্রী যে তুমি তোমাদের সহিত আমার প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ কথোপকথনানন্তর ঐ কথা পরম্পরায় প্রকাশ হওয়াতে তাহার কুটুম্ববর্গ শুনিয়া বিপ-রীত বিবেচনাতে বড় চমৎকৃত হইল, কেননা সে যে সত্য-জ্ঞান করিয়া ঐ সকল কথা কহিয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া বায়ুজন্য এ রূপ ঘটিয়াছে ইহাই বোধ করিল। অতএব আগামি রাত্রিতে নিদ্রা হইলেই ভাল হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে তাহাকে শীঘ্র২ শয়ন করাইল; কিন্তু তাহার নিদ্রার প্রসঙ্গও হইল না, বিশেষতঃ সে দিবসের অপেক্ষাও অধিক ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিল। পরে প্রভাত হইলে সে রাত্রিতে কি প্রকার ছিল ইহা জানিবার জন্যে কুটুম্ববর্গ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমি বরং পূর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক উদ্বিগ্ন আছি; এ কথা কহিয়া সে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিল, এহাঁর ভয় প্রদর্শক বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, ইহাতে নিষ্ঠুরাচরণ করিলেই সারিতে পারে। এই বোধ করিয়া

কখন ২ তাহাকে বিদ্রূপ করে, ও কখন ২ বিনয়ও করে এবং কখন ২ তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া তাহার দিগে ফিরিয়াও দেখে না। এই রূপ আচরণ করাতে সে কুটুম্ববর্গের নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিতে এবং আপন দুর্দ্দশার কারণ বিলাপ করণার্থে নিজ কুঠরীতে একাকী যাইতে লাগিল, এবং কখন ২ ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া পুস্তক পাঠ ও কুটুম্ববর্গের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল, এইরূপে সে কতক দিন যাপন করিল।

কিন্তু নিত্য ২ ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া পূর্ব্ব রীত্যনুসারে পুস্তক পাঠ করাতে যেমন অধিক তৃণ পাইয়া ক্রমে ২ অগ্নির বৃদ্ধি হয় তেমনি তাহার মনোদুঃখাগ্নি ক্রমে ২ প্রজ্বলিত হইলে, আমি পরিত্রাণের নিমিত্তে কি করিব, এই কথা কহিয়া পূর্ব্বানুরূপ রোদন করিতে লাগিল।

অপর দেখিলাম যেন ঐ ব্যক্তি পলায়নে উদ্যুক্ত পুরুষের ন্যায় চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া কোন দিগে পলায়ন করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ?

তখন সে উত্তর করিল, হে মহাশয়, আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমার হস্তগত এই পুস্তকরূপ দর্পণদ্বারা আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে আমি নিতান্ত দোষীকৃত এবং আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এবং মরণান্তে আমার বিচারে যাইতে হইবে; কিন্তু পূর্ব্ব বিষয়ে আমার কিছু মাত্র বাঞ্ছা নাই, ও শেষ কথিত বিষয় সহ্য করিতেও আমার কোন প্রকারে সাধ্য নাই।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি এই সংসারে পদে ২ দুঃখ আছে তবে মৃত্যুতে তোমার ইচ্ছা হয় না কেন? তাহাতে সে কহিল, আমার মৃত্যুতে আশঙ্কা এই, যে পৃষ্ঠের গুরুতর বোঝার ভরে পাছে আমি কবরহইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়া তোফেতে অর্থাৎ নরকে পতিত হই। এবং আরো কহি, আমি যদি কারাগারে যাইতে প্রস্তুত নহি তবে বিচারে এবং বিচারস্থানহইতে দণ্ডস্থানে যাইতেও প্রস্তুত নহি; অতএব এই সকলের নিমিত্তে ভীত হইয়া আমি রোদন করিতেছি।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, তোমার দশা যদি এমন হইয়াছে তবে তুমি কি জন্যে এখানে দাঁড়াইয়া আছ? সে কহিল, হে মহাশয়, আমি কোথায় যাইব? তাহার কিছু স্থির করিতে না পারিয়া এখানে আছি। এমন হইলে *মঙ্গলব্যঞ্জক আগামি ক্রোধহইতে পলায়ন কর, এই কথা লিখিত এক খানি পুস্তক তাহাকে দিলেন।

অপর সে ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে *মঙ্গলব্যঞ্জকের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া অতিযত্ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আমি কোন দিগে পলায়ন করিব? তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক এক বৃহৎ মাঠের দিগে অঙ্গুলি দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ঐ দ্বার দেখিতে পাইতেছ কি না? তখন সে কহিল, না। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার কহিলেন, ঐ জাজ্জ্বল্যমান আলো দেখিতে পাও কি না? তাহাতে সে বলিল, হাঁ, বুঝি কিছু দেখিতে পাই। তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, ঐ আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তুমি বেগে গমন কর; পরে ঐ স্থানে পৌছিলে যে দ্বার

দেখিতে পাইবা, সেই দ্বারে ঘা মারিলে তোমার কর্ত্তব্য যে কিছু সকলি কহা যাইবে।

২ অধ্যায়।

অপর সে *মঙ্গলব্যঞ্জকের ঐ কথাতে নির্ভর দিয়া অত্যন্ত বেগে দৌড়িয়া আপন বাটীহইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারেরা ঐ সমাচার পাইয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্যে তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িল; সে তাহা দেখিয়া আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, হে জীবন২ হে অনন্ত পরমায়ুঃ২ ইহা কহিয়া কাঁদিতে২ ঊৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, ও পশ্চাৎ ফিরিয়াও না দেখিয়া মাঠের মধ্য পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল।

পরে তাহার আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসি লোকেরা ঐ সংবাদ পাইয়া গৃহহইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে সে ঊৰ্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িতেছে; তাহাতে কেহ২ ফিরাইবার জন্যে তাহাকে ধমকাইয়া তিরস্কার করিল, এবং কেহ২ বিনয় বাক্যেতে ফির হে২ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তথাপি সে ঐ সকল কথা তুচ্ছবোধ করিয়া চলিল। এমন দেখিয়া তাহাদের মধ্যে *একগুঁইয়া এবং *হাবলা নামে দুই জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, আমরা উহাকে বলদ্বারা অবশ্য ফিরাইয়া আনিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সে সেস্থানহইতে বহু দূর পোঁছিলেও তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ গমনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এমন বেগে দৌড়িল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার লাগাইল ধরিল। অতএব সে আপন প্রতিবাসিদিগের আগমন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রতিবাসিগণ, তোমরা এস্থানে কি নিমিত্তে আসিতেছ?

তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা তোমাকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছি। তখন সে কহিল, ও ভাই, আমি কোনো প্রকারে সে স্থানে ফিরিয়া যাইব না; কেননা তোমরা যে নগরে বসতি কর সে আমারও জন্মভূমি বটে, কিন্তু ঐ স্থানের নিতান্ত ধ্বংস হইবে ইহা আমি নিশ্চয় জানিয়াছি। আর ঐ স্থানে থাকিলে পরকালে তোমরা যে গন্ধক মিশ্রিত প্রজ্বলিত অগ্নিযুক্ত কবরহইতে নীচ স্থানে অবিলম্বে মগ্ন হইবা তাহাও আমি দেখিতেছি; অতএব হে প্রতিবাসিগণ, তোমরা এ সকলহইতে বিরক্ত হইয়া আমার সহিত আগমন কর।

তাহাতে *একগুঁইয়া কহিল, কি আমরা এই আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসি সজ্জন লোকদিগকে এবং এই অপূর্ব্ব সাংসারিক সুখভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া অনাথ হইয়া তোমার সঙ্গে যাইব?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ ভাই, এ কথা বলি, কেননা আমি যে সুখভোগের চেষ্টাতে আছি তাহার এক কণিকার সহিতও তোমাদের এই সাম্প্রতিক ভুক্ত সুখের তুলনা হইতে পারে না। অতএব তোমবা যদি আমার সহিত আসিয়া এই পথের পথিক হও তবে অনায়াসে সেই সকল সুখের পাত্র হইয়া আমার সদৃশ বিষয় পাইবা। কেননা আমি যে স্থানে যাইতেছি সেখানে সুখের সীমা নাই; ইহাতে যদি তোমাদের প্রত্যয় না হয় তবে বরং আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিবার নিমিত্তে আমার সহিত আসিয়া দেখ।

পরে *একগুঁইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, সেই স্থানে

এমন বস্তু কি আছে, যে তুমি তাহার নিমিত্তে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার লোভী হইয়াছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই আমি স্বর্গস্থ এক অধিকারের চেষ্টাতে আছি, ঐ অধিকার অক্ষয় এবং কলঙ্ক রহিত ও অম্লান; অতএব যাহারা সেই অধিকারের চেষ্টা করে তাহা তাহাদিগকে নিরূপিত সময়ে দত্ত হওনার্থে স্বর্গমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে, বরং যদ্যপি দেখিতে চাহ তবে আমার পুস্তক পড়িয়া দেখ।

এ কথা শুনিয়া *একগুঁইয়া তিরস্কার করিয়া কহিল, তোর পুস্তক তুই লইয়া যা। এখন আমাদের সহিত ফিরিয়া যাবি কি না, তাহা বলিতে পারিস?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, আমি যাইতে পারিব না, কারণ সম্প্রতি পরমার্থ ভূমির চাসেতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন *একগুঁইয়া *হাবলাকে ডাকিয়া কহিল, হে ভাই প্রতিবাসি, আইস, আমরা এই বায়ুগ্রস্ত লোককে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই; কেননা এমত কতক গুলীন বাতুল ও বাচাল লোক আছে, তাহারা যখন যাহা মনে করে তখন তাহাদের এমনি বোধ হয়, যাহারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কারণ দেখাইতে পারে এমন বহুদর্শী ও বিজ্ঞ লোকহইতেও আমরা জ্ঞানবান।

তখন *হাবলা কহিল, অগ্রে কথার বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ বিদ্রূপ করিও না, কেননা ঐ উত্তম *খ্রীষ্টীয়ান যাহা কহিতেছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের বিষয় অপেক্ষা এহার চেষ্টিত বিষয় উত্তম, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। অতএব আমার মনে লয় আমি ঐ প্রতিবাসির সহিত যাই।

এ কথা শুনিয়া *একগুঁইয়া কহিল, কি এই জগতে ইঁহার মত আরো কি দুই এক জন অজ্ঞান আছে? এ লোক তো ক্ষেপা, তোমাকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার নিশ্চয় কি? অতএব তুমি আমার মতে মত করিয়া আপন ঘরে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞানবান্ হও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান প্রত্যুত্তর করিল, না না, এমত ব্যবস্থা নহে, তোমার *হাবলা প্রতিবাসিকে সঙ্গে লইয়া উভয়েই আমার সহিত চলিয়া আইস, কেননা আমি যে২ বিষয় কহিয়াছি তদ্ভিন্নও অনেক২ ঐশ্বর্য্য আছে বরং তোমাদের যদি প্রত্যয় না হয় তবে আমার এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখ। আর তন্মধ্যে যাহা২ লিখিত আছে তাহাও সত্য কি না বিবেচনা করিয়া দেখ, কেননা যিনি তাহা রচনা করিয়াছেন তিনি আপন রক্তদ্বারা ঐ বাক্য দৃঢ় করিয়াছেন।

পরে *হাবলা *একগুঁইয়াকে কহিল, ওহে ভাই প্রতিবাসি, আমার অন্তঃকরণে এই সজ্জনের সকল কথাই সত্য বোধ হইতেছে; অতএব আমি ঐ সাধু লোকের সহিত যাইতে বাঞ্ছা করি। তাহাতে এহাঁরও যে দশা আমারও সেই দশা হইবে। ইহা বলিয়া কহিল, কেমন হে প্রিয় সঙ্গি *খ্রীষ্টীয়ান, ঐ বাঞ্ছিত স্থানের উত্তম পথ তুমি জান? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আমাকে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে শীঘ্র যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থানে পৌছিলে পর আমরা পথের বিষয় জানিতে পারিব।

তখন *হাবলা কহিল, তবে ভাই, এই বেলা চল;

আমরা শীঘ্র করিয়া যাই। এ কথা কহিয়া তাহারা দুই জনে একত্র হইয়া চলিল।

তখন *একগুঁইয়া কহিল, তবে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি এমন অজ্ঞানের সঙ্গে যাইতে বাঞ্ছা করি না।

এইরূপে *একগুঁইয়া ফিরিয়া গেলেঐ *খ্রীষ্টীয়ান এবং *হাবলা দুই জন মাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতে২ পরস্পর আনন্দিত হইয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে ভাই *হাবলা, এইক্ষণে কেমন আছ? আমার সহিত তোমার আগমন করাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু সেই অদৃশ্য বস্তুর প্রতাপে ও ভয়েতে আমি যেরূপ মনস্তাপ পাইয়াছি তাহা যদি ঐ *একগুঁইয়া পাইত তবে এরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

তাহাতে *হাবলা কহিল, হে প্রিয় সখে *খ্রীষ্টীয়ান, এখন আমরা দুই জন ব্যতিরেক এখানে আর জনমানব নাই, অতএব আমাদের গমনের উদ্দেশ্য যে স্থানে তাহার বস্তু কি প্রকার আর কি প্রকারেই বা তাহার ভোগ করিতে হয় ইহা বিস্তারিত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করাও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, এই সকল বিষয় মনের দ্বারাই যত ভালরূপে অধিক জ্ঞাত হওয়া যায় জিহ্বাদ্বারা আমি তত কহিতে পারি না, তবে তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ এই জন্যে আমার পুস্তকহইতে তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ শুনাইব।

তখন *হাবলা কহিল, ভাই, তোমার পুস্তকমধ্যে

যাহা২ লিখিত আছে তাহা যে সত্য ইহা কি তুমি জান?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ জানি, কেননা সত্যবাদি ঈশ্বর ঐ পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

*হাবলা কহিল; ভাল, সে পুস্তকে কি২ লিখিত আছে?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করা যায় এমন অসীম রাজ্য এবং অনন্ত পরমায়ু আমাদের হইবে ইহা লিখিত আছে।

তখন *হাবলা কহিল, ভাল কহিয়াছ, ইহা ছাড়া আর কি আছে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তদ্ভিন্ন তেজস্বি মুকুট আছে, এবং আমাদিগের শরীরকে তেজঃপুঞ্জ করে সূর্য্যের ন্যায় এমন তেজোময় বস্ত্র আছে।

তখন *হাবলা কহিল. যে আহা২ এ সকল অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ভাল ভাই, এতদ্ভিন্ন কি আরো কিছু আছে?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ সেখানে কোন দুঃখের লেশ নাই এবং ক্রন্দন মাত্রও নাই। কারণ সে স্থানের কর্ত্তা আপনি আসিয়া সকলের নেত্রজল মুছিয়া দেন।

*হাবলা জিজ্ঞাসিল, আমরা সেখানে গেলে আমাদিগের প্রতিবাসি কে২ হইবে?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, যাহাদের তেজের প্রভাবেতে হঠাৎ চক্ষুমুদ্রিত করিতে হয় এমন *স্রাফিমের এবং *কেরুবেরদিগের সহিত আমরা বসতি করিব, এবং সেখানে গেলে আমাদের অগ্রগত কত সহস্র২ লোক সেখানে

বাস করে, তাহাদের সহিত যে কেবল সাক্ষাৎ হইবে তাহা নয়, স্বর্ণমুকুটধারি প্রাচীন লোকদের সহিত ও বীণাধারিণী পুণ্যবতী কন্যাদিগের সহিতও সাক্ষাৎ হইবে। আর পরমেশ্বরের প্রতি স্নেহ করণের জন্যে যাহারা জগতের লোককর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও অগ্নিপ্রজ্বলিত ও পশুখাদিত ও সমুদ্রে নিপাতিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কতো ২ লোককে সে স্থানে সুস্থ ও অনন্ত জীবনস্বরূপ বস্ত্র পরিহিত হইয়া বাস করিতে দেখিব। আর সে স্থানের এমন আশ্চর্য্য ব্যবহার যে সেখানে হিংসক লোক মাত্র নাই, বরং সকলের প্রতি সকলেই স্নেহ করিয়া থাকে, এবং তাহারা পরমধার্ম্মিকের ন্যায় আচরণ করিয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ও সম্মুখে গমনাগমন ইত্যাদি করিয়া বাস করে।

তাহাতে *হাবলা কহিল, ভাই হে, কি আশ্চর্য্য কথাই শ্রবণ করিলাম! শুনিবাত্র আমার মন আহ্লাদেতে পুলকিত হইল। ভাল ভাই, ঐ সকল বিষয় আমরা ভোগ করিতে পারি কি না? আর কি প্রকারেই বা তাহার লাভ হইতে পারে ইহা অনুগ্রহ করিয়া বল, শুনি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিলেন, সেই দেশের রাজা এই পুস্তক রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যাহারা ঐ সকল বিষয় লইতে নিতান্ত আকাঙ্খা করে তাহাকেই বিনা মূল্যে দত্ত হইবে।

এ কথা শুনিয়া *হাবলা আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিল, যে হে সখে, তবে চলিয়া আইস, আমরা সত্বর গমন করি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, ভাই হে, আমার পৃষ্ঠেতে যে

গুরুতর বোঝা তন্নিমিত্তে আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বড় শীঘ্র গমন করিতে পারি না।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে ঐ দুই জন পরস্পর কথোপকথন সাঙ্গ করিবা মাত্র অন্যমনস্ক প্রযুক্ত অকস্মাৎ ভরসাহীন নামে একটি মহাপঙ্কের হ্রদে তাহারা উভয়েই পতিত হইল। তাহাতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কেতে লিপ্ত হইলে উভয়েই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল; বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠ দেশে গুরুতর ভার প্রযুক্ত সে ক্রমে ২ ঐ পঙ্কে অধিক ডুবিতে লাগিল।

তাহাতে *হাব্‌লা কহিল, ওহে ভাই সঙ্গি খ্রীষ্টীয়ান, তুমি এইক্ষণে কোথায় আছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, সত্য ভাই, আমিতো ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

তখন *হাব্‌লা এই অভরসার কথা শুনিয়া ক্রোধপূর্ব্বক ঐ সহযাত্রিককে কহিল, ভাই হে, তুমি কি এতক্ষণ এই অনন্ত সুখের বিষয় কহিতেছিলা? আমাদের যাত্রার প্রথম উদ্যমেই এই, না জানি ইহার শেষে এমন কতো ২ অনন্ত সুখ আছে! অতএব আমি যদি ভাগ্যে ২ এই সময় প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া যাইতে পারি তবে তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া এই মনোহর রাজ্য ভোগ করিও। এ কথা কহিয়া *হাব্‌লা বলেতে দুই একটি গাত্র ঝাড়া দিয়া আপন বাটীর দিগে গিয়া কষ্ট শ্রেষ্ঠে ঐ পঙ্কহইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাহার সহিত খ্রীষ্টীয়ানের আর দেখা হইল না।

আর এইরূপে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ ভরসাহীন পঙ্কমধ্যে একাকী



পড়িয়া লটপট করিতে২ আপন বাটীর দূরস্থ অথচ ঐ ক্ষুদ্দ্বারের নিকটস্থ পার্শ্বের দিগে যাইতে যত্ন করিয়া অতিশয় শ্রম পূর্ব্বক কষ্ট শ্রেষ্ঠে ঐ পার্শ্বের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু পৃষ্ঠের ভারি বোঝা প্রযুক্ত পঙ্কহইতে উঠিতে পারিলেন না; ইতোমধ্যে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, উপকারক নামে এক জন তাহার নিকটে আসিয়া এই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ স্থানে কি করিতেছ?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়, আমি আগামি ক্রোধহইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্তে *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক জনকর্ত্তৃক, অমুক দ্বারে যাও এই আজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানে গমন করিতে ২ এই মহাপঙ্কে পড়িয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

তাহাতে *উপকারক কহিলেন, তুমি পদচিহ্নের অনুসন্ধান করিয়া কেন গমন কর নাই?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, আমি ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া নিকটস্থ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলাম, তাহাতে হঠাৎ এই স্থানে পড়িয়াছি।

*উপকারক কহিলেন, তবে হস্ত বিস্তার কর। তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ডেঙ্গায় তুলিলেন, এবং উত্তর পথে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

অপর এমন সময় যেন আমি ঐ *উপকারকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহাশয়, ঐ বিনাশ্য নগরহইতে ঐ দ্বার পর্য্যন্ত গমনের যে পথ তাহা দীন হীন যাত্রিকদিগের নির্ব্বিঘ্নে গমনের নিমিত্তে সুন্দর রূপে

নির্ম্মিত না হইয়া এই মহাপঙ্ক দিয়া নির্ম্মিত কেন হইয়াছে? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন; শুন, ঐ মহাপঙ্কের হ্রদ কোন প্রকারেই সুনির্ম্মিত হয় না। কেননা পাপহইতে উৎপন্ন জঞ্জাল সকল আসিয়া ঐ স্থানে পতিত হয় একারণ ভরসাহীন পঙ্ক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ পাপগ্রস্ত লোকদের আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষমতা বিসয়ে উত্তরোত্তর চেতনা হওয়াতে তাহাদের মনোমধ্যে জন্মে যে২ ভয় ও আশঙ্কা ও সন্দেহ ইত্যাদি মিলিত হইয়া অদ্যাবধি এই স্থানে একত্র হয়; একারণ এস্থানের মৃত্তিকা এ প্রকার মন্দ জানিবা।

আর ঐ স্থান এপ্রকার কদর্য্য হইয়া থাকে এমন কিছু সে জমীদারের অভিলাষ নহে। কারণ ঐ জমিদারের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার মজুরেরা, ঐ অল্প স্থান কি জানি যদ্যপি ভাল হয়, এই আশয়ে ক্রমে২ আজি ষোল শতবৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছে। বিশেষতঃ তিনি আমাকে আরো একটি কথা কহিলেন, যে আমার জ্ঞানেতে ঐ স্থানে লক্ষ২ গাড়ী মাটী ফেলিয়া দিয়াছে, তদ্ভিন্ন লক্ষ২ হিতোপদেশাদি যে সকল ঐ জমীদারের অধিকারের সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বদা আনা গিয়াছিল তাহাও ঐ স্থানে দেওয়া গিয়াছে; এবং বিজ্ঞ২ লোকেরা একথা কহেন, যে সকল দ্রব্যেতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্তিকা জন্মে এমন অনেক২ দ্রব্যও ফেলা গিয়াছে, তথাপি ঐ স্থান সুনির্ম্মিত না হইয়া আজি পর্য্যন্ত ভরসাহীনপঙ্ক হইয়া আছে। আর ইহার পরেও তাহার পুরণ করিবার জন্যে তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিলেও সেই স্থান সেইরূপ থাকিবে।

আর ঐ স্থানের ব্যবস্থাপকের আজ্ঞাতে ঐ মহাপঙ্ক হ্রদের মধ্য দিয়া যে অনেক উত্তম২ সিঁড়ী ফেলা গিয়াছে তাহাও সত্য বটে, কিন্তু যে সময় ঐ স্থানে সেই জঞ্জা-লাদি আসিয়া পড়ে অর্থাৎ এক ঋতু গেলে অন্য ঋতুর আগমনে যখন পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে, তখন ঐ সিঁড়ী প্রায় দেখা যায় না। যদি কখন অল্প২ দেখা যায় তবে তাহার উপর দিয়া মনুষ্যেরা গমন করিতে মাথা ঘুরিয়া তাহার এক পার্শ্বে পড়িয়া পঙ্কেতে মগ্ন হয়, কিন্তু এক বার ঐ দ্বারেতে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম মৃত্তিকা পাইতে পারে।

অপর আমি এই রূপ স্বপ্ন দেখিতে২ ইতোমধ্যে দেখিলাম যেন সেই *হাবলা গিয়া বাটীতে পৌঁছিল; তাহাতে তাহার প্রতিবাসি লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া সে যে ফিরিয়া আসিয়াছে এই জন্যে কেহ২ তাহাকে *বুদ্ধিমান্ বলিল; এবং কেহ২ কহিল, যে না, এ যখন সেই রূপা *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত প্রাণপণে গিয়াছিল তখন ইহাকেও ক্ষিপ্ত বোধ হয়; এবং অন্য কেহ২ তাহার ক্ষুদ্রমন বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিল, তুমি অগ্রে প্রাণপণ করিয়া গিয়া শেষে অল্পদুঃখ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আমি যদি এক বার তোমার মত প্রাণপণ করিয়া যাইতাম তবে কখন অল্প দুঃখেতে ফিরিয়া আসিতাম না। এরূপ কথা শুনিয়া *হাবলা লজ্জাতে তাহাদের নিকটে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। পরে সে স্বচ্ছন্দ হইলে পর তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া অসাক্ষাতে *খ্রীষ্টীয়ানকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ইতি *হাবলা বিষয়ক বিবরণ সমাপ্ত হইল।

৩ অধ্যায়।

অপর এইরূপে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ তেবান্তর মাঠের মধ্যে একাকী গমন করিতে২ অকস্মাৎ দেখিলেন, যে দূরে এক জন মনুষ্য ঐ মাঠের এক দিগহইতে আসিয়া অন্য দিগে যাইতেছে, পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ক্রমে২ তাহার নিকটে পৌঁছিয়া ঐ *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত মিলিল। সে ব্যক্তির নাম *সংসারজ্ঞানী, এবং শারীরিক নামক গ্রামে বসতি করে, ঐ মহৎ গ্রাম *খ্রীষ্টীয়ানের জন্মস্থানহইতে অতি নিকট; একারণ ধ্বংসিনগরহইতে *খ্রীষ্টীয়ানের বাহির হইয়া যাওনের গল্প কেবল ঐ গ্রামে রটিয়াছিল এমন নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঐ কথা রটিয়াছিল। অতএব ঐ সংসারজ্ঞানি মহাশয়ের *খ্রীষ্টীয়ানের বিষয়ে কিছু স্মরণ থাকাতে, এবং *খ্রীষ্টীয়ানের অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক গমন ও ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া তাহার সহিত পরস্পর কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহাতে প্রথমে সংসারজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিল, হে ভাল মানুষের সন্তান, এপ্রকার ভারগ্রস্ত হইয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়, আমি অতি দীনহীন দুরাচার; আমার মত ভারগ্রস্ত কেহ কখন হয় নাই। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে আমার অগ্রস্থিত ঐ ক্ষুদ্দ্বার পর্য্যন্ত গেলে আমি এই ভারি বোঝাহইতে মুক্ত হইব; একারণ আমি সেই স্থানে যাইতেছি।

সংসারজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রীপুত্ত্রাদি আছে কি না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ সে সকল আছে বটে, কিন্তু আমার এই ভারি বোঝা প্রযুক্ত তাহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ আমার ভাল লাগে না, বরং নিরানন্দ বোধ হয়।

*সংসারজ্ঞানী জিজ্ঞাসিল, আমি যদি তোমাকে কোন পরামর্শ দি তবে তাহা তুমি শুনিবা কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ যদি সৎপরামর্শ হয় তবে অবশ্য শুনিব, কেননা আমার উত্তম পরামর্শেতে প্রয়োজন আছে।

*সংসারজ্ঞানী কহিল, তবে আমি তোমাকে এই এক সৎপরামর্শ দি, তুমি কোন প্রকারে অতি শীঘ্র এই বোঝা-হইতে মুক্ত হও; কেননা যে পর্য্যন্ত তুমি ঐ ভার হইতে মুক্ত না হইবা তাবৎ কোন মতে তোমার মন স্থির হইবে না, বিশেষতঃ পরমেশ্বর তোমাকে যে২ উত্তম ২ বিষয় দিয়াছেন তদুৎপন্ন সুখও সে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবা না।

তাহাতে *খ্রীষ্টায়ান কহিলেন, যে মহাশয়, আমিও সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় আছি, কিন্তু তথাচ কোন প্রকারেই ঐ বোঝা এড়াইতে পারিতেছি না; আমার এই গুরুতর ভার যে হরণ করে আমাদের তাবৎ দেশের মধ্যে এমন একটিও লোক দেখি না। অতএব তোমাকে যেরূপ কহিয়াছি সেইরূপ আমি এই বোঝাহইতে মুক্তি পাইবার জন্যে এপথ দিয়া যাইতেছি।

তাহাতে *সংসারজ্ঞানী কহিল, এই বোঝাহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্তে এপথ দিয়া যাইতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, সে লোককে আমার দৃষ্টিতে অতিমহৎ এবং সম্ভ্রান্ত বোধ হইয়াছে, এবং আমার স্মরণ হয় যে তাহার নাম *মঙ্গলব্যঞ্জক।

*সংসারজ্ঞানী কহিল, আঃ তাহার পরামর্শের মূল কি? সে তোমাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে তাহার মন্ত্রণানুসারে যদি তুমি চল তবে সেই পথ কেমন ভয়ানক ও দুর্গম তাহা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিবা। আর আমি এখনি দেখিতে পাইতেছি, যে ইহার মধ্যেই তুমি সে পথের কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইয়াছ; কেননা তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভরসাহীন হ্রদের কাদা লেপা দেখিতেছি। অতএব শুন, যাহারা ঐ পথ দিয়া যায় তাহাদিগের প্রথম ক্লেশের সূত্র ঐপঙ্ক জানিবা। আমি তোমাহইতে অনেক প্রাচীন বটি; অতএব আমার কথা গ্রাহ্য করিও। তুমি যে পথে যাইতেছ সে পথে কেবল বৃথা পরিশ্রম, এবং ব্যথা, ক্ষুধা, দুঃখ, উলঙ্গত্ব, খড়্গ, সিংহ, সর্প, অন্ধকার, ইত্যাদির ভয়, এবং মৃত্যুও আছে; আর এই সকল যে নিতান্ত সত্য ইহা অনেক সাক্ষিদ্বারা স্থির করা গিয়াছে; অতএব পরের কথা শুনিয়া নিতান্ত অবিবেচকের মত কেন আপনাকে নষ্ট করিবা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, তাহার কারণ এই. মহাশয় যে সকল ভয়ানক বিষয় সহিলেন তাহা অপেক্ষাও আমার এই পৃষ্ঠের ভার অধিক ভয়ঙ্কর হইয়াছে; অতএব আমি যদি এই বোঝাহইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে এই পথের মধ্যে যাহা ঘটে তাহা ঘটুক। তাহাতে আমার কিছুই চিন্তা নাই, জানিবা।

তখন *সংসারজ্ঞানী জিজ্ঞাসিল, এই বোঝা তুমি প্রথমে কোথাহইতে পাইয়াছ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, আমার হস্তের এই পুস্তক পাঠ করিতে২ পাইয়াছি। তখন *সংসারজ্ঞানী কহিল, হাঁ, আমিও তাহা বুঝিয়াছি; যাহাদের অতিক্ষুদ্র অন্তঃকরণ তাহারা আপন অসাধ্য কোন উচ্চ বিষয়েতে হাত দিয়া যেমন হঠাৎ সমূহ মনোবৈকল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি তুমিও পাইয়াছ, এবং তোমার মনোবৈকল্য যে তোমাকে অমনুষ্য ভাবাপন্ন করিয়াছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। কিন্তু সে প্রকার মনোবৈকল্যদ্বারা মনুষ্যেরা প্রায় অমনুষ্য হয় তাহা কেবল নয়, বরং অজ্ঞেয় বিষয় পাইবার জন্যে যে মনোবৈকল্য জন্মে তাহাতে লোকেরা দুঃখ সমূহেতেও মগ্ন হইতেছে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, মহাশয়, আমি যাহা পাইতে ইচ্ছা করি তাহা জানি, সে কি না এই ভারি বোঝাহইতে যে মুক্ত হই।

*সংসারজ্ঞানী কহিল, তুমি যদি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আমার কথা শুন তবে ঐ পথে যে২ আপদ্ আছে তাহাতে কোন প্রকারে না পড়, এবং তোমার বাঞ্ছিত তুমি যে বিষয়ও পাইতে পার, এমন এক সুগম পথ দেখাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তুমি যে পথে যাইতেছ তাহাতে যদ্যপি এমন ঘোর আপদ্ থাকিল তবে তাহাতে সুখভোগের চেষ্টাতে যাওয়া বৃথা। আর আমি যাহা বলিতেছি তাহা একপ্রকার নিকটবর্ত্তীও বটে, এবং তাহাতে সকল আপদ ছাড়াইয়া বরং অনেক২ মিত্রতা ও সুখ ও শান্তি পাইতে পারিবা।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হে মহাশয়, তবে ঐ গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হউক।

তখন *সংসারজ্ঞানী কহিতে লাগিল, শুন, এই স্থান-হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নীতিনামক এক খানি গ্রামে *ব্যবস্থা-নুগত নামক এক জন প্রধান লোক বসতি করেন, তিনি অতি প্রবীণ এবং বড় বিখ্যাত, আর তোমার পৃষ্ঠে যেরূপ বোঝা আছে এমন বোঝা মনুষ্যদিগের স্কন্ধহইতে নামা-ইতে তিনি অতি বড় বিজ্ঞ; কেননা আমার জ্ঞানেতে তাঁহাকে ঐ প্রকার অনেক ২ ভাল কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহা ছাড়াও আপন ২ বোঝা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ মনোবৈ-কল্য প্রাপ্ত লোকদিগকেও ভাল করিতে তিনি অতি পটু বটেন; অতএব আমি যেরূপ কহিলাম সেইরূপে তাঁহার নিকটে গেলেই তুমি ক্ষণেকের মধ্যে আপন উপকার জানিতে পারিবা। তাঁহার বাটী এখানহইতে এক ক্রোশ অন্তরও নহে। তিনি যদি আপনিও ঘরে না থাকেন তবে *সভ্যনামে তাঁহার এক পুত্র আছেন তিনি ও ঐ বৃদ্ধ মহা-শয়ের ন্যায় তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে ক্ষমতাপন্ন বটেন; এজন্যে কহিতেছি, তুমি সেখানে গেলে অবশ্য এ বোঝা-হইতে মুক্ত হইতে পারিবা। আর তুমি যে ফিরিয়া যাও তাহাতে কিছু আমার ইচ্ছা নাই, এবং তোমার পূর্ব্ব-বসতি স্থানে যদি তুমি থাকিতে না চাও তবে সে স্থানে থাকিয়া তোমার স্ত্রী পুত্রাদির কাছে লোক পাঠাইতে পার। ঐ গ্রামে অনেক ২ শূন্যগৃহ আছে, তাহার একটা অল্পমূল্য ভাড়া পাইতে পারিবা, এবং সেখানে খাদ্যদ্র-ব্যও উত্তম মিলে, এবং সুলভও বটে, আরও একটা সকল-

হইতে অধিক ভাল এই, যে সেখানে সম্ভ্রান্তরূপে সদ্ব্যবহার করিয়া সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসির সহিত বাস করিতে পারিবা।

একথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান অল্পক্ষণ স্থগিত হইয়া ভাবিয়া শেষে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, এ মহাশয় যাহা কহিতেছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে এহাঁরি পরামর্শে চলা ভাল বটে; অতএব তিনি এইরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হে মহাশয়, সে উত্তম মনুষ্যের বাটীতে কোন পথ দিয়া যাইব?

তাহাতে *সংসারজ্ঞানী কহিল, ঐ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছ কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

তখন *সংসারজ্ঞানী কহিল, তোমার ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হইবে; তাহাতে প্রথমে যে বাটীতে উপস্থিত হইবা সেই বাটী তাঁহার জানিবা।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান সেই *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের বাটীতে যাইবার জন্যে পূর্ব্বের পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ২ ঐ পর্ব্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ এবং পথের পার্শ্ব হইতে এক কালে সমানরূপে দণ্ডায়মান প্রযুক্ত কি জানি পাছে ইহা আমার মস্তকের উপরে পড়ে, এই ভয়েতে ভীত হইয়া *খ্রীষ্টীয়ান তাহার নিকটে যাইতে পারিলেন না, এবং সেই স্থানে কিছু কাল দাঁড়াইয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহাও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। আর পূর্ব্বপথে থাকনের সময় অপেক্ষা তখন ঐ বোঝা ক্রমে ২

অধিক ভারী হওয়াতে এবং ঐ পর্ব্বতহইতে ঝলকে২ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ভাবিলেন, আঃ! এইবার বুঝি আমি অগ্নিতে ভস্ম হইলাম! এ কথা কহিয়া ঐ স্থানে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভয়েতে থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, আর আমি কেন *সংসারজ্ঞানী মহাশয়ের মন্ত্রণাতে চলিলাম? ইহা বলিয়া অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে *মঙ্গলব্যঞ্জককে আসিতে দেখিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানের আকার রক্তবর্ণ হইল। পরে *মঙ্গলব্যঞ্জক তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাত করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে এইরূপ অনুযোগ পূর্ব্বক পরামর্শ দিতে লাগিলেন। হে *খ্রীষ্টীয়ান, তুমি এস্থানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? এই কথা *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসা করিলে *খ্রীষ্টীয়ান কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিতে না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই † ধ্বংসিনগরের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল এমন যে মনুষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তুমি কি সে মনুষ্য নহ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ মহাশয়, আমি সেই মনুষ্য।

*মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, আমি তোমাকে ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে কহিয়াছিলাম কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হাঁ মহাশয়, কহিয়াছিলেন বটে। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন তবে তোমাকে এত শীঘ্র সে পথের বহির্গত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, হে মহাশয়, আমি ভরসাহীন পঙ্ক পার হইবামাত্র একজন মহল্লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন, যে অগ্রস্থিত গ্রামে গেলে তোমার বোঝা নামাইতে পারেন এমন এক জন মনুষ্যকে সেখানে পাইবা, ঐ কথা কহিয়া তিনি আমাকে এপথে লওয়াইয়াছেন।

*মঙ্গল ব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, সে কি প্রকার লোক?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, সে ব্যক্তিকে এক জন বিশিষ্ট লোকের ন্যায় দেখিলাম, সে আমার সহিত অনেক ২ কথাবার্ত্তা কহিলে শেষে আমার মন তাহার কথাতে পরাজিত হওয়াতে আমি এদিগে যাইতেছিলাম, কিন্তু শেষে এই পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান পর্ব্বতকে দেখিয়া পাছে ইহা আমার ঘাড়ে পড়ে এই ভয়ে আমি হঠাৎ স্থগিত হইয়া রহিয়াছি।

তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, সেই মহল্লোক তোমাকে কি কহিয়াছিল? *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? ইহা সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিলাম।

পরে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তাহার পর সে কি কহিল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি আছে কি না? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে আমি তাহার উত্তর করিলাম, আর ইহাও কহিলাম, আমার পৃষ্ঠস্থিত এই বোঝার নিমিত্তে আমি এমনি ভার-

গ্রস্ত হইয়াছি যে পূর্ব্বের মত তাহাদের বিষয়ে আমার কোন সুখ নাই।

*মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তাহাতে সে কি কহিল?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, সে আমাকে এই কথা বলিল, তুমি তবে ঐ বোঝাহইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর। তাহাতে আমি কহিলাম, হাঁ, আমিও সেই চেষ্টায় আছি; এবং সেই হেতুক মুক্তিস্থানে গমনের উপদেশ পাইবার জন্যে এইক্ষণে ঐ দ্বারে যাইতেছি, তাহাতে মহাশয় আমাকে যে পথে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা উত্তম এবং আপদরহিত অন্য এক পথ তোমাকে দেখাইব, সে এ কথা কহিল। আরও কহিল, সেই পথে গেলে তুমি এই প্রকার বোঝা নামাইতে বিজ্ঞ এমন এক মহল্লোকের বাটীতে পৌঁছিবা। তাহাতে আমি তাহার সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া শীঘ্র বোঝা হইতে মুক্তি পাই-বার লোভে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া এই পথে আগমন করিলাম; কিন্তু শেষে এই স্থানে আসিয়া এই সকল বিষয় যে এইরূপ তাহা দেখিয়া নিবৃত্ত হইলাম, এবং এক্ষণে কি করিব তাহাও কিছু স্থির করিতে পারি না।

অনন্তর *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, সে যাহা হউক, এই ক্ষণে আমি তোমাকে ঈশ্বরবিষয়ক বাক্য দেখাইব, অত-এব কিঞ্চিৎকাল থাক। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান অমনি কম্পিত হইয়া দাঁড়াইল। তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিতে লাগিলেন, সাবধান হইয়া শুন; যিনি কহিতেছেন তাঁহার বাক্যেতে যেন কোন প্রকারে তোমার অবজ্ঞা না জন্মে; কেননা পৃথিবীস্থ বক্তাকে অবজ্ঞা করিয়া যদ্যপি লোকেরা প্রাণত্যাগ

করিয়াছিল তবে স্বর্গহইতে যিনি কহিতেছেন তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিয়া কিরূপে আমরা বাঁচিতে পারি, দেখ না কেন? ধার্ম্মিকেরা কেবল বিশ্বাসদ্বারাই বাঁচিতেছে, কিন্তু তাহাহইতে যদি পিছাইয়া যায় তবে তাহাতে কিছু আমার প্রাণের সন্তুষ্টি নাই। পরে তিনি ঐ সকল কথার এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিতে লাগিলেন, শুন, যে ব্যক্তি এই সকল দুঃখে গমন করিতেছে সে তুমিই, তুমি মহাজনের বাক্য হেলা করিয়া সৎপথহইতে আপন পা পিছলিয়া প্রায় আপনার বিনাশ আপনি সম্পূর্ণ করিয়াছ।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান মৃতকল্প হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিতে২ কহিলেন, শাপগ্রস্ত যে আমি আমিতো একেবারে বহিয়া গিয়াছি। এইরূপ তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, সকল প্রকার পাপ ও পাষণ্ডতা মনুষ্যের প্রতি ক্ষমা হইবে; অতএব কদাচ বিশ্বাসহীন না হইয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর। তখন *খ্রীষ্টীয়ান এইরূপ পুনরাশ্বাস পাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে২ গিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জকের কাছে দাঁড়াইলেন।

অপর *মঙ্গলব্যঞ্জক এই রূপ কহিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে ভুলাইয়া যাহার নিকটে তোমাকে পাঠাইয়াছিল তাহার সমস্ত বিষয় আমি তোমাকে বিশেষ রূপে বলি, তুমি সাবধান পূর্ব্বক মনোযোগ করিও। শুন, যে লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার নাম *সংসারজ্ঞানী; সে কেবল সংসারবিষয়ের উপদেশ ভাল বাসে, এই নিমিত্তে সে প্রত্যহ †নীতিনামক গ্রামের ধর্ম্ম-

শালায় গতায়াত করে। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞানে সাংসারিক আচরণ যে এতো ভাল বাসে তাহার কারণ এই, সেইরূপ আচরণ করিয়া ক্রুশহইতে মুক্তি পাইতে পারে, অর্থাৎ ক্রুশেতে হত হইয়াছিলেন যে *খ্রীষ্ট তাঁহার ধর্ম্ম আচরণ করাতে যে ক্লেশ তাহাহইতে মুক্তি পাইতে পারে, অতএব জগৎস্থ লোককে সেই মতাবলম্বী করণে তাঁহার বাঞ্ছা প্রযুক্ত সে আমার যথার্থ মতে যাইতে লোকদিগকে বারণ করিতেছে, এই২ হেতুক তাহার নাম যথার্থ রূপে *সংসারজ্ঞানী নির্ণয় করা গিয়াছে।

অতএব প্রথমতঃ সে যে তোমাকে পথহইতে ফিরাইল এই এক বিষয়। এবং দ্বিতীয়তঃ ক্রুশ যে তুচ্ছ বিষয় এমন তোমার বোধ জন্মাইবার চেষ্টাতে ছিল, এই এক বিষয়। আর তৃতীয়তঃ তোমাকে ফিরাইয়া মৃত্যুর পথে লওনের চেষ্টায় ছিল, এই এক বিষয়; অতএব ঐ ব্যক্তির উপদেশের মধ্যে এই তিন বিষয়কে তুমি অতিশয় তুচ্ছ করিবা।

প্রথম বিষয়। সে যে তোমাকে সৎপথহইতে ফিরাইয়াছে তাহাই কেবল তুচ্ছ করিবা এমত নয়, তুমি যে সে বিষয়ের জন্যে স্বীকৃত হইয়াছিলা একারণ আপনাকেও ঘৃণা করিবা, কেননা কোন এক জন সামান্য *সংসারজ্ঞানির কথাক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অবহেলা করা অতি দুষ্কর্ম্ম বটে; অতএব ঈশ্বর কহেন, তোমাকে যে দ্বারের নিকটে আমি পাঠাইয়াছিলাম সেই ক্ষুদ্র দ্বারে প্রবেশ করিবার জন্যে চেষ্টা কর, কেননা যে দ্বারে জীবন পাওয়া যায় সে দ্বার অল্প প্রসস্ত এবং অল্প লোক কর্ত্তৃকও প্রাপ্ত হয়; দেখ, ঐ ক্ষুদ্র দ্বার এবং ঐ দ্বারে গমনের পথ এ উভয়-

হইতে তোমাকে ফিরাইয়া ঐ দুষ্ট মনুষ্য প্রায় তোমার বিনাশ ঘটাইয়াছিল; অতএব যে তোমাকে পথহইতে ফিরাইয়াছে সে বিষয়ে তোমার ঘৃণা জন্মুক এবং তুমি যে তাহার কথা শুনিয়াছিলা এজন্যে আপনাকে ও ঘৃণা কর।

দ্বিতীয় বিষয়। সে ব্যক্তি যে তোমাকে ক্রুশ তুচ্ছ করাইবার জন্যে চেষ্টা করিল তাহাও তুমি তুচ্ছ করিবা, যে হেতুক মিসর দেশের সমস্ত ধনহইতেও ঐ ক্রুশকে তোমার মনোনীত করা কর্ত্তব্য, কেননা যিনি সমস্ত জগতেরি কর্ত্তা তিনি তোমাকে কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে আকিঞ্চন করে সে তাহা হারাইবে, এবং যে আমার পশ্চাদগামী হইয়াও আপন পিতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকে আর আপন প্রাণকে অপ্রিয় না করে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না; অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, সত্যতা অর্থাৎ যাহা ব্যতিরেক অনন্ত পরমায়ু পাওয়া যায় না ঈশ্বর এমন যে বিষয় কহিয়াছেন তাহা তোমার মৃত্যুদায়ী হইবে, এই উপদেশকেও তোমার ঘৃণা করিতে হইবে।

তৃতীয়। যে দুষ্ট ব্যক্তি তোমাকে মৃত্যুর পথে লইয়া গিয়াছিল তাহাকেও তোমার ঘৃণা করিতে হইবে, যেহেতুক যাহার নিকটে তোমাকে পাঠাইয়াছিল, আর সে যে তোমার বোঝা নামাইতে কি প্রকার অশক্ত, তাহাও তোমাকে বিবেচনা করিতে হইবে।

আর তুমি বিশ্রাম পাইবার জন্যে যে * ব্যবস্থানুগত নামকের কাছে প্রেরিত হইয়াছিলা সে এমন এক দাসীর পুত্র যে দাসী এ কাল পর্য্যন্ত আপন সন্তানের সহিত

দাসত্বে বদ্ধ আছে। আর যে সীনাই নামক পর্ব্বত তোমার ঘাড়ে পড়িবে ভাবিয়া তুমি ভীত হইয়াছিলা ঐ পর্ব্বত সেই দাসীর দৃষ্টান্ত স্থল; ফলতঃ ঐ পর্ব্বতের আশ্রয় লইলে যেমন প্রাণ খোয়াইতে হয় তেমনি ঐ দাসীর আশ্রয়ে ও আপনার বিনাশ ঘটে; অতএব এক্ষণে যদি ঐ দাসী তাহার পুত্রের সহিত দাসত্বে থাকে তবে তাহাদের দ্বারা তোমার মুক্তির আশা কি প্রকারে করিতে পার? একারণ সে *ব্যবস্থানুগত নামক ব্যক্তি তোমাকে কখন ভারহইতে মুক্ত করিতে পারে না। আজি পর্য্যন্ত তাহাদ্বারা এ প্রকার বোঝাহইতে কখন কেহ মুক্ত হয় নাই, এবং হইবার ও সম্ভাবনা নাই জানিবা; আর ব্যবস্থার মত কার্য্য করিয়া কেহ পুণ্যবান কিম্বা আপন বোঝাহইতে মুক্ত কখন হয় নাই; অতএব তোমরাও ব্যবস্থার মত কার্য্য করিয়া মুক্ত হইতে পারিবা না। আর এই *সংসারজ্ঞানী মহাশয়ও এক জন মিথ্যাবাদী, এবং ঐ *ব্যবস্থানুগত ব্যক্তিও জুয়াচোর, এবং *সভ্যনামা তাহার পুত্রও এক জন প্রকৃত কাল্পনিক লোক, সে অতি রূপবান হইলেও তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না; অতএব তুমি আমার কথাতে প্রত্যয় কর, কেননা এই সকল অনভিজ্ঞ লোকহইতে তুমি যে ২ কথা শুনিয়াছ তাহাতে কোন সার নাই, কেবল তোমাকে সৎপথ হইতে ফিরাইয়া তোমার পরিত্রাণ বিষয় ব্যর্থ করিবে এই তাহাদের চেষ্টা। এইরূপ কহিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক আপন বাক্য দৃঢ় করিবার নিমিত্তে স্বর্গের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে যাচ্ঞা করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ *সীনাই পর্ব্বতহইতে অগ্নি-



কথা এবং ঈশ্বরীয় বাণী নির্গতা হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ানের সকল শরীর রোমাঞ্চিত হইল, । ঐ ঈশ্বরীয় বাণী এই, যাহারা কর্ম্মশাস্ত্রের মতে তাবদ্বিষয় করিতে প্রবৃত্ত নয় তাহাদের প্রত্যেক জন শাঁপগ্রস্ত ইহা লিখিত আছে; অতএব কর্ম্মশাস্ত্রের মতাবলম্বী যত লোক সকলেই শাপ-গ্রস্ত জানিবা।

পরে এই সকল কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ানের মৃত্যু বিনা অন্য কোন আশা না থাকাতে সে বড় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, আর যখন * সংসারজ্ঞানির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই ক্ষণকে শাঁপ দিতে লাগিল, এবং আপনি যে তাহার পরামর্শানুসারে চলিয়াছিল, একারণ আপনাকে সহস্র২ বার অজ্ঞান বলিয়া খেদ করিতে লাগিল, তদ্ভিন্ন * সংসারজ্ঞানী সাংসারিক পরামর্শদ্বারা আপনি যে যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে চলিয়াছিল ইহা মনে করিয়া বড় লজ্জিত হইল।

অনন্তর * খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার * মঙ্গলব্যঞ্জককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আপনি কেমন বুঝেন? আমি কি এখন আরবার ফিরিয়া সে ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে পারি, এমন কিছু ভরসা আছে? এবং আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তন্নিমিত্তে কি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না? এবং আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া লজ্জা দিয়া কি সেই স্থান-হইতে দূর করিয়া দিবেন না? আমি না বুঝিয়া সেই লোকের পরামর্শে মনোযোগ করিয়া এখন বড় দুঃখিত হইয়াছি; অতএব ঈশ্বর আমার সেই পাপ ক্ষমা করুন্।

তখন * মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, হাঁ, তোমার পাপ অতি

বড় বটে, কেননা তুমি নিষিদ্ধ পথে গমন পূর্ব্বক উত্তম পথ পরিত্যাগ করিয়া দুই প্রকার মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ। তথাপি দ্বারে যিনি বাস করেন তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন; যেহেতুক মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। কিন্তু দেখ পুনর্ব্বার সে পথ পরিত্যাগ করিও না কেননা যদ্যপি তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রজ্বলিত হয় তবে পাছে তুমি পথিমধ্যে নষ্ট হও; অতএব সাবধানে যাইবা। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাওনের উদ্যোগ করিলে *মঙ্গলব্যঞ্জক তাহাকে চুম্বন করিয়া হাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিল, তোমার মঙ্গল হউক। পরে *খ্রীষ্টীয়ান অতি বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাতে পথিমধ্যে কাহারও সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক বরং অন্য কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার কোন উত্তর না করিয়া ক্রমে২ গিয়া পূর্ব্বে যে পথ ত্যাগ করিয়াছিল সেই উত্তম পথে প্রবেশ করিল; আর নিষিদ্ধ পথকে ভয় করিয়া বেগেতে চলিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান এইরূপে ক্রমে২ গিয়া কতক্ষণের পর ঐ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে ঐ দ্বারের উপরিভাগে এই লেখা আছে, দ্বারে আঘাত করিলে তোমার প্রতি দ্বার খোলা যাইবে। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান এই কথা কহিতে২ বারবার ঐ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

এ দ্বারে আমি কি এখন প্রবেশিতে পারি?
অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র হইতে নারি॥

নিশ্চয় যদ্যপি ইহা তথাপি আমারে।
দ্বার খুল্যা যিনি দিবেন্ আমায় দয়া করে॥
অনন্ত প্রশংসা স্তুতি করিতে তাঁহার।
স্বর্গেতে না ত্রুটি হবে কখন আমার॥

পরে অল্পক্ষণ বিলম্বে *পরমঙ্গলেচ্ছুক নামে এক প্রগল্ভ ব্যক্তি ঐ দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে দ্বারে আঘাত করে কে? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং তোমার প্রার্থনাই বা কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিয়া কহিল, এখানে দুঃখি ভারগ্রস্ত পাপি এক জন আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমি *ধ্বংসি নগরহইতে আসিয়াছি, এবং আগামি ক্রোধ-হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে *শীয়োন পর্ব্বতে যাইব। এই দ্বার দিয়া সেই পথ গিয়াছে ইহা শুনিয়াছি, অতএব আমি যে এই দ্বারে প্রবেশ করি মহাশয়ের এমন ইচ্ছা আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করি।

তাহাতে *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিলেন, যে হাঁ, আমি ইহা সর্ব্বতোভাবে মনের সহিত বাঞ্ছা করি। এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ দ্বার খুলিয়া দিলেন।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান যখন ঐ দ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল এমন সময় *পরমঙ্গলেচ্ছুক তাহার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া তাহাকে ভিতরে লইলেন। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার অভিপ্রায় কি? তখন সে কহিল, এই দ্বারহইতে অল্প দূরে একটি কঠিন গড় আছে। ঐ গড়ে *বালসিবুব্ নামক সেনাপতি ও তাহার সহচর-

গণ থাকে. তাহারা এই দ্বারের নিকটে কোন লোককে আসিতে দেখিলে তাহার প্রতি হটাৎ বাণ নিক্ষেপ করে। তাহতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি এখানে আসিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, কিন্তু ইহা শুনিয়া কম্পিত হইলাম। পরে সে প্রবেশ করিবামত্র *পরমঙ্গলেচ্ছুক দ্বারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এ স্থানে আসিতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছিল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, * মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক জন আমাকে এস্থানে আসিতে এবং দ্বারে আঘাত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল। এবং কহিয়াছিল, যে তোমার তাবৎ কর্ত্তব্য বিষয় সেই স্থানের দ্বারী তোমাকে কহিয়া দিবে; অতএব আমি সেইরূপ করিয়াছি।

তখন *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, তোমার সম্মুখে প্রসস্ত একটি দ্বার আছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না জানিবা।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, আমার যে২ আপদ্ ঘটিয়াছিল এখন তাহার অধিক সুখানুভব হইতেছে।

*পরমঙ্গলেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, তুমি যে এ স্থানে একাকী আসিয়াছ ইহার কারণ কি?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয় আমি মনের মধ্যে যেরূপ আপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলাম আমার প্রতিবাসি লোকেরা কেহই তেমন আপদে পড়ে নাই, একারণ আমার সহিত কেহই আইসে নাই।

*পরমঙ্গলেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, তুমি যে এখানে আসিবা

এমন সমাচার তাহাদের মধ্যে কেহ জানিতে পারিয়াছিল কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমার আগমনের প্রথমে আমার স্ত্রীপুত্র আমাকে ফিরাইতে অনেক ডাকিয়াছিল, তাহার পর কুটুম্ববর্গের মধ্যেও কেহ২ আমাকে ফিরাইতে রোদন করিতে২ বহু কাকুতি বিনতি করিয়াছিল, তত্রাপি আমি সে কথা না শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া আপন পথে চলিয়া আইলাম।

*পরমঙ্গলেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, যে তোমাকে প্রবোধ দিয়া ফিরাইবার জন্যে কি তোমার পশ্চাৎ কেহ আইল না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, *একগুঁইয়া নামে এবং *হাবলা নামে দুই জন আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন মতে আমাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া শেষে *একগুঁইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু *হাবলা আমার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া আইল।

*পরমঙ্গলেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, যে তবে সে এপর্য্যন্ত কি জন্যে আইসে নাই?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে আমার সহিত *ভরসাহীন পঙ্ক পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে আইলে আমরা হঠাৎ উভয়েই সেই পঙ্কমধ্যে পতিত হওয়াতে আমার প্রতিবাসি সেই *হাবলা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এই পর্য্যন্ত আসিতে সাহস কুলাইতে পারিল না; অতএব সে ঐ পঙ্কহইতে উঠিয়া আমাকে কহিল, তোমার উত্তমাধিকার তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া একাকী ভোগ কর এ কথা কহিয়া সে ব্যক্তিও সেই *একগুঁইয়ার পথে

চলিয়া গেল; অতএব শেষে আমি একাকী এই দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছি।

তাহাতে *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, হায় ২ সে এমন অভাগ্যবান, এতোদূর পর্য্যন্ত আসিয়া স্বর্গীয় অতুল্য ঐশ্বর্য্যকে কি এমন অত্যল্প বোধ করিল যে তাহা পাইবার নিমিত্তে এই যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ সহিষ্ণুতা করিতে পারিল না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয় *হাব্‌লার বিষয় যেমন শুনিলেন তেমনি যদি আপন বিষয়ের কথা সকল আমি সত্য রূপ কহি তবে বোধ হয় আমাদের উভয়েরই ক্রিয়াতে কোন ভেদ থাকেনা; কেননা সে যেমন *ধ্বংসিনগরে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল তেমনি আমিও *সংসারজ্ঞানী সাংসারিক পরামর্শদ্বারা মরণপথে গিয়াছিলাম।

তাহাতে *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, কি ২ সে ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে যে তোমাকে *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া কোন প্রকারে আপনার মত সিদ্ধ করে এই তাহার চেষ্টা, তাহারা ঐ দুই জনই প্রতারক, সে যাহা হউক তাহার পরামর্শে তুমি চল নাই।

*খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, হাঁ, তাহার পরামর্শ লইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত তাহার পথে গিয়াছিলাম। তাহাতে *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইবামাত্রে, ঐ পর্ব্বত আমার মস্তকের উপরে পড়িবে ইহা বোধ হওয়াতে আমি সেই স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলাম।

পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, যে সে পর্ব্বত অনেকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে এবং হইবে, কিন্তু তুমি যে তাহাদ্বারা চূর্ণ না হইয়া বাঁচিয়া আসিয়াছ এ তোমার বড় ভাগ্য।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে সত্য মহাশয়, আমি সেই সময়ে ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ইতো-মধ্যে *মঙ্গলব্যঞ্জকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি বাঁচিলাম; কিন্তু তাহা যদি না হইত তবে সেই স্থানে আমার দশা কি হইত তাহা আমি বলিতে পারি না, এবং তৎকালে তিনি যে আমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইহাতে আমার প্রতি নিতান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ বুঝিলাম; কেননা তাহা না হইলে আমি কখন এ স্থানে আসিতে পারিতাম না। আমি যেমন লোক সেই অবস্থাতেই আসিয়াছি; অতএব তোমার সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ করি এমন যোগ্যপাত্র নহি, বরং পর্ব্বতহইতে পতনদ্বারা মৃত্যুর যোগ্য বটি; কিন্তু আঃ এমন হইলেও আমি যে এ স্থানে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি ইহাতে আমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ তাহা বলিতে পারি না।

*পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, এ স্থানে আগমনের পূর্ব্বে যে যাহা করুক তাহার নিমিত্তে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা নাই, তাহারা কোন প্রকারে বহি-ষ্কৃত হইবে না। হে প্রিয় *খ্রীষ্টীয়ান, তুমি আমার সহিত কিছু দূর চলিয়া আইস, কেননা তোমার যাইবার পথের বিষয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহার সহিত কিছু দূর গমন করিলে তিনি কহিলেন,

তুমি অগ্রে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সংকীর্ণ পথ দেখিতে পাও কি না? ঐ পথ পিতৃগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা এই সকলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ঐ পথ এমন সরল, যে বরং টেকুয়ার আড়া আছে, তত্রাপি ঐ পথের বক্রতা নাই; ঐ পথ দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যাহাদ্বারা বিদেশি লোকের পথ হারাইতে পারে এমত কোন পথতো ঐ পথে আসিয়া মিলে নাই?

*পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, যে হাঁ, অনেক ২ পথ আসিয়া ঐ পথে মিলিয়াছে, কিন্তু সে সকল পথ বাঁকা, আর প্রকৃত যে পথ সে সরল এবং সংকীর্ণ; অতএব এই চিহ্নদ্বারা ভাল মন্দ পথ জানিতে পারিবা।

পরে স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন ঐ *খ্রীষ্টীয়ান *পরমঙ্গলেচ্ছুককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমি এতকাল পর্য্যন্ত এই পৃষ্ঠের ভারগ্রস্ত হইয়া কোন স্থানেই মুক্ত হইতে পারি নাই, কারণ উপকার লাভ ব্যতিরেকে মুক্ত হইবার কোন উপায় ছিল না; অতএব এক্ষণে মহাশয় আমার পৃষ্ঠের ভারহইতে মুক্ত করণ বিষয়ে উপকার করিতে পারেন কি না?

তাহাতে *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, যাবৎ তুমি মুক্তি স্থানে উপস্থিত না হইবা তাবৎ ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরচিত্ত হও, কেননা সে স্থানে উপস্থিত হইলে তোমার ঐ বোঝা আপনিই পৃষ্ঠহইতে পড়িয়া যাইবে।

এ কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কটিদেশ বদ্ধ করিয়া পথ

যাত্রাতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে *পরমঙ্গলেচ্ছুক কহিল, তুমি এ দ্বারহইতে অল্পপথ গেলেই * অর্থদায়কের বাটীতে উপস্থিত হইবা, সেখানে গিয়া তাহার দ্বারে আঘাত করিলে তিনি তোমাকে উত্তম বিষয় জানাইবেন।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান আপন বন্ধুকে প্রণাম করিলে পর ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্ এ কথা কহিয়া *পরমঙ্গলেচ্ছুক *খ্রীষ্টীয়ানকে বিদায় করিল।

৫ অধ্যায়।

অপর এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ *অর্থদায়কের বাটীপর্য্যন্ত গমন করিয়া বারম্বার দ্বারে আঘাত করিলে এক জন দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও স্থানে কেটা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিয়া কহিল, হে মহাশয়, এই স্থানে আমি এক জন যাত্রিক দাঁড়াইয়া আছি, এই বাটীর কর্ত্তার জ্ঞাতসার এক জন আমাকে লাভের নিমিত্তে এই স্থানে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন; অতএব আমি এই বাটীর কর্ত্তার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করি।

তাহাতে সে ব্যক্তি বাটীর কর্ত্তাকে ডাকিলে পর অল্পক্ষণ বিলম্বে ঐ কর্ত্তা *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং প্রার্থনাই বা কি কর?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি ধ্বংসি নগরহইতে আসিয়াছি, এবং সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইব; একারণ পথের অগ্রে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির

মুখে শুনিলাম, যে এ স্থানে আইলে সে পথের উত্তম বিষয় আপনি আমাকে দেখাইবেন; অতএব সেই উপকার পাইবার জন্যে মহাশয়ের কাছে আসিয়াছি।

তখন *অর্থদায়ক কহিলেন, তবে ভিতরে আইস, যাহাতে তোমার ভাল হয় এমত বিষয় তোমাকে দেখাই। এ কথা কহিয়া ভৃত্যকে প্রদীপ জ্বালিতে আজ্ঞা দিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ ২ আইস। এইরূপে *খ্রীষ্টীয়ানকে একটি গুপ্ত কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার এক দ্বার খুলিতে ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে ঐ দ্বার খুলিবা মাত্র, *খ্রীষ্টীয়ান সে ঘরের দেওয়ালে অপূর্ব্ব এক প্রগল্ভ লোকের লুণ্ঠিত ছবি দেখিল; ঐ ছবির আকার এই, যে স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, এবং সর্ব্বোত্তম পুস্তক হস্তেতে, এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের ব্যবস্থা কহিতেছে, আর জগতের প্রতি পশ্চাৎ করিয়া আছে, এবং মনুষ্যদিগের সহিত বিনয়কারি পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান, এবং ঐশ্বর্য্যের মুকুটেতে তাহার মস্তক সুশোভিত হইয়াছে।

এই রূপ ছবি দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি?

*অর্থদায়ক কহিলেন, তাহা শুন, যে মনুষ্যের এই ছবি সে হাজারের মধ্যের এক জন মনুষ্য, সে পৌলের ন্যায় এই কথা কহিতে পারে, 'খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে যদি দশ সহস্র উপদেশক হয় তথাচ তোমাদের পিতা এক ভিন্ন অনেক নয়, কেননা *যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি।' 'আর হে আমার বালকেরা, যে

পর্য্যন্ত তোমরা *খ্রীষ্টের ধর্ম্মে সিদ্ধ না হও তাবৎ পুনর্ব্বার আমাকে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে; সে যে স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও সর্ব্বোত্তম পুস্তকধারী এবং লিখিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা বিশিষ্ট হইয়া মানুষের প্রতি বিনয়কারি লোকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছ, ইহাদ্বারা পাপিষ্ঠ লোকদিগের সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং তাহাদের প্রতি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা এই যে তাঁহার কর্ম্ম ইহাই প্রকাশ পাইতেছে; এবং জগতের প্রতি যে পশ্চাৎ করিয়া আছে, আর তাঁহার মস্তকে যে মুকুট দেখিতেছ ইহাতে এই জানা যাইতেছে, যে তিনি আপন কর্ত্তার সেবা ও প্রেম হেতুক এই বর্ত্তমান বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া আগামি জগতে ঐশ্বর্য্য রূপ ফল অবশ্য পাইবেন। এই রূপ কহিয়া *অর্থদায়ক শেষে কহিলেন, আমি তোমাকে প্রথমে এই যে ছবি দেখাইলাম ইহার কারণ এই, তুমি যে স্থানে যাইতেছ এবং যে দুর্গম কঠিন পথ দিয়া যাইতেছ ঐ স্থানের পথ দেখাইবার আজ্ঞা ঐ স্থানের কর্ত্তাহইতে এই লোক বিনা আর কেহই পায় নাই, এমন লোকের এই ছবি জানিবা; অতএব আমি তোমাকে যাহা২ দেখাইয়াছি তাহা সাবধান হইয়া ভাল রূপে মনে রাখিবা, কেননা কি জানি যাহারা সত্য পথ বলিয়া মৃত্যুর পথে লইয়া যায় এমন কোন লোকের সহিত পাছে তোমার দেখা হয়।

পরে * অর্থদায়ক যে ঘরেতে কখন ঝাঁইট পড়ে নাই এমন একটি অপরিষ্কৃত ধূলিপূর্ণ কুঠরীর মধ্যে * খ্রীষ্টীয়ানকে লইয়া গিয়া ঐ ঘর ঝাঁইট দিবার জন্যে কোন

লোককে আজ্ঞা দিলে সে ব্যক্তি আসিয়া ঐ ঘর ঝাঁটাইতে আরম্ভ করিল। তাহাতে এমনি ধূলি উড়িতে লাগিল যে *খ্রীষ্টীয়ানের প্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয় এমন হইল। পরে সেই স্থানে দণ্ডায়মানা এক কন্যা *অর্থদায়কের আজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানে জল ছিটাইয়া দেওয়াতে ধূলি রহিত হইয়া ঐ ঘর উত্তম পরিষ্কৃত হইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাহাতে *অর্থদায়ক কহিতে লাগিলেন, শুন, সুসমাচারের মধুর বাক্যরূপ অনুগ্রহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত হয় নাই তাহাদের অপরিষ্কৃত মনের স্বরূপ এই কুঠরী; ইহার ধূলি মনুষ্যদিগকে অপরিষ্কৃত করে, আর মনুষ্যদের সেই মূল পাপ, কিন্তু সে মন্দ মনহইতেই জন্মে, এবং যিনি ঝাঁইট দিলেন তিনি ব্যবস্থা, এবং জল ছিটাইলেন তিনি সুসমাচার, আর প্রথম ঘর ঝাঁইট দেওন কালে যে অতিশয় ধূলি উড়িয়া ঘর পরিষ্কৃত হইতে পারিল না, এবং তাহাতে যে তোমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছিল তাহাতে এই জানাইতেছে, যে ব্যবস্থা যেমন পাপকে প্রকাশ করিতে এবং নিষেধ করিতে পটু তেমন পাপহইতে অন্তঃকরণকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন না। ফলতঃ ব্যবস্থা মনুষ্যকে পাপ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া এবং পাপ নিষেধ করিয়া মনের মধ্যে যে পাপকে পুনর্ব্বার জীবন্ত করেন তাহা কেবল নয়, পাপকে বলবান ও বর্দ্ধিষ্ণুও করেন; যেহেতুক ব্যবস্থা পাপ বিজয়ের শক্তি দিতে পারেন না।

আর তুমি যে কন্যাকে কুঠরীতে জল ছিটাইয়া উত্তম

রূপে ঘর পরিষ্কৃত করিতে দেখিয়াছ তাহাতেও ইহা জানাইতেছে, যে যখন সুসমাচার আপন মধুর কোমল প্রাবর্ত্তককে সঙ্গে লইয়া মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আমি কহিতেছি, তখন যেমন তুমি জল ছিটানদ্বারা ধূলি নিবৃত্ত করিতে ঐকন্যাকে দেখিয়াছ তেমনি তিনি মনোমধ্যে গিয়া পাপকে পরাজয় করেন, তাহাতে বিশ্বাসদ্বারা মন পরিষ্কৃত হইয়া জগৎপতি রাজার বাস করণের উপযুক্ত স্থান হয়।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন ঐ * অর্থদায়ক খ্রীষ্টীয়ানের হাত ধরিয়া সে কুঠরীহইতে অন্য এক ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সে ঘরে দুই ছোট ২ বালক আপন ২ বেদির উপরে বসিয়াছিল, তাহার জ্যেষ্ঠের নাম *রাগশীল ও কনিষ্ঠের নাম *ধৈর্য্যশীল, কিন্তু তাহার মধ্যে *রাগশীলকে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টের ন্যায় দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান * অর্থদায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে * রাগশালকে এমন অসন্তুষ্ট দেখিতেছি কেন? তাহাতে *অর্থদায়ক কহিতে লাগিলেন, তাহার কারণ এই, ঐ বালকের কর্ত্তার ইচ্ছা যে তাহার উত্তম বস্তু সকল কিছু কাল বিলম্ব করিয়া আগামি বৎসরের প্রথমেতে তাহাকে দেন, কিন্তু ঐ বালক ক্ষণেক কালও বিলম্ব না সহিয়া এই ক্ষণেই সকল চাহে; * ধৈর্য্যশাল তাহার মত না হইয়া বিলম্ব করিতে সম্মত আছে।

ইতোমধ্যে আমি দেখিলাম যেন কোথাহইতে এক ব্যক্তি আসিয়া এক থলিয়া ধন ঐ * রাগশীলের পায়ের কাছে আনিয়া ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে বড় আহ্লাদিত

হইয়া ঐ ধন কুড়াইয়া *ধৈর্য্যশালকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু দেখা গেল যে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সকল ধন উড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে কেবল নেকড়া বিনা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান *অর্থদায়ককে জিজ্ঞাসিল, যে মহাশয়, এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য কি? আমাকে সুন্দর রূপে-বুঝাইয়া বলুন।

তাহাতে *অর্থদায়ক কহিতে লাগিলেন, শুন, এই দুই বালক হইয়াছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাহাতে *রাগশীল এক প্রকার সাংসারিক লোকের উদাহরণ, কেননা *রাগশীল যেমন এইক্ষণে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে তাবৎ বস্তু চাহে তেমনি সাংসারিক লোকদেরও সমস্ত উত্তম বিষয় এইক্ষণে না হইলেই নহে, তাহারা উত্তম বিষয়ের নিমিত্তে আগামি বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আগামি জগৎ পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। হস্তগত যে এক-পক্ষী সে ডালে স্থিত দুই পক্ষিহইতে উত্তম, তাহাদের কাছে এই যে উপদেশ বাক্য সে ভবিষ্যজ্জগতের মঙ্গল-জনক ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য অপেক্ষা তাহাদের কাছে অধিক মান্য হয়। সে যাহা হউক, তুমি যেমন নেকড়া-বিনা তাহার আর কিছু থাকিতে দেখ নাই, জগতের শেষে লোকদিগেরও তেমনি দশা হইবে।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান কহিলেন, আমি এমন অনেক ২ হেতুদ্বারা দেখিতে পাই যে *ধৈর্য্যশীলের বিবেচনা অতি উত্তম, কেননা তিনি সমস্ত বস্তু পাইবার জন্যে অনেক ধৈর্য্য করেন; দ্বিতীয় হেতু এই, যে যখন *রাগশীলের

কেবল নেকড়া বিনা আর কিছু থাকিবে না তখন তাহার সকল উত্তম বস্ত্র শোভা পাইবে।

তাহাতে * অর্থদায়ক কহিলেন, ইহাতে তুমি আরো একটি হেতু দেখাইতে পার এই, যে ভাবি জগতের যেং ঐশ্বর্য্য সে সকলি নিত্য বস্তু, অর্থাৎ কখন জীর্ণ বা লুপ্ত হয় না, কিন্তু এই জগতের যতো ঐশ্বর্য্য সে সকলি অতি শীঘ্র নষ্ট হইবে। অতএব *রাগশাল যখন প্রথমে ঐশ্বর্য্য-বন্ত হইয়া *ধৈর্য্যশীলকে বিদ্রূপ করিয়াছিল তখন তাহার তাহাতে বড় প্রয়োজন ছিল না, কেননা শেষে তিনিও উত্তম বস্ত্র পাইয়া *রাগশীলকে দেখিয়া উপহাস করি-বেন; যেহেতুক প্রথম যাহা তাহা অবশ্যই শেষকে স্থান দিবে, আর শেষে যাহা হইবে তাহা বিলম্বে হয় বটে, কিন্তু কিছুতেই বাধিত হইতে পারে না; কেননা তাহার পরেও কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অতএব যে ব্যক্তি প্রথমে আপন অংশ পায় তাহার শেষাংশ ব্যয় করণের সময় না হইলেই নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি শেষে আপন অংশ পাইবে তাহার অংশ চিরস্থায়ী জানিবা। এই নিমিত্তে ধনবান ব্যক্তির বিষয়ে এমত লিখিত আছে, যে জীবৎ সময়ে তোমার উত্তম বস্তু তুমি পাইয়াছিলা কিন্তু *লাজার নামক ব্যক্তি বড় মন্দ বস্তু পাইয়াছিল, এ কারণ এখন সে শান্ত আছে কিন্তু তুমি ব্যথিত আছ।

ইহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান, কহিলেন, আমার বিবেচ-নাতে বোধ হইতেছে যে বর্ত্তমান বিষয়ের লোভ করা অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বিষয়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকা ভাল।

তাহাতে *অর্থদায়ক কহিলেন, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ সে সত্য, কেননা যে২ বিষয় দৃশ্য সে সকলি পার্থিব, আর চক্ষুর অগোচর যে২ বিষয় সে সকলি অনন্ত; কিন্তু এমন হইলেও বর্ত্তমান বিষয় এবং শারীরিক ইচ্ছা এ উভয়ের সহিত পরস্পর এরূপ নৈকট্য সম্পর্ক আছে, আর ভবিষ্যদ্বিষয় এবং শারীরিক জ্ঞান এ উভয়ের সহিত অপরিচিত সম্পর্ক আছে সেই নিমিত্তে প্রথম উক্ত যে বিষয় সে আমাদের সহিত মিত্রতা করে, এবং শেষ কথিত যে বিষয় তাহার সহিত আমাদের ভিন্ন ভাব হয়।

অপর স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন *অর্থদায়ক *খ্রীষ্টীয়ানকে সে ঘরহইতে অন্য এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন, ঐ ঘরের দেওয়ালের নিকটে একটি প্রজ্বলিত অগ্নি ছিল, আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া এক জন মনুষ্য ঐ অগ্নিতে অনেক২ জলক্ষেপণ করিতেছে, তথাচ ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া বরং অধিক প্রজ্বলিত ও তেজস্বী হইয়া উঠিতেছে।

ইহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান *অর্থদায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, ইহার অভিপ্রায় কি? আমাকে ব[illegible]া।

তাহাতে *অর্থদায়ক কহিতে লাগিলেন, শুন, অন্তঃকরণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহাই এই অগ্নি, এবং তাহা নিবাইবার জন্যে জল নিক্ষেপ করিতেছে যে ব্যক্তি সে*শয়তান। আর জল দিলেও যে ঐ অগ্নি নিবেনা তাহার কারণ যদি দেখিতে চাও তবে আমার সঙ্গে আইস। এ কথা কহিয়া তিনি *খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ দেওয়ালের পশ্চাদ্দিগে লইয়া গেলেন, সেখানে তৈল পাত্র

হস্তে করিয়া নিত্য ২ গুপ্ত রূপে অগ্নিতে তৈল দান করেন এমন এক জন মনুষ্যকে *খ্রীষ্টীয়ান দেখিলেন।

তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার তাৎপর্য্য কি? *অর্থদায়ক কহিলেন, এই যে লোককে দেখিতেছ ইনি *খ্রীষ্ট। অন্তঃকরণের মধ্যে আরব্ধ যে কার্য্য তাহা অনুগ্রহ রূপ তৈলদ্বারা বৃদ্ধি করাইতেছেন, এ কারণ *শয়-তান আপন সাধ্য অনুসারে নিবারণ করিলেও সর্ব্বদা লোকদিগের মনোমধ্যে অনুগ্রহ বর্ত্তমান থাকে, আর পাপ করণে সন্দিগ্ধ লোকদিগের অন্তঃকরণে যে অনুগ্রহ জন্মে তাহার বৃদ্ধি এবং রক্ষা যে কি প্রকারে হয় ইহা বুঝা কেমন সুকঠিন তাহারি জ্ঞাপক ঐ ব্যাপার জানিবা।

তদনন্তর * অর্থদায়ক * খ্রীষ্টিয়ানের হস্ত ধরিয়া সেখা-নহইতে আর এক স্থানে লইয়া গেলেন, পরে সে স্থানে অতি মনোহর সুদৃশ্য এক অট্টালিকার উপরে স্বর্ণ বস্ত্রে ভূষিত কতক গুলিন লোককে দেখিয়া * খ্রীষ্টিয়ান পর-মাহ্লাদিত হইল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আমরা এই স্থানে যাইতে পারি কি না?

তাহাতে * অর্থদায়ক তাহাকে কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকটে লইয়া গেলেন। তাহাতে * খ্রীষ্টিয়ান দেখিল, যে ঐ দ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে এক মঞ্চের নিকটে এক জন মনুষ্য ঐ অট্টালি-কার দ্বারে প্রবেশকারি লোকদিগের নাম লিখিবার জন্যে এক খানি পুস্তক এবং কালী কলম সংমুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। আর অনেক ২ লোক ঐ দ্বারে প্রবেশ

করিতে বাঞ্ছা করিলে ও ভয় প্রযুক্ত প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া সকলে একত্র হইয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কারণ এই, যে আর কতক গুলিন লোক সাধ্য অনুসারে ঐ সকল যাত্রিকদিগের মন্দ করিবার জন্যে অস্ত্রাদিতে সুসজ্জ হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বারমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু যে সময় ঐ সুসজ্জ লোকদিগকে দেখিয়া লোক ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল এমন সময় * খ্রীষ্টিয়ান দেখিল, যে এক ব্যক্তি বৃহৎকায় ভয়ঙ্কর ঐ নামলেখক ব্যক্তির কাছে গিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমার নাম লিখুন এই কথা কহিয়া সে মস্তকে টোপ ধারণ পূর্ব্বক আপন তলবারের খাপ খুলিয়া বেগেতে গিয়া ঐ দ্বারের সুসজ্জ লোকদিগের মধ্যে পড়িল। তাহাতে সেই সুসজ্জ লোকেরা যাহার সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিলে ও সে মনে কিছু মাত্র ক্ষোভ না করিয়া বরং দুর্দ্দান্তরূপে ঐ নিবারক লোকদিগকে কোপাইয়া কাটিতে লাগিল। আর তাহাতে আপনিও অনেক২ অস্ত্রাঘাত পাইয়া শেষে অস্ত্রদ্বারা ঐ লোকদিগের মধ্য দিয়া একটি পথ করিয়া বেগেতে অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে যাহারা ঐ অট্টালিকার ভিতরে যাতায়াত করিতেছিল তাহাদিগের হইতে এই বাক্য মিশ্রিত এক মনোহর শব্দ শুনা গেল।

আইস হে অন্তরে, তুমি আইস হে অন্তরে।
অনন্ত পাইবা কীর্ত্তি তুমি হে সত্বরে।

তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া তাহাদিগেরই ন্যায় স্বর্ণ বস্ত্রে ভূষিত হইল। তখন * খ্রীষ্টীয়ান হাস্যবদনে কহিল, আমি বুঝি ইহার অর্থ জানি।

আর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এইক্ষণে আমাকে এস্থান-হইতে যাইতে দেও। তাহাতে * অর্থদায়ক কহিলেন, এখন না, তোমাকে আর কিছু দেখাইলে পর তুমি ওখানে যাইও। এই কথা কহিয়া * অর্থদায়ক তাহার হাত ধরিয়া অন্য এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন। সে ঘর কেবল অন্ধকারময়, আর সেই স্থানে লৌহপিঞ্জর মধ্যে এক জন মনুষ্য বসিয়া অতিশয় শোকাকুলের ন্যায় মৃত্তি-কাতে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দুই হাত কচলাইতেছে, এবং পুনঃ২ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

ইহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি? তাহাতে * অর্থদায়ক কহিলেন, ইহার অর্থ তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর?

তখন * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

তাহাতে সে কহিল, আমি পূর্ব্বে যাহা ছিলাম না এইক্ষণে তাহাই হইয়াছি।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি পূর্ব্বে কি ছিলা?

তাহাতে সে কহিল, পূর্ব্বে আমি আপন ও পরের দৃষ্টিতে সকলের কাছেই এক জন সুদৃশ্য ভক্ত ছিলাম; তাহাতে এক সময় আমার এমন বোধ হইল যে আমি প্রায় স্বর্গের রাজধানী পাইয়াছি, এ কারণ সেই স্থানে যে আমি উপস্থিত হইব এই আশাতে আমার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, সে যাহা হউক, তুমি এইক্ষণে কেমন আছ?

তাহাতে সে কহিল, আমি এক জন ভরসাহীন মনুষ্যের মধ্যে আছি; আমাকে এই পিঞ্জরমধ্যে যেমন বদ্ধ দেখিতেছ তেমনি নিরাশেতেও বদ্ধ হইয়া বাহির হইতে পারি না, এবং তাহাও এইক্ষণে আমার অসাধ্য।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি এমন দশাতে কি রূপে পড়িলা?

তাহাতে সে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি কামাদির বশীভূত হইয়া প্রার্থনা করা এবং চৌকি দেওয়া এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; তদ্ভিন্ন ঈশ্বরের বাক্যের দীপ্তির বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের মঙ্গলের বিপরীতে অনেক পাপ করিয়াছি। আর পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করাতে তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এবং * শয়তানের সহিত প্রণয় করাতে সে আমাকে গ্রাস করিয়াছে। আরো ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করাতে তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মনকে এমন কঠিন করিয়াছেন, যে তাহাতে তাঁহার প্রতি মনঃসংযোগ করা আমার অসাধ্য হইয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান * অর্থদায়ককে জিজ্ঞাসা করিল, যে মহাশয়, এ প্রকার লোকের কি আর কোন উপায় নাই?

তাহাতে * অর্থদায়ক কহিলেন, তাহা তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার কি

এখন আর কোন ভরসা নাই? চিরকালই এই ভরসা রহিত লৌহপিঞ্জরে থাকিতে হইবে?

তাহাতে সে কহিল, না মহাশয়, আমার আর কিছুই উপায় নাই।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কেন? যিনি মুক্তিদাতা তিনি তো পরম দয়াময়?

তাহাতে সে উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ মহাশয়, সে সত্য বটে, কিন্তু আমি তাহাকে তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার ক্রুশেতে বধ করিয়াছি, এবং তাহার রক্তকে অপরিষ্কৃত বস্তুর ন্যায় বোধ করিয়া অনুগ্রহ বিশিষ্ট পবিত্র আত্মাকে অবহেলা করিয়াছি। এই হেতুক ঈশ্বরের তাবৎ অঙ্গীকারহইতে তিনি আমাকে বহিগত করিয়াছেন; অতএব এখন কেবল দণ্ডের এবং শত্রুনাশক অগ্নিময় ক্রোধের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা বিষয়ের অপেক্ষা মাত্র আছে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্যে আপনাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছ?

তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, আমি আগে মনে করিয়াছিলাম যে এই জগতের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অনেক সুখ পাইব, কিন্তু এইক্ষণে সে সুখ পাওয়া দূরে থাকুক, সেই সকল বিষয় আমাকে দংশন করিতেছে; তাহাতে আমার অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধের ন্যায় ব্যথিত হইয়াছে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে কি তুমি এখন ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিতে পার না?

তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, ঈশ্বর আমাকে

তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আর আমি যে তাঁহাকে বিশ্বাস করি তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক আমাকে এমন কোন আশা দেয় নাই, তিনি আপনি আমাকে এই লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছেন; অতএব জগৎ সংসারের তাবৎ লোক একত্র হইলেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না। হায় ২ আমি অনন্তকাল যাপনে যে দুঃখ পাইব তাহার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে পারি?

এই রূপে ক্রমে ২ ঐ সকল বিষয় দেখাইলে * অর্থদায়ক * খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, এই মনুষ্যের দুঃখ সকল নিত্য ২ তোমার স্মরণে থাকুক, সর্ব্বদা তোমার সাবধান হওয়ার কারণ হউক।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, সে সত্য, এই সকল বিষয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখিতে পাই, এই মানুষের দুঃখজনক ক্রিয়াবিষয়ে সাবধান হইতে এবং চৌকি দেওন ও প্রার্থনা করণ বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিউন। আর হে মহাশয়, এইক্ষণে কি আমার সে স্থানে যাইবার সময় হয় নাই?

তাহাতে *অর্থদায়ক কহিলেন, এখন না, যাবৎ তোমাকে আর এক বিষয় না দেখাইব সে পর্য্যন্ত তুমি থাক, তাহার পর তোমাকে যাইতে দিব।

এই কথা কহিয়া *অর্থদায়ক তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার আর কুঠরীতে লইয়া গেলেন, সে স্থানে এক ব্যক্তি নিদ্রাহইতে উঠিয়া কাপড় পরিতে ২ থর ২ করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এ ব্যক্তি কাঁপিতেছে কেন? তাহাতে *অর্থ-

দায়ক আপনি না কহিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার কম্প-নের কারণ কহিতে আজ্ঞা করিলে সে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি নিদ্রাবস্থায় বড় একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম, যেন অকস্মাৎ আকাশ কালো বর্ণ মেঘেতে আ-চ্ছন্ন হইলে অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে বিদ্যুৎ হইতে লাগিল; আর গভীর শব্দেতে মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল; তাহাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম। পরে এই রূপ দেখিতে ২ যেন ঐ সকল মেঘকে কেটা তাড়না করিয়া দৌড় করা-ইতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ যেন স্বর্গ সকল প্রজ্বলিত অগ্নিময় হইলে তথাহইতে তূরীর মহাশব্দ হইতে লাগিল; আর অগ্নিময় বস্ত্র পরিহিত স্বর্গের সহস্র ২ সৈন্যেতে বেষ্টিত এক জন মনুষ্যকে ঐ মেঘারোহণ করিতে দেখিলাম। পরে হে মৃত লোকেরা, তোমরা উঠ এবং বিচারস্থানে আইস, যখন এই বাক্যরূপ মহা এক শব্দ হইল তখন পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ এবং কবর সকলের মুখ খোলা হইলে তাবৎ মৃত লোক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাহিরে আইল; কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ ২ আহ্লাদে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল, এবং কেহ ২ ভয়েতে পর্ব্বতের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিল। অপর দেখিলাম, যেন ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তি এক খানি গ্রন্থ খুলিয়া পৃথিবীস্থ লোক-দিগকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ আজ্ঞা দেওন কালে তাঁহাহইতে এক জাজ্বল্যমান অগ্নি-শিখা নির্গতা হইয়া তাঁহার এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা এবং যাহাদের বিচার করা যাইবে, এই উভয় পক্ষের মধ্যে যে উপযুক্ত স্থান ছিল সে স্থানে আসিয়া

রহিল। পরে ঐ মেঘোপবিষ্ট ব্যক্তি আপন বেষ্টনকারি লোকদের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে বন ও ভূষি ও নাড়া সকল একত্র করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেও। এই কথা কহিবা মাত্র আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম যেন তাহারি নিকটে একটা অতলস্পর্শ গর্ত্ত হইল, এবং তাহার মুখহইতে শব্দের সহিত ধূম এবং প্রজ্বলিত অঙ্গার হূহূশব্দে বাহির হইতে লাগিল। পরে আমি দেখিলাম, ঐ বেষ্টনকারি লোকদিগকে আরো এক আজ্ঞা দিলেন, যে আমার গোধূম সকল গোলায় একত্র করিয়া রাখ। এই কথা বলিবা মাত্র আমি দেখিলাম. যেন অনেকে ঊর্দ্ধগামী হইয়া মেঘের উপরে গমন করিল, তাহাতে পশ্চাৎ কেবল আমি একাকী অবশিষ্ট থাকাতে ভীত হইয়া আমিও তখন আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা কোন প্রকারেই পারিলাম না, কারণ সেই মেঘারূঢ় ব্যক্তি আমার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, তাহাতে আমার আজন্মের সকল পাপ মনে হওয়াতে আমার মন আমাকেই দোষী করিতে লাগিল। তাহাতে আমি ভয়যুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি ইহা দেখিয়া এতো ভয়াকুল কেন হইয়াছ?

তাহাতে সে কহিল, ও মহাশয়, আমার বোধ হইল যে বিচারের দিন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিমিত্তে আমি কিছু মাত্র প্রস্তুত নহি, ইহা ভাবিয়া বড় ভীত হইলাম। কেননা দূতেরা অনেক লোককে একত্র করিয়া

লইয়া কেবল আমাকে অবশিষ্ট রাখিয়া গেল, এবং আরো একটা দুর্লক্ষণ দেখিলাম, যেন আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারি নিকটে নরক কুণ্ড নির্গত হইল, আর আমার মনও আমাকে দোষী করিতে লাগিল। বিশেষতঃ বিচারকর্ত্তা আমার প্রতি ক্রূরমুখে স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন, এ কারণ আমি বড় ভীত ও দুঃখগ্রস্ত হইলাম।

পরে * অর্থদায়ক * খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সকল বিষয় মনের মধ্যে কিছু বিবেচনা করিয়াছ কি না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ মহাশয়, ইহার বিবেচনাতে আমার মনের মধ্যে ভয় এবং ভরসা উভই উপস্থিত হইয়াছে।

এ সকল কথা শুনিয়া * অর্থদায়ক কহিলেন, ভাল, যে সকল বিষয় তুমি শুনিয়াছ তাহা তোমার মনেতে জাগ্রৎ থাকিয়া তোমার অগ্রে স্মরণের উদ্যোগের নিমিত্তে অঙ্কুশ তুল্য হউক। পরে * খ্রীষ্টীয়ান কটিদেশ বদ্ধ করিয়া অগ্রসরণে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে পর * অর্থদায়ক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় * খ্রীষ্টীয়ান, তোমার রাজধানী গমনে শান্তিকর্ত্তা আপনি সেতুয়া হইয়া সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাকুন। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে২ যাত্রা করিল।

লাভের জনক অতি দুষ্প্রাপক সর্ব্বমনোহর ভয়ের ভুমি।
আরো যারো লাগী, হইয়াছি উদ্যোগী, যে বিষয়ে হইয়ে
শুভের কামী।
এ মন যে ধন, অমূল্য রতন, তাহারে করে যতন।

এই মোর আশা তাহে করি বাসা বাসনা পুরাই এখন।
বোধ হয় হেন দেখাইল কেন তাহারা আমাকে সে
বিষয়।
আমি তারো প্রতি করি এই স্তুতি সিদ্ধি হউক মম আশয়।

৬ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন *খ্রীষ্টীয়ান ভারগ্রস্ত হইয়া *পরিত্রাণ নামক দুই দেওয়ালের মধ্য দিয়া যে পথ ঐ পথে বেগেতে দৌড়িল, কিন্তু পৃষ্ঠেতে গুরুতর ভার প্রযুক্ত অতি কষ্টে দৌড়িল।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান দৌড়িতে২ দূরেতে দেখিল. যে উত্তরোত্তর উচ্চ এমন এক স্থানের উপরে একটি ক্রুশ দণ্ডায়মান এবং তাহার নীচে একটি গুহা আছে। পরে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ দৌড়িয়া ঐ ক্রুশের নিকটে যাইবা মাত্র আমি দেখিলাম, যেন তাহার পৃষ্ঠের সেই বোঝা খসিয়া পড়িয়া গড়াইতে২ ঐ গুহার মধ্যেতে গিয়া পড়িল তাহাতে আমি সে বোঝা আর দেখিতে পাইলাম না।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান সহজ শরীর হওয়াতে বড় আহ্লাদিত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, তিনি আপন দুঃখ ও মৃত্যুদ্বারা আমাকে বিশ্রাম এবং জীবন দিয়াছেন, ইহা কহিয়া ঐ ক্রুশকে দর্শন মাত্র বোঝাহইতে আপনি যে মুক্ত হইয়াছে ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ঐ ক্রুশ দেখিবার জন্যে ক্ষণেক কাল চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইল এবং যে পর্য্যন্ত চক্ষুর জল গাল বহিয়া না পড়িল তাবৎ পুনঃ২ দেখিতে লাগিল। এই প্রকারে *খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছিল, ইতোমধ্যে তিন জন



তেজস্বী আসিয়া, তোমার মঙ্গল হউক. এ কথা কহিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, তোমার পাপ সকলই ক্ষমা হইয়াছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার গাত্রের ছিন্ন বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাহাকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইলেন; এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহার কপালে এক চিহ্ন এবং হস্তে এক খানি চর্ম্ম পুস্তক দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি দৌড়িয়া যাইতে২ ইহা দেখিবা এবং স্বর্গীয় রাজধানীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে ইহা গচ্ছিত করিবা, এ কথা কহিয়া তাঁহারা তিন জন প্রস্থান করিলেন। তখন *খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদে তিন বার লম্ফ দিয়া এই শ্লোক গান করিতে২ গমন করিল।

গুরুতর পাপভার লইয়া আমি পৃষ্ঠে।
আসিয়াছি এত দূর অতিকষ্ট শ্রেষ্ঠে॥
আমার মনের দুঃখ হইতে এড়াতে।
এস্থানে পৌছন বিনা না পারি কিছুতে।
আহা মরি চমৎকৃত স্থান দেখি এ কি।
সুখের আরম্ভ মোর হইল এখানে কি॥
যে স্থানে পড়িবে মোর ভারী পৃষ্ঠভার।
সেই স্থান বুঝি এই হইবে আমার॥
পৃষ্ঠভার পৃষ্ঠে বদ্ধ যে দামে আমার।
ভঞ্জনের স্থান এ কি হইবে তাহার॥
ধন্য ক্রুশ, ধন্য গুহা, অধিক ধন্য তিনি।
মোর তরে ক্রুশ উপরে লজ্জা পাইলেন যিনি॥

৭ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ উচ্চ স্থানের নীচ পর্য্যন্ত গমন করিলে কিঞ্চিদ্দূরে

শৃঙ্খলে বদ্ধচরণ তিন জন মনুষ্যকে নিদ্রা যাইতে দেখিল, তাহাদিগের এক জনের নাম *অবিবেচক, আর এক জনের নাম *অলস, এবং অন্য জনের নাম *ধৃষ্ট।

পরে তাহারা নিদ্রাহইতে উঠে কি না তাহা জানিবার নিমিত্তে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগের নিকটে গিয়া এই কথা কহিল, যে জাহাজের মাস্তুলের উপরে নিদ্রাগত লোকের মত তোমাদিগকে দেখিতেছি, কেননা তোমাদের নীচে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, অতএব তোমরা জাগিয়া চলিয়া আইস; ইহাতে যদি তোমাদিগের শৃঙ্খলহইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি সে উপকার করিব, কিন্তু তাহা না হইলে এ স্থানে যদ্যপি গর্জ্জিত সিংহের ন্যায় সে আইসে তবে তোমরা তাহার দন্তদ্বারা অনায়াসে চর্ব্বিত হইবা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে তাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ *অবিবেচক কহিল, আমাদিগের কোন আপদই দেখি না; তাহাতে *অলস কহিল, আঃ ও কথা রাখ, আমরা আরো কিছু নিদ্রা যাই; এবং *ধৃষ্ট কহিল, প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন২ নীকাশ দিতে হইবে। এ কথা কহিয়া তাহারা পুনর্ব্বার নিদ্রা গেল, তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে চলিয়া গেল।

কিন্তু তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করা ও সৎপরামর্শ দেওয়া এবং শৃঙ্খলহইতে মুক্তি করণরূপ আনুকূল্য করা এই সকল উপকারের চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিল, ইহাতে *খ্রীষ্টীয়ানের মনের মধ্যে কিছু দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে সে তাহাই ভাবিতে২ যাইতে-

ছিল; ইতোমধ্যে *ক্রিয়াবলম্বী এবং *কাল্পনিক নামে দুই মনুষ্য ঐ সংকীর্ণ পথের বামদিগের প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ক্রমে২ *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়েরা কোথাহইতে আসিয়াছেন, এবং কোথাই বা যাইবেন?

তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আমাদিগের জন্মভূমি *আত্মশ্লাঘা নামক নগর সেই স্থানহইতে আসিয়াছি, এবং যশের নিমিত্তে *সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইতেছি জানিবা।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, পথাগ্রেতে যে দ্বার আছে তাহার মধ্য দিয়া না আসিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছ, ইহার কারণ কি? কেননা যে ব্যক্তি দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া অন্য পথ দিয়া আইসে সে চোর এবং ডাকাইত, এই যে কথা লিখিত আছে ইহা কি তোমরা জান না?

তাহাতে *ক্রিয়াবলম্বী ও *কাল্পনিক উত্তর করিল, আমাদিগের দেশহইতে ঐ দ্বার অনেক দূর একারণ পথ খাট করিবার জন্যে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আগমন করা আমাদিগের দেশীয় ব্যবহার আছে।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমরা যে স্থানে যাইতেছি সে রাজধানীর অধ্যক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কি আজ্ঞা লঙ্ঘন করা দোষ হইতে পারে না?

তাহাতে তাহারা কহিল, এবিষয়ের নিমিত্তে তোমার এত উৎকণ্ঠিত হওনের কোন আবশ্যক নাই, কেননা

আমরা যেমন ব্যবহার করিয়া থাকি তেমনি করিব; কিন্তু যদ্যপি তোমার আবশ্যক হয় তবে এ বিষয় যে সত্য তাহার প্রমাণার্থে হাজার ২ বৎসরের অধিক কালের ও সাক্ষী দেখাইতে পারি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমাদের ব্যবহার ব্যবস্থাসিদ্ধ হইবে কি না?

তাহাতে তাহারা কহিল, হাজার বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবহার স্থাপিত আছে তাহা উপযুক্ত বিচারকর্ত্তার বিচারেতে যথার্থ ব্যবহারের তুল্য অবশ্য গ্রাহ্য হইবে; তদ্ভিন্ন আরো একটা কথা কহি, আমরা যদি পথমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি তবে কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছি সে কথা জিজ্ঞাসাতে তোমার আবশ্যক কি? কেননা যখন পথমধ্যে আছি তখন অবশ্য প্রবিষ্ট হইয়াছি। আর তুমি দ্বার দিয়া আসিয়া যে পথে আছ আমরাও প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আসিয়া সেই পথে আছি। অতএব এইক্ষণে আমাদিগের দশা অপেক্ষা তোমার দশাটা কি ভাল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি আপন কর্ত্তার আজ্ঞাতে চলি, কিন্তু তোমরা আপন ২ ইচ্ছানুসারে চল, তাহাতে এইক্ষণে তোমরা পথের কর্ত্তার কাছে চোরতুল্য গণ্য আছ; অতএব আমার বোধ হয় পথের শেষে তোমরা সত্যবাদী গণিত হইবা না। তোমরা কর্ত্তার শিক্ষা বিনা স্বেচ্ছাতে এই পথে আসিয়াছ, অতএব তাঁহার অনুগৃহীত না হইলে সুতরাং আপনা হইতে বাহিরে যাইতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে তদ্বিষয়ের বড় একটা উত্তর না দিয়া কহিল, তোমার কর্ম্ম তুমি দেখ, ব্যবস্থা আর নিয়ম সকল আমরা যে তোমার ন্যায় মানিব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা কহিয়া তাহারা কেহ কাহারও সহিত কথোপকথন না করিয়া প্রত্যেক জন আপন২ পথে গমন করিতে লাগিল। পরে অল্প বিলম্বে তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল; তোমার গাত্রে যে বস্ত্র আছে তাহাতে বোধ হয় তোমাকে উলঙ্গ দেখিয়া তোমার কোন প্রতিবাসী লজ্জাবারণের জন্যে তোমাকে ঐ বস্ত্র দিয়াছে, কিন্তু তাহা যদি না পাইতা তবে তোমার সহিত আমাদিগের কোন অবয়বের ভিন্নতা থাকিত না।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমরা দ্বার দিয়া প্রবেশ কর নাই, এই জন্যে কোনো ব্যবস্থা কি নিয়মদ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না, কিন্তু আমার পৃষ্ঠে এই যে বস্ত্র দেখিতেছ ইহা যে স্থানে যাইতেছি তাহার কর্ত্তা আমাকে দিয়াছেন। আর তোমরা যে কহিতেছ, আমাকে উলঙ্গ দেখিয়া লজ্জাবারণের জন্যে কেহ আমাকে দিয়াছেন তাহাও সত্য বটে। আর আমার প্রতি যে তাঁহার অত্যন্ত অনুগ্রহ ইহার একটা চিহ্ন করিয়াও লইয়াছি, কারণ ইহার পূর্ব্বে আমার নেকড়া বিনা আর কিছু ছিল না; অতএব পথগমনে আমি ইহা মনে করিয়া আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করি, বিশেষতঃ আমার বোধ হয় যে রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইলে সেই কর্ত্তা আমার গাত্রের এই বস্ত্র দেখিলে আমাকে শুভদৃষ্টি করিয়া অবশ্যই চিনিতে পারিবেন; কেননা যখন তিনি আমাকে

নেকড়া হইতে মুক্ত করিলেন তখন আমাকে এই বস্ত্র বিনা মূল্যে দিয়াছিলেন। আর ইহা বুঝি তোমরা দেখ নাই, যে দিনে আমার পৃষ্ঠভার পৃষ্ঠহইতে খসিয়া পড়িল সেই দিনেতে ঐ কর্ত্তার এক জন আত্মীয় লোক আসিয়া আমার কপালে একটি চিহ্ন দিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আমার শান্তির নিমিত্তে পথগমনের সময়ে পড়িবার জন্যে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত লিপি আমাকে দিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছেন, এই লিপি রাজধানীর দ্বারে সমপর্ণ করিলে ঐ স্থানে অবশ্য প্রবিষ্ট হইতে পারিবা; অতএব আমার বোধ হয় এই সকল বিসয়ে তোমাদিগেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু দ্বার দিয়া প্রবেশ কর নাই একারণ পাও নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে কিছু উত্তর না দিয়া এক জন আর এক জনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা গমন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ান অগ্রগামী হইয়া কখন২ ক্রন্দন ও কখন২ আত্মসান্ত্বনা করিতে আপনা ব্যতিরেক আর কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না, এবং সেই পুস্তক বার২ পাঠ করিতে২ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া চলিল।

এই রূপে তাহারা ক্রমে২ চলিয়া *কঠিন নামক পর্ব্বতের নীচে যে স্থানে উনুই ছিল তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঐ পর্ব্বতের নীচে বামপার্শ্ব দিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া দুই দিগে দুই পথ গিয়াছে; তদ্ভিন্ন একটি ক্ষুদ্র পথ ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ উনুইর নিকটে গিয়া পরিশ্রম

দূর করিবার জন্যে জলপান করিয়া এই শ্লোক গান করিতে২ পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিল।

হইলেও উচ্চ এই পর্ব্বত অত্যন্ত।
ইতে আরোহণ বাঞ্ছা করেছি একান্ত॥
আছয়ে কঠিন যত তাহাতে বাধিত।
না হইব এই জন্যে জানি যে নিশ্চিত।
এই স্থান দিয়া যায় জীবনের পথ।
আইস মম চিত্ত হইয়া স্থির মনোরথ॥
না হইও শ্রান্ত আর ভীত একারণ।
হইলেও কঠিন ভাল সৎপথে গমন॥
কিন্তু মন্দ পথ তাহা যদন্তে সন্তাপ।
হলেও সহজ তথা যাইলে বিলাপ॥

পরে অন্য দুই ব্যক্তি ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে ঐ পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ আর *খ্রীষ্টীয়ান যে পথে গমন করিল সে পথের সহিত পশ্চাৎ মিলিত হয় এমনও পার্শ্ব দিয়া দুইটা পথ আছে, ইহা জ্ঞান করিয়া তাহারা ঐ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তি যে দুই পথ তাহাতেই গমন করিতে স্থির করিল; তাহার এক পথের নাম *আপৎ এবং অন্য পথের নাম *বিনাশ; তাহাতে এক ব্যক্তি ঐ *আপৎ নামক পথ ধরিয়া যাইতে২ একটা মহা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অন্য ব্যক্তি ঐ *বিনাশ নামক পথ ধরিয়া গমন করিতে২ নানা পর্ব্বতে পরিপূর্ণ অন্ধকারময় একটা মাঠের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে উছট খাইয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কি রূপে পর্ব্বত আরোহণ করিতে

লাগিল তাহা দেখিতে লাগিলাম; তাহাতে যেন ঐ *খ্রীষ্টীয়ান দৌড়িয়া চলিল, পরে ধীরে২ চলিল, কিন্তু অবশেষে এমন হইল যে হস্তপাদদ্বারা আঁকুড়িয়া২ উঠিতে হইল; এই রূপে অর্দ্ধেকপথ গেলে পর শ্রান্ত যাত্রিক-দিগের বিশ্রাম নিমিত্তে সেই পর্ব্বতের কর্ত্তাকর্ত্তৃক যে মনোহর একটি বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মিত ছিল ঐ স্থানে গিয়া *খ্রীষ্টীয়ান বিশ্রাম করণার্থে বসিল, এবং আত্মসান্ত্বনার নিমিত্তে বক্ষঃস্থলহইতে ঐ চর্ম্মপুস্তক বাহির করিল, এবং ক্রূশনিকটে যে বস্ত্র পাইয়াছিল ঐ বস্ত্রের প্রতি বার২ দৃষ্টি করিতে লাগিল; এই রূপে ক্ষণেক কাল আত্মস-ন্তোষ করিতে২ শ্রমপ্রযুক্ত অমনি ঘোরতর নিদ্রিত হইল; তাহাতে ঘুমের ঘোরে হস্তহইতে ঐ লিপি পড়িয়া গেল; এই প্রকারে প্রায় সমস্ত দিন নিদ্রিত ছিল। ইতোমধ্যে তাহার নিকটে এক জন লোক আসিয়া এই কথা কহিল, হে অলস, তুমি পিপীলিকার নিকটে যাও, এবং তাহার পথ সকল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানবান্ হও; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ চমকিত হইয়া শীঘ্র উঠিয়া দৌড়িতে২ পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান পর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে *ভয়াকুল নামে ও *অবি-শ্বাস নামে দুই ব্যক্তি বেগে দৌড়িতে২ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা যে অসন্মার্গ দিয়া গমন করিতেছ ইহার কারণ কি? তাহাতে *ভয়াকুল উত্তর করিল, আমরা *সীয়োন রাজধানীতে যাইতেছিলাম,

কিন্তু ঐ কঠিন স্থানে যত দূর অগ্রে যাই তত আরো আপদ্‌গ্রস্ত হই, এই প্রযুক্ত আমরা যাইতে না পারিয়া ফিরিয়া ঘরে যাইতেছি জানিবা।

• অবিশ্বাস ব্যক্তি কহিল, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি সে সত্য, কেননা আমাদিগের কিঞ্চিৎ অগ্রে দুইটা সিংহ শয়ন করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রিত কি জাগ্রৎ তাহা আমরা জানিনা; যদ্যপি আমরা তাহার নিকটে যাইতাম তবে আমাদিগকে ক্ষণেকের মধ্যেই ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিত, সেই ভয়ে আমাদিগের এখনো বুক গুর২ করিতেছে।

ঐ কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান কহিল তোমরা আমাকে ভয়গ্রস্ত করিলা বটে, কিন্তু আমি আপন রক্ষার নিমিত্তে কোথায় পলাইব? আর আমার যে দেশ গন্ধকমিশ্রিত অগ্নির নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে সেখানে যদি আমি ফিরিয়া যাই তথাপি আমার বিনাশ অবশ্য ঘটিবে, যদ্যপি কষ্টশ্রেষ্ঠে স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে পারি তবে সেখানে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব ইহা নিশ্চয়। অতএব আমার প্রাণ যাউক কিম্বা থাকুক সেস্থানে যাইতেই হইবে; কেননা ফিরিয়া যাওনে নিশ্চয় মৃত্যু, কিন্তু অগ্রসর হওনে মৃত্যুভয় মাত্র, আর অগ্রেতেই অনন্ত পরমায়ু আছে; অতএব আমি নিতান্ত অগ্রসর হইব। এ কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই দৌড়িয়া পর্ব্বতের নীচে গেল। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে যাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ঐ দুই জনের কথা পুনঃ২ মনে হওয়াতে তাহা বিস্মৃত হইবার এবং আপনাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে যখন ঐ পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করিল, তখন বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখে যে

লিপি নাই। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কি করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেননা সে পূর্ব্বে যাহাদ্বারা সান্ত্বনা পাইয়াছিল এবং যাহা রাজধানী প্রবিষ্ট হওনের মুক্তিপত্র হইবে তাহাতে বর্জ্জিত হইয়া কেমন করিয়া যাইবে? অতএব *খ্রীষ্টীয়ান এইরূপ ভাবনা করিতেছিল, এবং কি কর্ত্তব্য তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; এমন সময়ে সে যে পর্ব্বতের পার্শ্বের বৃক্ষবাটিকাতে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল; তাহাতে হাঁটু গাড়িয়া অজ্ঞানকৃত পাপের ক্ষমার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া পুস্তকের অন্বেষণে ফিরিয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া যাওনকালে তাবৎ পথে তাহার যে কতো মনোদুঃখ উঠিল তাহা বলা যায় না; কেননা সে কখন২ ক্রন্দন ও কখন বা বিলাপ ইত্যাদি করিতে লাগিল। আর কেবল তাহার শ্রান্তি দূর করিবার জন্যে যে স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল এমন স্থানে ঐ রূপ উন্মত্তের ন্যায় নিদ্রা গিয়াছিল তাহার নিমিত্তেও সে যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে লাগিল। আঃ আমি দিবসের শেষে কেন নিদ্রা গিয়াছিলাম! কি আপদের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়াছিলাম! পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের বিশ্রামার্থে যে বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আমি শারীরিক সুখভোগের নিমিত্তে স্থির করিলাম; এই রূপে সে সাবধান পূর্ব্বক পথের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে২ ফিরিয়া চলিল। পরে যেখানহইতে সেই বৃক্ষবাটিকা দেখা যায় এমন স্থানে উপস্থিত হইলে সে যে নিদ্রা গিয়াছিল সেই দোষ তাহার মনের মধ্যে পুনর্ব্বার

উপস্থিত হইলে ঐ বৃক্ষবাটিকার দর্শনে তাহার ঐ দুঃখের আরো শতগুণ বৃদ্ধি হইল। অতএব সে ঐ পাপ নিদ্রা যাওন বিষয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে২ চলিল; আঃ আমি কি পাপিষ্ঠ লোক! হায়২! না জানি আমার কতো পাদক্ষেপণ বৃথা গিয়াছে। * য়িশরাএলদের যে রূপ দশা হইয়াছিল আমারও কি সেই দশা ঘটিল? কেননা তাহাদিগকেও স্বকৃত পাপের নিমিত্তে * সুফ সমুদ্র পথদ্বারা ফিরাইয়া পাঠান গিয়াছিল; অতএব হায়২ যদি ঐ পাপ নিদ্রায় আমাকে না ঘেরিত তবে আমি এইরূপ দুঃখে কষ্টে পাদক্ষেপণ না করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক পাদক্ষেপণ করিয়া কতো দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম! হায়! যে স্থানে একবার পাদক্ষেপণ করিলে হয় সেখানে তিনবার পাদক্ষেপণ করিতে হইল. আমার সমস্ত দিন বৃথা গেল।

এইক্ষণে রাত্রি উপস্থিত হইল, এই রূপ খেদ করিতে২ সে পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষবাটিকাতে গিয়া সেই স্থানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অধোদৃষ্টিপাত করাতে ঐ লিপি দেখিতে পাইয়া * খ্রীষ্টীয়ান চমৎকৃত হইয়া শীঘ্র২ লিপি কুড়াইয়া লইল; পরে ঐ হারান অমূল্য নিধি পুনর্ব্বার পাইয়া তাহার কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না; কেননা ঐ লিপি তাহার জীবন পাইবার এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানপ্রাপ্তি পূর্ব্বক গ্রাহ্য হইবার কারণ ছিল; অতএব তাহার ঐ স্থানে দৃষ্টিপাত করাওনের নিমিত্তে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি যথেষ্ট স্তব বিনয় করিতে লাগিল। পরে সজলনয়নে আনন্দপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া অতি

দ্রুতগমনে চলিল, কিন্তু ঐ পর্ব্বতের উপরে না যাইতে২ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার সেই নিদ্রার নিষ্ফলতাকে স্মরণ করিয়া আরবার খেদ করিল, যে ওরে পাপনিদ্রে, আমি তোর নিমিত্তে এস্থানে রাত্রিগ্রস্ত হইলাম, সূর্য্যকিরণ গত হইলে অন্ধকার প্রযুক্ত কোথায় পা ফেলিব তাহার কিছুই জানিতে পারিব না, বিশেষতঃ ভয়ানক হিংসুকজন্তু সকলের উৎকট শব্দ শুনিতে হইবে, এই রূপ বিলাপ করিয়া আপনাকে সান্ত্বনা করিল বটে, কিন্তু *অবিশ্বাস ও *ভয়াকুল নামক দুই জনের মুখে যে দুই সিংহের সংবাদ শুনিয়াছিল তাহার স্মরণ হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান মনে২ ভাবিতে লাগিল, যে রাত্রিতে হিংসুকজন্তু সকল আহারের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, অতএব যদ্যপি এই অন্ধকারে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে আমাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিবে এইক্ষণে আমি কি করিব? কি রূপে উদ্ধার পাইব ইহা ভাবিতে২ সে অল্পে২ অগ্রসর হইতেছিল, ইতোমধ্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে ঐ পথের পার্শ্বে *সুন্দরী নামে এক মনোহর পুরী দর্শন করিল।

৮ অধ্যায়।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন *খ্রীষ্টীয়ান রাত্রি প্রবাস করিবার জন্যে ঐ পুরীর মধ্যে যাইতে মনস্থ করিয়া অতি দ্রুতগামী হইয়া কিছু দূর গমন করিলে একটি অতি সংকীর্ণ স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় দ্বারির গৃহ হইতে অর্দ্ধ পোয়া পথ অন্তরে গেল; পরে ঐ স্থান দিয়া যাওনকালে পথমধ্যে অধোদৃষ্টি দুইটা সিংহকে দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ানের ভয়েতে প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং মনে২ করিল, আঃ

* অবিশ্বাস ও * ভয়াকুল যে সিংহ দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে আমি কি এখন তাহারি সম্মুখে পড়িলাম? কিন্তু ঐ সিংহদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ তাহা * খ্রীষ্টীয়ান দেখিতে পাইল না; এই জন্যে অগ্রে গেলে মৃত্যুবিনা আর কিছু গতি নাই ইহা জানিয়া সে ভীত হইয়া ঐ দুই জনের পশ্চাৎ২ ফিরিয়া পলায়নে উদ্যত হইল। এমন সময় * প্রহরী নামে ঐ বাটীর দ্বারী * খ্রীষ্টীয়ানকে অগ্রগমনে বিমুখ দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, হে মানুষ, তুমি এমন অল্প সাহসী কেন? শৃঙ্খলে বদ্ধ সিংহকে তোমার ভয় কি? বিশ্বাসি যাত্রিক লোকদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্যে ও অবিশ্বাসি লোকদের অবিশ্বাস প্রকাশ করিবার জন্যে ঐ স্থানে দুই সিংহকে বদ্ধ করিয়া রাখা গিয়াছে, অতএব পথমধ্য দিয়া গমন করাতে তোমার কোন আপদ ঘটিবে না।

এইরূপ দ্বারির উপদেশ বাক্য শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান আশ্বাস পাইয়া সাহস পূর্ব্বক ক্রমে২ অগ্রসর হইল। তাহাতে সিংহের হিংসাতে পতিত না হইয়া কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন মাত্র শুনিল। পরে সে আহ্লাদেতে করতালী দিয়া ক্রমে২ ঐ দ্বারির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এ কাহার বাটী? আমি অদ্য রাত্রিতে এস্থানে থাকিতে পারি কি না? তাহাতে দ্বারী উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের নিভয়ে প্রবাস করিবার জন্যে এ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা কহিয়া দ্বারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ এবং কোথাই বা যাইতেছ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি * ধ্বংসি নগরহইতে

আসিয়াছি এবং *সীয়োন পর্ব্বতে যাইব, কিন্তু এইক্ষণে সূর্য্য অস্ত হওয়াতে আমি অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না, তাহা জানিতে চাহি।

পরে দ্বারী জিজ্ঞাসিল, যে তোমার নাম কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এইক্ষণে আমার নাম *খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু পূর্ব্বে আমার নাম *হীনানুগ্রহ ছিল, এবং যে *যাফিথকে ঈশ্বর *শেমের তাম্বুতে বাস করাইবেন তাহাদিগেরই বংশজাত আমি।

দ্বারী জিজ্ঞাসিল, তোমার এই পথ আগমনে সূর্য্য অস্ত হইয়াছে এত বিলম্ব হওনের কারণ কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে এ স্থানে আসিতে পারিতাম; যখন আমি নিদ্রাহইতে উঠিয়া পথের পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকা হইতে যাত্রা করিলাম তদবধি গমন করিলে আমার এত বিলম্ব হইত না; কেননা পর্ব্বতের চূড়াপর্য্যন্ত আইলে পাপ নিদ্রার ঘোরে সাক্ষিরূপ লিপি সেই স্থানে ভুলিয়া আসিয়াছি ইহা তখন আমার মনে হইল, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া গিয়া সেই বৃক্ষবাটিকা হইতে পুস্তক আনিতে আমার বেলা গিয়াছে।

তখন দ্বারী কহিল, ভাল, আমি এই বাটীর এক জনা কন্যাকে তোমার নিকটে ডাকিয়া দিই, তুমি যদ্যপি তাহার সহিত কথোপকথন করিতে পার তবে এই বাটীর ব্যবহার অনুসারে বাটীর অন্য২ অন্তরঙ্গ লোকদিগের নিকটে তোমাকে লইয়া যাইব; এই কথা কহিয়া ঐ প্রহরির একটি ঘণ্টার বাদ্য করাতে তাহা শুনিয়া গৃহদ্বার-

হইতে *সাবধানা নাম্নী এক পরম সুন্দরী শিষ্ট কন্যা আ-সিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি নিমিত্তে ডাকিয়াছ?

তাহাতে দ্বারী কহিল, ইনি *ধ্বংসি নগর হইতে আসি-য়াছে এবং *সীয়োন পর্ব্বতে যাইবে, অতএব পথশ্রান্ত এবং রাত্রিগ্রস্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসিল, যে আজি রাত্রিতে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না? তাহাতে আমি তোমাকে ডাকিয়া দিব, এ কথা তাঁহাকে কহিয়াছি; এই-ক্ষণে গৃহব্যবহারানুসারে উহার সহিত কথোপকথন কর।

পরে কন্যা *খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথা-হইতে আসিয়াছ? এবং কোথা যাইবা? তাহাতে সে উত্তর দিলে তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, তুমি পথের মধ্যে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলা? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, আরবার কন্যা জিজ্ঞাসিল, পথের মধ্যে কি দেখিয়া আসিয়াছ এবং পথি মধ্যে কাহারো সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাও কহিল; পরে ঐ কন্যা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে *খ্রীষ্টীয়ান আপন নাম কহিয়া শেষে এই কথা কহিল, পর্ব্বতের কর্ত্তা যে যাত্রিকদিগের বিশ্রামার্থে এবং পরোপকারের নিমিত্তে এই স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, একারণ আজিকার রাত্রি এই স্থানে প্রবাস করিতে আমি বাঞ্ছা করি। এ কথা শুনিয়া ঐ কন্যা ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া কহিল, তবে আমি দুই তিন জন অন্তরঙ্গ লোককে ডাকিয়া আনি, এ কথা কহিয়া দৌ-ড়িয়া দ্বারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া *পরিণামদর্শিনী ও *ধর্ম্মিষ্ঠা এবং *প্রেমকারিণী নাম্নী এই তিন জনকে ডাকিয়া আ-

নিলে *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া শেষে ঐ অন্তরঙ্গ লোকের মধ্যে লইয়া গেল; তাহাতে তাহার মধ্যে অনেকে ঐ গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আগবাড়ান আসিয়া কহিল, যে পর্ব্বতের কর্ত্তা অতিথির নিমিত্তে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বটে। অতএব হে ঈশ্বরানুগৃহীত লোক, এই অন্তঃপুরে আইস, ইহা কহিয়া তাহাকে আহ্বান করাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ ২ তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইল, এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট হইলে কন্যাগণ তাহাকে নানাবিধ সামগ্রীদ্বারা জলপান করাইয়া যে পর্য্যন্ত ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত না হয় তাবৎ অন্তরঙ্গ লোক ঐ তিন জন কন্যাকে কথোপকথন করিতে নিযুক্ত করিয়া দিল, তাহাতে তাহারা পরস্পর এই কথোপকথন আরম্ভ করিল।

*ধর্ম্মিষ্ঠা *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, হে *খ্রীষ্টীয়ান, আমরা অদ্য রাত্রে স্নেহপ্রযুক্ত তোমাকে গৃহেতে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এইক্ষণে তোমার যাত্রা বিষয়ের বৃত্তান্ত কহ, যেহেতুক তাহা শুনিয়া আমরাও হিতোপদেশ পাইতে পারি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, আপনারাও যে এ বিষয়ে ইচ্ছা করেন ইহাতে আমি বড় সন্তোষ পাই।

*ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, কিসেতে তোমার মনের এমন চৈতন্য হইল যে তুমি যাত্রিক রূপে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহার কারণ এই, যে অকস্মাৎ আমার কর্ণে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ হইল, সে

কি না আমি যদি এই স্থানে থাকি তবে আমার নিস্তার না হইয়া পদে২ সর্ব্বনাশ ঘটিবে, অতএব এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া আমি স্বদেশহইতে প্রস্থান করিলাম।

তখন * ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, সে দেশহইতে তুমি কি প্রকারে এ পথ দিয়া আসিয়াছ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইয়াছে। কেননা আমি যখন সর্ব্বনাশের ভয়েতে ভীত হইয়া রোদন করিতেছিলাম, তখন আমি কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, কেবল দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম, কিন্তু এমন সময় * মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে যাইতে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যদ্যপি না হইত তবে আমি কখন এ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিতাম না। এই রূপে অবিচ্ছেদে এই গৃহ পর্য্যন্ত আসিয়াছে যে পথ তাহাতে তিনি আমাকে প্রবিষ্ট করাইলেন।

পরে * ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, তুমি কি * অর্থদায়কের বাটী হইয়া আইস নাই?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ আসিয়াছি, এবং সেখানে যে২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি তাহা জীবন থাকিতে কখন ভুলিব না, বিশেষতঃ * খ্রীষ্ট শয়তানের মঙ্গলের বিরুদ্ধে কি প্রকারে মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেছেন, এবং এক ব্যক্তি পাপ করাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্রহইতে আপনাকে ভরসারহিত করিয়াছে, এবং এক ব্যক্তি নিদ্রাতে স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিল, যে বিচা-

রের দিন উপস্থিত হইয়াছে, এই তিন বিষয় সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।

তখন * ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, সেই স্বপ্নের বিষয় তুমি কি তাহার মুখহইতে শুনিয়াছ?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে স্বপ্ন শুনিয়া আমার অতি-ভয়ঙ্কর বোধ হইল, আর সে ব্যক্তি যখন ঐ স্বপ্নবিষয় কহিতে লাগিল, তখন আমার হৃদয় ব্যথাযুক্ত হইল, তথাপি তাহা শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদ পাইয়াছি।

* ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, * অর্থদায়কের ঘরে তুমি কেবল ইহাই দেখিয়াছ, না আরো কিছু দেখিয়াছ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহা ভিন্ন আরো অনেক ২ রূপ দেখিয়াছি, একটা সুসজ্জ অট্টালিকার নিকটে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন, সে স্থানের লোক সকল কি প্রকারে তৈজস বস্ত্রেতে ভূষিত ছিল, এবং এক জন সাহসিক লোক আসিয়া ঐ অট্টালিকার দ্বারনিবারক দণ্ডায়মান সুসজ্জ লোকদিগের মধ্য দিয়া কিপ্রকারে অস্ত্র-দ্বারা পথ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল, এবং প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই গৃহস্থ লোকেরা অনন্ত যশোভোগ কর, ইহা কহিয়া তাহাকে আহ্বান করিল, এ সকল বিষয়ও তিনি আমাকে দেখাইলেন। তাহাতে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলে এমন বাসনা উপস্থিত হইল, যদ্যপি তখন আমার আরো অনেক দূর যাওনের আবশ্যক বোধ না হইত তবে আমি সেই স্থানেই বারমাস বাস করিতাম।

পরে * ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, ইহা ছাড়া পথি মধ্যে আর কি কিছু দেখিয়াছিলা?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিল, ইহা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আমার কহিতে হইল। আমি পূর্ব্বে একটি ভারি বোঝাতে ভারগ্রস্ত ছিলাম, সেই বোঝা লইয়া ক্রমে২ তথাহইতে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে এক বৃক্ষতলে লুণ্ঠিত এবং সকল শরীর হইতে রক্তস্রাব হইতেছে এমন এক মনুষ্যকে দেখিবামাত্র আমার সেই গুরুতর পৃষ্ঠের ভার খসিয়া পড়িল, এমন আশ্চর্য্য আমি কখন দেখি নাই, এই জন্যে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, আর না দেখিয়া রহিতে পারিলাম না। ইতোমধ্যে তিন জন তেজস্বি পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া তাহার মধ্যে এক জন আমার যে পাপ ক্ষমা হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিলেন; আর এক জন আমাকে নেকড়া হইতে মুক্ত করিয়া আমার গাত্রে এই যে ভূষিত বস্ত্র দেখিতেছ ইহাই দিলেন; এবং তৃতীয় ব্যক্তি আমার কপালে এই যে চিহ্ন দেখিতেছ ইহা দিলেন, তদ্ভিন্ন মুদ্রাঙ্কিত এই লিপি আমাকে দিয়াছেন। এ কথা কহিয়া * খ্রীষ্টীয়ান আপন বক্ষঃস্থলহইতে সেই লিপি বাহির করিয়া দেখাইল।

অপর * ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, ইহা ব্যতিরেক আর কিছু দেখিয়াছ কি না বল দেখি?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, সকল বিষয় আমি বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছি ইহা সকল অপেক্ষা উত্তম, তবে ইহা ছাড়া ও অন্য২ বিষয় দেখিয়াছি বটে, কেননা আমার আগমন কালে পথের কিঞ্চিৎ দূরে * অবিবেচক ও * অলস ও * ধৃষ্ট এই তিন জনকে শৃঙ্খলেতে

বদ্ধ থাকিয়া নিদ্রাগত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে জাগাইতে পারিলাম ইহা কি তুমি বুঝ? সে যাহা হউক, তদ্ভিন্ন * ক্রিয়াবলম্বী ও কাল্পনিক নামে দুই জনকে পথের পার্শস্থ প্রাচীর ডিঙ্গিয়া আসিতে দেখিলাম, তাহাদিগের বাক্যদ্বারা এমনি বোধ হইল যে তাহারা * সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছিল, কিন্তু আমি পূর্ব্বে তাহাদিগকে যাহা কহিয়াছিলাম তাহা তাহাদিগের শীঘ্র২ ঘটিল, তথাপি তাহারা প্রত্যয় করিল না। কিন্তু এই পর্ব্বত আরোহণ এবং ঐ সিংহের নিকট দিয়া আগমন এই দুই বিষয় আমার সকলহইতে কঠিন বোধ হইয়াছিল। যদ্যপি ঐ উত্তম দ্বারির সহিত সাক্ষাৎ না হইত তবে বুঝি আমি এই দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াও ফিরিয়া যাইতাম; কিন্তু এখন আমি যে এস্থানে পৌঁছিয়াছি তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি সহস্র২ ধন্যবাদ ও স্তব বিনয় করিতেছি, আর তোমরা যে আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছ ইহাতেও আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি।

অনন্তর * পরিণামদর্শিনী · খ্রীষ্টীয়ানকে কতক গুলীন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর শুনিতে বাঞ্ছা করিল। · খ্রীষ্টীয়ানকে ইহা জিজ্ঞাসিল, তুমি যে দেশ হইতে আসিয়াছ তাহার বিষয় কি আর একবারও মনে কর না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ মনে করি, কিন্তু যখন তাহা মনে করি সে সময় আমার মনের মধ্যে অনেক লজ্জা এবং আপনার প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান উপস্থিত হয়। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে দেশের প্রতি আমার কিছু মাত্র মন নাই; কেননা তাহা থাকিলে

আমি পূর্ব্বেই ফিরিয়া যাইতে অবকাশ পাইতাম; কিন্তু এখন তাহার অপেক্ষা অধিক ভাল এক দেশের অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের চেষ্টাতে আছি।

তখন * পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, তুমি সে দেশে থাকিতে যে২ বিষয়ে অনুরক্ত ছিলা তাহার কি কিছু মাত্র ও সঙ্গে করিয়া আন নাই?

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ কিছু২ আনিয়াছি বটে, কিন্তু সে আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক নয়, তাহার মধ্যে যে মনোগত সাংসারিক ভাবনাদ্বারা প্রতিবাসি লোকের সহিত আমরা সন্তোষ পাইতাম, তাহা এখন কেবল দুঃখের বিষয় হইয়াছে, এবং এইক্ষণে আমার যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত তবে সেই সকল বিষয় আর কখন চিন্তা করিতে অভিলাষ ও থাকিত না; কিন্তু যখন আমি ভাল করিতে ইচ্ছা করি তখনি মন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পরে * পরিণাম দর্শিনী জিজ্ঞাসিল, যে২ বিষয় তোমার কখন২ বাধা জন্মায় সে সকল পরাজিত হইয়াছে এখন কি তোমার কখনো২ বোধ হয় না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ হয়, কিন্তু যখন তাহা বোধ হয় সে সময় আমার অতি সৌভাগ্যের সময় জানি।

অপর * পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, যে২ তোমার বাধা জন্মায় সে সকল যে কখনো২ পরাজিতের প্রায় হয় তাহা কিসের দ্বারা কি প্রকারে হয় তাহা কি তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ তাহাও পারি, কেননা ক্রুশের উপরে যাহা দেখিযাছি তাহা যখন স্মরণে আ-

ইসে, এবং আমার এই ভূষিত বস্ত্রের উপর যখন আমি দৃষ্টিপাত করি, এবং আমার এই বক্ষঃস্থলের লিপি মধ্যে যখন আমি দৃষ্টিপাত করি, এবং আমার গমনের উদ্দেশ্য স্থানবিষয়ে যখন আমার উৎসাহ হয়, তখন সেই সকল বিষয়দ্বারা ঐ সকল বাধা পরাজিত হয়।

পরে * পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, * সীয়োন পর্ব্বতে যাইতে তোমার যে এতো বাঞ্ছা ইহার কারণ কি?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, বাঞ্ছা এই ক্রুশের উপরে যিনি মৃত ও লুণ্ঠিত ছিলেন তাঁহাকে সে স্থানে গিয়া জীবৎ দেখিতে প্রয়াস করি এবং যে২ বিষয় আজি পর্য্যন্ত আমার বাধা জন্মায় সেখানে গিয়া তাহাদিগহইতে মুক্ত হইতে বাঞ্ছা করি, কেননা ইহাও কথিত আছে, যে সে স্থানে মৃত্যু নাই; অতএব যে২ লোকেতে আমার অধিক সন্তোষ সেই২ লোকের সহিত ঐ স্থানে বাস করিব। আর তোমাকে যদি নিতান্ত সত্য কহিতে হইল, তবে শুন, তিনি আমাকে ভারহইতে মুক্ত করিয়াছেন, একারণ আমি তাঁহার প্রতি এত স্নেহ রাখি, এবং আমার অন্তরস্থ পাপ প্রযুক্ত আমি জর্জ্জর হইয়াছি; অতএব যে স্থানে আমার আর মৃত্যু হইবে না এবং যে স্থানে যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া নিত্য পরমেশ্বরকে স্তব করে, তাহাদিগের সহিত সভাস্থ হওনে আমার অতিশয় বাঞ্ছা।

অতঃপরে * প্রেমকারিণী * খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না? এবং স্ত্রী পুত্রাদি আছে কি না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমার এক স্ত্রী ও চারিটি সন্তান আছে।

* প্রেমকারিণী জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্যে তাহাদিগকে সঙ্গে আন নাই?

তাহা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান রোদন করিতে২ কহিতে লাগিল, তাহারা আমার সঙ্গে আইলে আমার অতিশয় সন্তোষ হইত বটে, কিন্তু আমার যাত্রাবিষয়ে তাহাদের কেহই সন্তুষ্ট ও সম্মত ছিল না।

পরে * প্রেমকারিণী কহিল, ঐ নগরে বাস করাতে যে কেমন আপদ ঘটিবে তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া কহা তোমার উচিত ছিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমাদিগের নগর নাশের বিষয় ঈশ্বর যাহা আমাকে দেখাইয়াছেন, তাহা আমি তাহাদিগকে কহিয়াছিলাম, তথাপি তাহারা কিছুই প্রত্যয় করিল না; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কাছে আমি এক জন বিদ্রূপের যোগ্য হইলাম।

* প্রেমকারিণী জিজ্ঞাসিল, তাহাদের প্রতি তোমার উপদেশ সফল হইবার জন্যে তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলা কি না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্য প্রযুক্তই করিয়াছিলাম, যে হেতুক আমার স্ত্রী ও পুত্র ইহারা অতি প্রিয় ছিল, ইহা তুমি বুঝিতে পার।

পরে * প্রেমকারিণী জিজ্ঞাসিল, ভাল, তোমার নিজ দুঃখ এবং সর্ব্বনাশের আশঙ্কা এ সকল তাহাদিগকে

জানাইযাছিলা কি না? আমি বুঝি যে সে সকল তোমার প্রতি বড় স্পষ্ট বোধ ছিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ তাহা আমি বারম্বার কহিয়াছিলাম, এবং আমার মস্তকোপরি বিদ্যমান যে বিচারভয় তাহার নিমিত্তে যে অতি বড় ভীত হইয়াছিলাম তাহা ও তাহারা আমার মিলন মুখদ্বারা ও নেত্রজলদ্বারা এবং কম্পনদ্বারা জানিতে পারিত, তথাচ আমার সহিত আসিতে সম্মত হইল না।

অপর *প্রেমকারিণী কহিল তাহারা যে তোমার সহিত আইল না ইহাতে তাহারা আপন২ বিষয়ে কি২ কহিতে লাগিল?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে আমার স্ত্রীর এই ভয় ছিল, যে পাছে তাহার এই জগৎ সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং আমার সন্তান সকল যৌবনাবস্থার মোহেতে মুগ্ধ হইয়াছিল,তাহাতে এ বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন বিষয়েই বা হউক তাহারা এই রূপ ইতস্ততো ভ্রমণ প্রযুক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিল।

পরে *প্রেমকারিণী জিজ্ঞাসিল. তুমি আপনার সহিত তাহাদিগকে আনিবার চেষ্টায় তাহাদের প্রতি যে২ কথা কহিয়াছিলা, তাহা তোমার সাংসারিক আচরণ দ্বারা নির্মূল কর নাই?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, আমার আচরণ যে অন্য লোকদের মান্য কর্ত্তব্য ইহা আমি কহিতে পারি না, কেননা আমার যে অনেক২ ত্রুটি হইয়াছে ইহা আমি নিশ্চয় জানি, আর লোকেরা নীতিবাক্য দ্বারা যাহা অন্যের

মনেতে দৃঢ়বদ্ধ করিতে উদ্যোগ করে তাহারা যে তাহা আপন আচরণদ্বারা অতি শীঘ্র ব্যর্থ করিতে পারে ইহাও আমি জানি; অতএব আমি আপনার কোন কুক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে যাত্রাবিষয়ে অনিচ্ছুক করি নাই, ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি। এবং এ বিষয়ে আমি বড় সাবধান ছিলাম, এই জন্যে তাহারা আমাকে কহিত, যে আমি বিশেষ রূপে মনোযোগী ছিলাম। আর যে সকল বিষয়ে তাহারা কোন মন্দ দেখিত না, এমন বিষয়ে আমি যে তাহাদের নিমিত্তে আপনাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম, তাহা কেবল নয়, আমি বুঝি ইহাও কহিতে পারি, যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করণে ও প্রতিবাসি লোকের বিরুদ্ধে মন্দ করণে আমার যে কাতরোক্তি ছিল, তাহা দেখিলে তাহাদের বাধা জন্মিয়াছিল।

অপর * প্রেমকারিণী কহিল, শুন, * কয়িন নামক এক ব্যক্তি দুষ্টাচারি ছিল; সে আপন ভ্রাতার যথার্থ ক্রিয়া দেখিয়া তাহাকে ঘৃণা করিল। অতএব তোমার স্ত্রী ও পুত্রেরা যদি তাহার মত তোমাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহারা যে মঙ্গলবিষয়ে আপনারা চিরকালের নিমিত্তে আপনাদিগের শত্রু হইয়াছে ইহা নিশ্চয় জানিবা; কিন্তু তুমি তাহাদের রক্তপাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছ।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহাদের দ্রাক্ষারস প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম২ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া মেজের উপরে সাজান হইলে তাহারা পরস্পর ঐ সকল কথোপকথন নিবৃত্ত করিয়া ভোজনে বসিল এবং সে

সময়ে কেবল ঐ পর্ব্বতের কর্ত্তা কি নিমিত্তে ও কি রূপে ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং আর ২ কি২ করিয়াছিলেন, এই সকল কথোপকথন হইতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের ঐ সকল কথাদ্বারা আমি জানিলাম, যে তিনি এক বড় খ্যাত্যাপন্ন যোদ্ধা ছিলেন, এবং যাহার বধ করিবার পরাক্রম ছিল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কার্য্য সিদ্ধ করিতে তিনি আপনি ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আমি তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিলাম।

আর তাহারা ইহাই কেবল কহিল এমন নয়, বুঝি খ্রীষ্টীয়ান ও কহিতে লাগিল, তিনি আপন দেশের ও প্রজাদিগের প্রতি অধিক স্নেহ প্রযুক্ত আপনার অনেক২ রক্তপাত পূর্ব্বক ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এজন্যে তাঁহার সেই সকল ক্রিয়াতে তাঁহার অনুগ্রহের অধিক যশ জন্মিয়াছে। তদ্ভিন্ন ঐ গৃহের কতক গুলীন পরিবার সে স্থানে ছিল, তাহারাও কহিল, তাঁহার ক্রুশেতে মরণ হইলে আমরা তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম; এবং তাঁহার সহিত যাহারা আলাপ করিয়াছিল তাহারা ও তাঁহার আপন মুখহইতে শুনিয়া দৃঢ়রূপে কহে, তিনি দীনহীন যাত্রিকদিগকে এইমত স্নেহ করিলেন, যে পশ্চিম দেশাবধি পূর্ব্ব দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার তুল্য আর কেহ হয় না তদ্ভিন্ন তাহারা যে বিষয় কহিল, তাহার এক প্রমাণ ও দিল, যে তিনি দীনহীন লোকের নিমিত্তেই ঐ কার্য্য করেন একারণ আপনাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যরহিত করিলেন। আর তিনি যে একাকী * সীয়োন পর্ব্বতে বাস

করিবেন না ইহা তাঁহাকে কহিতে এবং প্রতিজ্ঞা করিতেও তাহারা শুনিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা আরো কহিল, যাহারা স্বাভাবিক ভিক্ষুক এবং যাহাদের গোময়ের ঢিবিহইতে জন্ম এমন অনেক২ যাত্রিককে রাজপুত্রস্বরূপ করিয়াছিলেন।

এই রূপে তাহারা অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত কথোপকথন করিলে আপন২ রক্ষার নিমিত্তে তাহারা আপনাদিগকে কর্ত্তার নিকটে সমর্পণ করিয়া শয়ন করিল, এবং গবাক্ষদ্বারা সূর্য্যের কিরণ ঘরে আইসে এমন এক* কুশল নামে উপর কুঠরীতে *খ্রীষ্টীয়ানকে শয়নস্থান দিলেন, তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান সমস্তরাত্রি শয়ন করিয়া প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই শ্লোক গান করিতে লাগিল।

কোথা আসিয়াছি আমি এখন।
যাত্রিক জনের জন্যে দেখি এত আয়োজন॥
আরো স্নেহ চেষ্টা দেখি প্রভূ যীশুর এত।
ক্ষমিলেন পাপ তিনি হইয়া করুণাযুত॥
এখনি যে দেখি আমি স্বর্গবাসির সম।
একি চমৎকার হইল কি কারণে মম॥

পরে প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সহিত আরো অনেক কথোপকথন করিয়া তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, এই স্থানের আশ্চর্য্য বিষয় কিছু তোমাকে না দেখাইলে এস্থানহইতে তোমাকে যাইতে দিব না; অতএব প্রথমতঃ তাহারা তাহাকে গ্রন্থের গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া অতি প্রাচীন২ গ্রন্থ দেখাইল, এবং আমার স্বপ্নে মনে পড়ে, যে তাহারা আগে ঐ পর্ব্বতের

কর্ত্তার বংশাবলীগ্রন্থ তাহাকে দেখাইল, তাহাতে লেখা আছে যে তিনি অনাদি ও অনন্ত যে পরমেশ্বর তাঁহার পুত্র। এবং তিনি যাহাং করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার, ও তিনি যে সহস্রং লোককে আপনার সেবাতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের নাম, এবং কালপরিণামেতে কিম্বা পদার্থ সমূহের হ্রাসতা হইলেও যেং স্থান জীর্ণ হয় না, এমনং স্থানে তাহাদিগকে কি প্রকারে বসতি করাইলেন তাহাও তাহাতে লেখা ছিল।

অপর তাঁহারা আপন কর্ত্তার কোন লোক কর্ত্তৃক রচিত কতকগুলীন প্রশংসা বিষয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া * খ্রীষ্টীয়ানকে শুনাইতে লাগিল, বিশেষতঃ তাহারা কি প্রকারে রাজ্য পরাস্ত করিয়াছিল, ও যথার্থ ক্রিয়া করিয়াছিল, ও প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে সিংহের মুখ বন্ধ করিয়াছিল, ও অগ্নির জ্বলন নির্ব্বাণ করিয়াছিল, ও তলোয়ারের ধার এড়াইয়াছিল, এবং কি রূপে দুর্ব্বল হইয়া বলবান্ হইয়াছিল, ও যুদ্ধেতে উত্তরোত্তর উৎসাহ যুক্ত হইয়াছিল, এবং অন্যং দেশীয় সৈন্যদিগকে কি প্রকারে পরাঙ্‌মুখ করাইয়াছিল, ইত্যাদি বিবরণ তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইল।

অপর পূর্ব্বে কোন সময়ে আপন কর্ত্তার ও তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধে অনেকং দোষ করিলেও তাহাকে পুনরায় আপন অনুগ্রহের মধ্যে গ্রহণ করিতে কি রূপ ইচ্ছুক ছিলেন, ঐ বিবরণ রচিত ঐ গৃহের কতকগুলীন প্রাচীন পুস্তকের কোন এক ভাগ তাঁহারা * খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে পাঠ করিল; তদ্ভিন্ন সে স্থানে আরো অনেকং প্রাচীন

আশ্চর্য্য বিষয়ের পুস্তক ছিল, তাহাও * খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, বিশেষতঃ প্রাচীন বিষয় ও বর্ত্তমান বিষয় এবং শত্রুর প্রতি ভয়জনক বিষয় এবং অদ্ভুত বিষয় আর যাত্রিকদিগের প্রতি সান্ত্বনা ও আহ্লাদজনক বিষয় এবং যাহা নিশ্চয় পরিপূর্ণ হইবে এমন অনেক২ বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা এই সকলও * খ্রীষ্টীয়ান দেখিল।

অপর পরদিবসে তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানকে অস্ত্রগৃহের মধ্যে লইয়া তাহাদের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের জন্যে যত প্রকার তলোয়ার ও ঢাল ও টোপর ও বুকপাটা ও সর্ব্বদা প্রার্থনা এবং অক্ষয় পাদুকা ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তাহাকে দেখাইল, বিশেসতঃ নক্ষত্রের ন্যায় অগণ্য লোক যদি ঐ কর্ত্তার সেবাতে প্রবৃত্ত হয় তথাচ তাহাদের কুলান হয় এমন যে অনেক২ সাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন সে সমস্ত তাহাকে দেখাইল।

তদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যেরা যে সকল অস্ত্র দিয়া আশ্চর্য্য২ কার্য্য করিয়াছিল, তাহাও কতক২ তাঁহারা * খ্রীষ্টীয়ানকে দেখাইল, বিশেষতঃ তাঁহারা তাহাকে * মুসার দণ্ড দেখাইল, এবং যে হাতুড়ী ও প্রেক দিয়া * জাএল নামে স্ত্রী * শিশিরা নামক সেনাপতিকে বধ করিয়াছিল, তাহাও দেখাইল, আর যে সকল তূরী ও প্রদীপ সকলদ্বারা * গিদিওন সেনাপতি * মিদিয়ান দেশীয় সৈন্যসামন্ত সকলকে পরাভূত করাইয়াছিল, এবং যে লৌহ অঙ্কুশ লইয়া * শামগার সেনা পতি ছয় শত লোককে বধ করিয়াছিল, এবং যে কপোলাস্থি লইয়া * সাম্সন সেনাপতি বীরত্ব

প্রকাশ করিয়াছিল, সে সকল তাহাকে দেখাইল; তদ্ভিন্ন * দায়ূদ যে ঢেলঝুঁটি ও প্রস্তর লইয়া * গোলায়কে বধ করিয়াছিল, এবং যে দিবসে তাহাদের কর্ত্তা যুদ্ধের নিমিত্তে উঠিবেন, সেই দিনে যে তলোয়ারের দ্বারা পাপ পুরুষকে বধ করিবেন, তাহাও দেখাইল, ইহা ছাড়া ও * খ্রীষ্টীয়ানকে অনেক উত্তম বিষয় দেখাইল, তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান বড় সন্তুষ্ট হইল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন প্রভাত হইলে * খ্রীষ্টীয়ান গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করিলে তাহারা তাহাকে পরদিবস পর্য্যন্ত রাখিতে বাঞ্ছা করিয়া কহিল, কল্য যদি নির্ম্মল দিবস হয় তবে তোমাকে * রম্য নামক পর্ব্বত সকল দেখাইব, কেননা তাহাতে তোমার অধিক শান্তি জন্মিতে পারিবে। আর ঐ পর্ব্বত সকল এই স্থান অপেক্ষা তোমার বাঞ্ছিত স্থানের অধিক নিকটবর্ত্তী জানিবা, এ কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান স্বীকার করিল। পরে সে দিবস গত হইলে, পর দিনে তাঁহারা * খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ অট্টালিকার ছাতের উপর লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিগে দৃষ্টিপাত করিতে কহিলে * খ্রীষ্টীয়ান অতি দূরে নানাবিধ উপবনেতে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ও নানা ফল পুষ্পাদিতে এবং সরোবরাদিতে অতিরমণীয় কতক গুলীন পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, এই দেশের নাম কি? তাহাতে তাঁহারা কহিল, ওটা * অম্মানুএলের রাজ্য, এই পর্ব্বতের ন্যায় উহাও সকল যাত্রিকের নিমিত্তে সাধারণ স্থান জানিবা। তুমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বার দেখিতে পাইবা, এবং

ঐ স্থান নিবাসি রাখালদিগকে জিজ্ঞাসিলে তাহারা তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিবে।

৯ অধ্যায়।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার অগ্রসরহইতে উদ্যোগী হইলে তাঁহারা সম্মত হইল বটে, কিন্তু কি জানি পাছে *খ্রীষ্টীয়ান পথি মধ্যে কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় এই সংশয়ে তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানকে অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সুসজ্জ করণার্থে কহিল, আইস, আমরা পুনরায় অস্ত্রগৃহে যাই। অপর সেই স্থানে গিয়া তাহারা অচ্ছেদ্য অভেদ্য নানা সাজেতে * খ্রীষ্টীয়ানের আপাদ মস্তক সাজাইয়া দিল। পরে * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ সুসজ্জ হইয়া তাহার বন্ধুবর্গের সহিত দ্বার পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া সেই স্থানে দ্বারিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বারি, এই স্থান দিয়া কোন যাত্রিকদিগকে যাইতে দেখিয়াছ কি না? তাহাতে দ্বারী কহিল, হাঁ দেখিয়াছি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি তাহাকে চিনিয়াছ কি না?

দ্বারী কহিল, আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার নাম * বিশ্বাসী।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ হাঁ আমি তাহাকে জানি, সে আমার অতি নিকটস্থ প্রতিবাসী; পূর্ব্বে আমরা এক নগরেতেই বাস করিতাম, এবং যে স্থান আমার জন্মভূমি সেই স্থানহইতে আসিয়াছে, সে যাহা হউক সে এই ক্ষণে কত দূর গিয়া থাকিবে তোমার অনুমান হয়?

তাহাতে দ্বারপাল কহিল, সে এতক্ষণে পর্ব্বতের নীচ পর্য্যন্ত পৌছিয়া থাকিবে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে দ্বারি, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন, তুমি যে আমার প্রতি এমত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ একারণ পরমেশ্বর সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন।

এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান দ্বারিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্রমেং অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাতে * সাবধানা ও * ধর্ম্মিষ্ঠা ও * প্রেমকারিণী এবং * পরিণামদর্শিনী ইহারা তাহাকে পর্ব্বতের নীচে পর্য্যন্ত আগবাড়ান রাখিবার জন্যে * খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে ২ চলিল, তাহাতে যে পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নীচে না উপস্থিত হইল তাবৎ ঐ পূর্ব্বকথার প্রসঙ্গ করিতে ২ চলিল। পরে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, পর্ব্বতের উচ্চদিগে উঠা যেমন কঠিন নীচে নামাতে ও তেমনি আপদ আছে তাহাতে * পরিণামদর্শিনী কহিল, সে সত্য, ঐ নিমিত্তে আমরা তোমার সহিত পর্ব্বতের নীচে পর্য্যন্ত আসিয়াছি। আর এখন যেমন যাইতেছ এই রূপ * নম্রতা নামক স্থলীর নীচে নামিতে চরণ সরিয়া পতিত না হওয় সে ও মানুষের বড় কঠিন বিষয় জানিবা। তখন এই সকল কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত সাবধান পূর্ব্বক নামিতে লাগিল, তথাচ তাহার দুই তিন বার পা পিছলিয়াছিল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে ক্রমে২ পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইলে ঐ সহায়তাকারি সখীগণ তাহাকে একটা রুটী এবং এক থলুয় দ্রাক্ষাফল দিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিল। পরে * খ্রীষ্টীয়ান একাকী ক্রমে ২ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান অল্পে ২ অল্প দুর পর্য্যন্ত গিয়

ঐ * নম্রতা নামক স্থলী ছাড়াইতে ও পারে নাই, এমন সময়ে কিছু দূরে * আপল্ল্যন নামক মহাদুরাত্মা এক ক্রূর অসুরকে মাঠের মধ্যে দিয়া ক্রমে২ আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ভয়েতে ফিরিয়া যাইবে কি দাঁড়াইয়া থাকিবে প্রথমে ইহার কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে এই স্থির করিল, যদি পৃষ্ঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাই তবে পৃষ্ঠে কোন সজ্জা না থাকাতে সে অনায়াসে বাণক্ষেপণ করিয়া আমার পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে স্থির করিল। কেননা আপন প্রাণ রক্ষা বিনা যদি আর কোন চেষ্টা না থাকিত তথাচ দাঁড়াইয়া থাকা উচিত।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান অন্য কোন উপায় না পাইয়া ক্রমে২ অগ্রসর হওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ অসুর নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিতে অতি দুর্জ্জয়াকার প্রকাণ্ড শরীর এবং সর্ব্বাঙ্গে মৎস্যের ন্যায় আমিষেতে পরিপূর্ণ, ঐ আমিষ তাহার অহঙ্কারের বিষয় ছিল, এবং সে সর্পের ন্যায় পাখাবিশিষ্ট, ও ভল্লুকের ন্যায় তাহার হস্ত পাদাদি, এবং তাহার উদরহইতে অগ্নিশিখা এবং ধূম নির্গত হইত, এবং তাহার মুখ সিংহের ন্যায় ছিল। অতএব সে এই প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তিতে * খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে আসিয়া ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপূর্ব্বক তুচ্ছজ্ঞানে তাহাকে কহিতে লাগিল। তুই কোথাহইতে আসিয়াছিস্ এবং কোথায় যাইবি?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিল, যে স্থানে সকল অমঙ্গল বাস করে সেই* সর্ব্বনাশ নামক নগরহইতে আমি আসিয়াছি, এবং * সিয়োন নামক পর্ব্বতে যাইব।

* অপল্ল্যন কহিল, হাঁ২ তোমার কথাদ্বারা জানিলাম তুমি আমার প্রজা, কেননা সে সমস্ত দেশ আমার, আমি তাহার একাধিপতি; তুমি আপন রাজার দেশহইতে পলাইয়া কি জন্যে আসিয়াছ? তুমি ইহার পর অধিক ক্ষমতাপন্ন প্রজা হইবা, এমন যদি আমার ভরসা না থাকিত তবে তোমাকে এক চপেটাঘাতেই বধ করিতাম।

তাহাতে * খ্রীষ্টিয়ান কহিল, আমি তোমার অধিকারের মধ্যে জন্মিয়াছি বটে,কিন্তু তোমার সেবা বড় কঠিন, এবং তোমার বেতন পাইয়া লোকের জীবন ধারণ ও অসাধ্য, কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি আমার ভাল হয় এই আশাতে আমি অন্য২ বুদ্ধিমানের ন্যায় চেষ্টা করিতেছি।

সে কহিল, আপন প্রজাদিগকে সহজে পরিত্যাগ করে এমন রাজা কে আছে? অতএব কদাচ তোমাকে ছাড়িব না, তুমি ফিরিয়া চল; তাহাতে সেবা ও বেতনের বিষয়ে যে কলহ করিয়াছ বরং তাহার নিমিত্তে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমার দেশে যাহা২ উৎপন্ন হয় সে সকলই তোমাকে দিব।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এখন আমি যাঁহার নিকটে আপনাকে বন্ধক দিয়াছি, তিনি আমার কর্ত্তা হইয়াছেন, অতএব তোমার সহিত গমন করিলে আমার বড় অন্যায় কর্ম্ম হয়।

সে কহিল, এক মন্দ ছাড়িয়া অধিক মন্দ গ্রহণ করা এই যে প্রাচীন কথা আছে, তুমি তাহারি মত কর্ম্ম করিয়াছ; সে যাহা হউক কিন্তু এমন ব্যবহারও অনেকে

করিয়া থাকে, যে আগে তাঁহার ভাক্ত ভৃত্য হইয়া শেষে অত্যল্প কালগত হইলে তাঁহাকে ফাকি দিয়া পুনর্ব্বার আমার শরণাগত হয়; অতএব তুমিও সেই রূপ ব্যবহার কর, তবে তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি তাঁহার প্রজা হইব এই শপথ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্বীকৃত হইয়াছি, এখন তাহার অন্যথা করিয়া আমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ফাঁসি যাইব ইহা কি প্রকারে হইতে পারে ?

সে কহিল, তুমি আমার নিকটেও পূর্ব্বে ঐ রূপ কহিয়াছিলা, সে যাহা হউক কিন্তু এখনও যদি ফিরিয়া যাইতে চাহ তবে আমি তোমার সেই সকল দোষ ক্ষমা করিতে সম্মত আছি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম তাহা বালক কালে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বোধ হয় যে রাজার পতাকার নীচে আসিয়াছি তিনি আমাকে সে দোষহইতে মুক্ত করিতে পারেন, এবং তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া যে ২ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহাও আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন; অতএব হে সর্ব্বনাশকারি * অপল্যন, আমি তোমার সেবাদি অপেক্ষা তাঁহার সেবা, ও শাসন, ও বেতন, ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ হওয়া, এবং তাঁহার সহিত আলাপ করা, ও তাঁহার রাজ্য, এ সকলকে অধিক ভাল বাসি ইহা নিশ্চয় জানিবা। অতএব আমাকে তোমার মতে লওয়াইতে ক্ষান্ত হও, কেননা আমি তাঁহার সেবক, অবশ্যই তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিব ইহা নিশ্চয় জানিবা।

সে কহিল, তুমি যখন কিছু সুস্থির হইবা তৎকালে তোমার এই গন্তব্য পথে কতো বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা আরবার বিবেচনা করিয়া দেখিও, আর আমার পথ ও আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে তাহার ভৃত্য সকলেই প্রায় অবশেষে কি দুর্দ্দশা ঘটে তাহাও তুমি নিশ্চয় জান। যেহেতুক তাহাদের কত ব্যক্তি আমাহইতে অমর্য্যাদা ও ক্লেশ পাইয়া মরিয়াছে, তথাপি তুমি যে আমার সেবাহইতে তাহার সেবা অধিক ভাল বাস, ইহার কারণ কি? তাহার চরিত্র বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহার সেবকেরা শত্রু হস্তে পড়িয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ হইলেও সে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে গৃহহইতে একবার বাহিরও হয় না কিন্তু আমার বিশ্বস্ত সেবকেরা তাহার কিম্বা তাহার লোকের হস্তগত হইলেই তাহা হইতে আমি বলদ্বারা কিম্বা ছলদ্বারাই বা হউক কত২ বার তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি, ইহা সকলেই জানে, এবং তোমাকেও মুক্ত করিব।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাঁহার প্রতি সেবকদিগের স্নেহ আছে কি না, এবং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্ত হইয়া থাকিবে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্তে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন বটে; কিন্তু তুমি যে কহিতেছ, তাহাদের পশ্চাৎ মন্দ হয় তাহা নয়, বরং পশ্চাৎ তাহাদের অতিশয় মঙ্গল হয় জানিবা। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহাদের যে মুক্তি হয় ইহাতে তাহাদের বড় একটা অপেক্ষা নাই, কেননা তাহারা মুক্তিরূপ স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের জন্যে ধৈর্য্যাবলম্বন

করে; অতএব যখন তাহাদের রাজা আপন দূতগণে বেষ্টিত হইয়া আপন তেজেতে আসিবেন তখন তাহারা সে মুক্তি অবশ্যই পাইবে।

পরে *অপল্ল্যন কহিল, ভাল, তুমি পূর্ব্বে তাঁহার সেবাতে অবিশ্বাসি ছিলা, তবে এই ক্ষণে কি প্রকারে তাঁ-হার কাছে বেতনের অপেক্ষা করিতে পার?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে *অপল্ল্যন, আমি কোন্ বিষয়ে তাঁহার কাছে অবিশ্বাসী হইযাছি?

*অপল্ল্যন কহিল, তাহা বুঝি এখন মনে পড়ে না, যাত্রার আরম্ভে নিরাশ পঙ্কে পতিত হওয়াতে তোমার প্রায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছিল। আর তোমার অধিপতি যে পর্য্যন্ত তোমার পৃষ্ঠের ভার পৃষ্ঠহইতে না নামাইয়া-ছিল তাবৎ তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াথাকা উচিতছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া ভারহইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার জন্যে অপ্রকৃত সামান্য একটা উপায় চেষ্টা করিয়াছিলা। তদ্ভিন্ন পাপিষ্ঠের ন্যায় নিদ্রা যাইয়া আপন উত্তম বস্তু হারাইয়াছিলা, এবং সিংহ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে প্রায় উদ্যোগ করিয়াছিলা। তাহা ছাড়াও দেখাইতে পারি তোমার যাত্রাবিষয়ের এবং যাহা২ শুনিয়াছ এবং দেখি-য়াছ তাহার কোন কথা যখন কহ তখন যাহা২ কহি-তেছ এবং করিতেছ তাহাতে মনের মধ্যে আত্মশ্লাঘা করিতেছ।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ। সে সকলি সত্য, এবং তুমি যাহা২ কহিতেছ তাহার অধিক ও সত্য বটে, তথাচ আমি যে রাজার সেবা ও আরাধনা করি, তিনি

দয়াশীল এবং সর্ব্বদা ক্ষমা করিতে উদ্যত আছেন। আমার এই যে সকল দৌর্ব্বল্য সে তোমার রাজ্যের মধ্যেই আমাতে ঘটিয়াছিল, কিন্তু এমন হইলেও আমি দুঃখিত হইয়া তাহার ভারেতে কাতর হইলে আমার অধ্যক্ষ সে সকল ক্ষমা করিয়াছেন।

নিজ বাক্যের বিপরীত এই সকল কথা শুনিয়া * অপল্ল্যন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কহিল, আমি তোমার সেই রাজার শত্রু। তাহাকে কি তাহার লোকদিগকে কি তাহার আজ্ঞাকে তৃণজ্ঞান করি, অতএব প্রথমে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিতে এখানে আসিয়াছি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি রাজ পথে দাঁড়াইয়া আছি, অতএব সাবধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিও।

এ কথা শুনিয়া * অপল্ল্যন রাগান্বিত হইয়া দুই পা বিস্তারিত করিয়া সমস্ত পথ রোধ করিয়া কহিতে লাগিল, এখন মরিতে প্রস্তুত হও, কেননা আমি এ বিষয়ে নিভয়। অতএব আমার নরক স্থানের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি এই স্থানে বরং আমার হাতে প্রাণ হারাইবা, তথাপি ইহার অধিক পথ যাইতে পারিবা না। এই কথা কহিয়া * অপল্ল্যন এক প্রজ্জ্বলিত বাণ লইয়া * খ্রীষ্টীয়ানের বুকে ফেলিয়া মারিল। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান তৎক্ষণাৎ আপন ঢালদ্বারা ঐ বাণকে নিবারণ করিল।

তাহাতে এইক্ষণে যুদ্ধ উদ্যোগের সময় উপস্থিত ইহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান অস্ত্র শস্ত্র সকল ধারণ করিলে, * অপল্ল্যন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় ঘনং বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত

সাবধান হইলেও তাহার মস্তক ও হস্ত পাদাদি বাণে বিদীর্ণ হওয়াতে সে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিল। অতএব * অপল্লান তাহা দেখিয়া আপনার তাবৎ শক্তির সহিত পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ও পুনর্ব্বার সাহস পাইয়া আপনার সাধ্য পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। এই রূপে দুই প্রহরের ও অধিক কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ানের ক্রমে২ সমুদায় শক্তি হ্রাস হইল, তাহার কারণ তোমরাও বুঝিতে পার যে এই রূপ বাণেতে ক্ষত বিক্ষত হইলে সুতরাং উত্তরোত্তর অতিশয় দুর্ব্বল হইতে হয়।

* অপল্লান এই অবসরে বেগেতে * খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে গিয়া যুদ্ধদ্বারা এমন এক আঘাত করিল, যে তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ঘূরিয়া ভূমিতে পড়িল, ও তাহারও অস্ত্র শস্ত্র সকল হস্তহইতে খসিয়া পড়িল। তাহাতে * অপল্লান কহিল, কেমন এখন তোমাকে পাইয়াছি, কোথায় যাইবা? এ কথা কহিয়া * খ্রীষ্টীয়ানের উপরে পড়িয়া প্রায় তাহাকে চাপিয়া মারিবার উদ্যোগ করিল; তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানের কোন প্রকারে রক্ষা পাইবার কিছুই ভরসা ছিল না বটে, কিন্তু কেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা, যে সময়ে * অপল্লান ঐ দুঃখি * খ্রীষ্টীয়ানকে এককালে প্রাণের সহিত মারিতে উদ্যত হইল, এই অবকাশে * খ্রীষ্টীয়ান ঝটিতি হাত বাড়াইয়া ঐ তরবাল লইয়া কহিল, ওরে আমার শত্রু, তুমি আমার বিরুদ্ধে আর আহ্লাদিত হইও না, কেননা আমি পড়িলে ও পুনর্ব্বার উঠিব এই কথা কহিয়া তাহাকে বলেতে এমন এক অস্ত্রাঘাত

করিল, যে তাহাতে * অপল্ল্যন অন্তিমাঘাত প্রাপ্ত মানুষের ন্যায় হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল; ইহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাদিগকে স্নেহ করেন তাঁহার প্রসাদে আমরা এসকল বিষয়ে জয়ীহইতেও অধিক, এ কথা কহিয়া সে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিযা * অপল্ল্যন ভয়েতে পাখাযুক্ত আপন ডেনা মেলিয়া উড়িযা পলাইল, সেই পর্য্যন্ত * খ্রীষ্টীয়ান আর তাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অপর এই যুদ্ধের সময়ে * অপল্ল্যন যে রূপ আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিল, এবং নাগলোকের মত কথা কহিয়াছিল, তাহা যদি কেহ না দেখিত এবং না শুনিত তবে বর্ণনা করিতে পারিত না। আর * খ্রীষ্টীয়ানের হৃদয় স্ফুটিয়া যে প্রকার কোঁকানি ও কাত্‌রানি প্রভৃতি শুনা গিয়াছিল তাহাও কহা যায় না, কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান যে পর্য্যন্ত ঐ * অপল্ল্যনকে দ্বিধার তরবালের আঘাত না করিয়াছিল, তাবৎ তাহাকে একবার ও প্রসন্ন মুখে চাহিতে দেখে নাই। পরে সে হাস্যবদনে ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি করিল বটে, তথাপি তাহার যে রূপ বিকট মূর্ত্তি ছিল, বোধ হয় তেমন মূর্ত্তি আর কাহারো কখন দেখি নাই।

যাহা হউক এই রূপে যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করিলেন, এবং এই * অপল্ল্যনের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য করিলেন এই স্থানে তাঁহার প্রশংসা করিব, এই কথা কহিয়া সে এই স্তবের গান করিতে লাগিল।

ভূতের এই, পতি হয় যেই, মহাবল্‌সিবব্‌ মোরে নাশিতে।
ছিল সেই চেষ্টায়, পাঠাইল ইহায়, এই কর্ম্মহেতু মোর
কাছেতে ॥ ১
পরে ঐ জন, নারকি দুর্জ্জন, অতিশয় রাগে মত্ত হইয়া।
আমার সহিত প্রচণ্ড রূপেতে, প্রবৃত্ত যুদ্ধেতে হলো
আবিয়া ॥ ২
কিন্তু মাইকেল্‌ তিনি, আশীষ প্রাপ্ত যিনি, করিলেন আমার
সাহায্য অতি।
আমি তো সত্বরে, এই তলোয়ারে, করিলাম তাহারে বিমুখ
গতি ॥ ৩
এইহেতু আর সর্ব্বদা তাঁহার, ধন্যবাদ আর স্তুতি করিয়া।
করি সে ধর্ম্মেরো, প্রশংসা তাহারো না দেখি যাহারো পার
ভাবিয়া ॥ ৪

পরে * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ স্তব করিলে জীবন বৃক্ষের কতক গুলিন পত্রবিশিষ্ট একখানি হস্ত ঐ * খ্রীষ্টীয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে ঐ পত্র লইয়া ঐ ক্ষত স্থানে দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইল। তখন সেই স্থানে বসিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে রুটী এবং দ্রাক্ষাফল পাইয়াছিল, তাহা ভোজন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া সে ভাবিল, যে পাছে আর কোন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয় এ কারণ তরবাল হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার গমনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু ঐ স্থলীর মধ্যে সে * অপল্লান হইতে আর কোন উৎপাতগ্রস্ত হইল না।

ঐ স্থলীর আগে মৃত্যুচ্ছায়া নামে অন্য একটা স্থলী ছিল, তাহারি মধ্য দিয়া রাজধানীর পথ গিয়াছে; অতএব * খ্রীষ্টীয়ানের সেই পথ দিয়াই যাইবার আবশ্যক

হইল; ঐ স্থলী * য়িরিমীয় ভবিষ্যদ্বক্তা এই রূপ বর্ণনা করিয়াছে, সে স্থান অতিশয় দুর্গম এবং গর্ত্তেতে ও বনেতে ও মাঠেতে পরিপূর্ণ, এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ্য ও মৃত্যুর ছায়া সর্ব্বদা বাস করে, এ কারণ সে স্থানে কাহারও বাস করা দূরে থাকুক, যাত্রি লোক ব্যতিরেক আর কেহ কখন তাহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করে নাই।

অতএব * খ্রীষ্টীয়ান * অপল্ল্যনের সহিত যুদ্ধ করিতে যে রূপ দুরবস্থা পাইয়াছিল ঐ স্থান দিয়া যাইতে তা-হার অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল; তাহা আগামি বিবরণ দ্বারা জানিতে পারিবা।

দশম অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন * খ্রীষ্টীয়ান ঐ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর নিকট উপস্থিত হওনসময়ে যাহারা দেশের মন্দ সংবাদ লইয়া আইল তাহাদের সন্তান দুই জন বেগেতে ফিরিয়া আসিয়া * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত মিলিল, তাহাতে তাহাদের সহিত * খ্রীষ্টীয়ানের এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল,।

প্রথমতঃ * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ?

তাহারা দুই জন কহিল, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি, যদ্যপি তোমার প্রাণ রক্ষার এবং মঙ্গলের বাঞ্ছা থাকে তবে তুমি ও সেই রূপ কর।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যে কেন, বিষয় কি?

তাহারা কহিল, বিষয় কি জান, তুমি যে পথে যাইতেছ আমরাও সেই পথে যাইতেছিলাম, এবং যে পর্য্যন্ত

সাহস হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, এবং ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু যদ্যপি আর কিঞ্চিৎ দূর যাইতাম তবে আর তোমাকে সংবাদ দিতে এস্থানেও আসিতে পারিতাম না।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কাহার সহিত তোমাদের দেখা হইয়াছিল?

তখন তাহারা কহিল আমরা প্রায় মৃত্যুস্থলীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের বড় ভাগ্য একারণ সেই স্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বেই সে আপদ দেখিয়া পলাইলাম।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমরা সেখানে কি দেখিয়াছ?

তাহাতে তাহারা কহিল, কি দেখিয়াছি এমন যদি জিজ্ঞাসিলে তবে কহিতে হইল, আমরা দেখিলাম সেই স্থলী ঘোরতর অন্ধকারময়, এবং সে স্থানে আমরা খাতস্থ ভূত প্রেত নাগ ইত্যাদিকেও দেখিতে পাইলাম, তদ্ভিন্ন সেখানে অতিশয় যন্ত্রণাতে ও দুঃখেতে ব্যথিত এবং শৃঙ্খলে বদ্ধ মনুষ্যদিগের ন্যায় সর্ব্বদা চীৎকারধ্বনি এবং হায় ২ শব্দ শুনিলাম, এবং সেই স্থলীর উপরে * ভরসানাশক একখান মেঘ আসিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে ২ আমাদিগকে আচ্ছাদন করিল, এবং সেই খাতের উপরে মৃত্যু সর্ব্বদা পাখা মেলিয়া রহিয়াছে; অতএব অধিক কি কহিব সে স্থান এমনি দুর্গম ও ভয়ঙ্কর যে তাহার সদৃশ আর দেখা যায় না।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমরা যাহা কহিলা কে-

বল সেই কথাদ্বারাই এইক্ষণে আমি এমন বুঝিতে পারি না যে সে স্থান আমার বাঞ্ছিত স্থানের গমন পথ নয়।

তাহারা কহিল, তবে সে পথ তোমারি হউক, আমরা আপনাদিগের জন্যে তাহা বাঞ্ছা করি না।

ইহা কহিয়া তাহারা পৃথক্ হইয়া চলিয়া গেল। পরে *খ্রীষ্টীয়ান পাছে আরবার কোন শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয় এই ভয় প্রযুক্ত খাপ খোলা তলবার হস্তে লইয়া আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ঐ স্থলীর মধ্যস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা অত্যন্ত গভীর খাল আছে; ঐ খালে অন্ধেরা পুরুষানুক্রমে অন্ধদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া নানা দুর্গতি পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। আর ঐ স্থলীর বাম পার্শ্বে মহা আপদযুক্ত এক পঙ্ক স্থান আছে, তাহাতে মন্দ মনুষ্য দূরে থাকুক যদ্যপি কোন উত্তম লোক পড়ে তবে সেও আপনার পা ফেলিতে স্থান পায় না। সেই পঙ্কে একবার *দাউদ রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে যাঁহার উদ্ধার করিবার শক্তি আছে, তিনি যদি রক্ষা না করিতেন তবে তাহার মধ্যে ঐ রাজাও নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিত।

অপর ঐ স্থানের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রযুক্ত ঐ ভদ্র লোক *খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল; কারণ ঐ অন্ধকারের মধ্যে পাছে খালে পড়ে এবিষয়ে যখন সে সাবধান হয়, তখন প্রায় ঐ পঙ্কের মধ্যে পড়িবার উপক্রম হয়, এবং পঙ্কবিষয়ে সাবধান হইতে গেলে প্রায় খালের মধ্যে পড়িবার লক্ষণ হয়। এইরূপে সে কষ্ঠ শ্রেষ্ঠে

অগ্রসর হইতে ২ যে বিলাপ করিতে লাগিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম, কেননা পূর্ব্বে কথিত ছিল, ঐ স্থানে আপদ্ভিন্ন ঘোরতর অন্ধকার আছে, অতএব যে যখন অগ্রসর হইতে পা তুলে তখন কোথায় এবং কিসের উপরে পা ফেলিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না।

সে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইল, তাহার উপরে ঐ স্থলীর প্রায় মধ্যস্থলে পথের নিকটে নরকদ্বার দেখিয়া হায় ২ আমি এখন কি করিব! ইহা বলিয়া *খ্রীষ্টীয়ান মহা ভাবিত হইল, এবং দুর্জ্জয় শব্দেতে অগ্নিশিখাযুক্ত ধূম ও অগ্নিকণা সেই স্থানহইতে নিত্য ২ প্রচণ্ডরূপে নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে * অপল্ল্যন যেমন *খ্রীষ্টীয়ান তলবার দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, এ সেরূপ না হইয়া বরং আরো নির্ভয়রূপে উঠিতে লাগিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান পূর্ব্বের তলবার খাপে রাখিয়া *সতত প্রার্থনা নামে অন্য এ অস্ত্র ধারণ করিল। তখন আমি শুনিলাম, যে *খ্রীষ্টীয়ান সেই সময়ে কাঁদিতে ২ এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ রক্ষা কর, ইহা আমি তোমার কাছে যাচ্ঞা করি। এই রূপে সে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন কি ও ঐ অগ্নিশিখা তাহার নিকটে ২ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে এবং ইতস্ততো গমনাগমনকারি বায়ুর দুর্জ্জয় শব্দ শ্রবণ করাতে কখনো ২ তাহার এমন বোধ হইল, যে আঃ আমি এই বার খণ্ড ২ হইব কিম্বা পথের মধ্যে পঙ্কের ন্যায় দলিত হইব। এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান দুই তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত ঐ অতি ভয়ঙ্কর বিষয় এবং ভয়ানক শব্দ শুনিতে ২ যাইতেছিল, ইতোমধ্যে আপ-

নার প্রতি ধাবমান ভূতের শব্দ শুনিয়া সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি করা কর্ত্তব্য ইহা ভাবিতে লাগিল, তাহাতে সে কখনো২ ফিরিয়া যাইতে প্রায় মনস্থ করিল, এবং কখনো২ ভাবিল, যে আমি অনেক২ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া স্থলীর অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এবং অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা ফিরিয়া যাওয়া অধিক আপদের বিষয় হয়, ইহা মনে করিয়া সে অগ্রসর হইতে বিবেচনা স্থির করিল। তথাচ ঐ ভূত সকল ক্রমে২ অধিক নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অতএব *খ্রীষ্টীয়ান পিশাচদিগকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া একটা মহা চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল যে আমার ঈশ্বরের বলেতে আমি গমন করিব। তখন এ কথা শুনিয়া ভূতেরা পশ্চাৎ হটিয়া গেল, আর নিকটে আইল না।

ইহার মধ্যে আরো একটা কথা আছে, ঐ সময়ে ভয় প্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানের মন এমত অস্থির হইল, যে সে আপনার রব আপনি বুঝিতে পারিল না আমার এমত বোধ হইল কেননা সে যখন ঐ জ্বলন্ত খাতের দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন ঐ দুষ্টাদিগের মধ্যে এক জন ধীরে২ তাহার পশ্চাৎদিগে আসিয়া তাহার কাণেতে অনেক পাষণ্ডতা বিষয়ের কথা কহিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান বুঝিল, যে ইহা আমারি মনহইতে জন্মিল, অতএব *খ্রীষ্টীয়ান বুঝিল, পূর্ব্বে যাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিত, তাঁহার বিরুদ্ধে পাষণ্ডতা করিবে, ইহা মনে করিয়া অন্য সময় অপেক্ষা অধিক দুঃখগ্রস্ত হইল। তাহার সাধ্য যদি হইত, তবে সে এ রূপ কখন মনে করিত না। কিন্তু আপনার কর্ণবদ্ধ করণে

তাহার বুদ্ধি প্রবিষ্টা হইল না, কিন্তু সে পাষণ্ডতা সকল কোথাহইতে আইল, ইহা জানিতে পারিল না।

অপর *খ্রীষ্টিয়ান এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া একাকী অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে অকস্মাৎ দূরে অগ্রগামী কোন লোকের এই রূপ রব শুনিতে পাইল, যে তুমি আ-মার পক্ষে আছ, অতএব আমি যখন মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীতে গমন করিব, তখন কোন আপৎকে ডরাইব না।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। কেননা প্রথমতঃ সেঐ কথাদ্বারা বুঝিল, যে যাহারা ঈশ্ব-রকে ভয় করে, তাহাদের মধ্যের কেহ২ এই স্থলীতে আছে।

দ্বিতীয়তঃ সে অনুমান করিল, এমন ঘোর অন্ধকারে মানুষ দুর্দ্দশায় পড়িলে ঈশ্বর আপনিই তাহাদিগের সহিত থাকেন, অতএব এই স্থানের বাধা প্রযুক্ত যদ্যপি আমি সে বিষয় জানিতে না পারি তথাচ তিনি আমার সহিত থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ তাহার এই ভরসা হইল, যে যাহারা অগ্রগামী আছে, ডাহাদিগের সঙ্গ যদি পাই তবে ক্ষণেক পরেতেই সাহায্য পাইতে পারি। এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ গমন করিয়া ঐ অগ্রগামী ব্যক্তিকে ডাকিলে পর সেও একাকী প্রযুক্ত ভয়েতে কি উত্তর দিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। পরে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে প্রভাত হইলে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তিনি মৃত্যুচ্ছায়ার পরিবর্ত্তে প্রভাত করিয়াছেন।

এই রূপে প্রভাত হইলে *খ্রীষ্টীয়ান অন্ধকারে কোন২ আপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছিল, তাহা দিবসের আলো-

দ্বারা দেখিবার জন্যে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে ঐ সংকীর্ণ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে যে খাল এবং বাম পার্শ্বে যে পঙ্ক তদ্ভিন্ন ঐ খালের ভূত ও প্রেত ও নাগ ইত্যাদি সকলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহারা অতি দূরে ছিল, কেননা প্রভাত হইলে তাহারা তাহার নিকটে আইল না। কিন্তু এই বাক্য লিখিত আছে, যে তিনি অন্ধকারের মধ্যহইতে গাঢ় বিষয় প্রকাশ করেন, এবং মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রকাশিত স্থানে আনেন সেই বাক্যদ্বারা *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে ঐ সকল প্রকাশিত হইল।

এই রূপে দিবসের আলোতে ঐ সকল আপদের স্পষ্টরূপে অনুভব হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান একাকী যে পথ গমনের সমস্ত ভয়জনক আপদহইতে মুক্ত হইল, এ কারণ সে বড় চমৎকৃত হইয়া সূর্য্যোদয়কে আপনার প্রতি একটি অনুগ্রহস্বরূপ করিয়া বোধ করিল; কেননা হে পাঠক, তোমার এই স্থানে মনে করিতে হইবে, যে মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর পথের প্রথমে যে আপদ ছিল, তাহা অপেক্ষাও তাহার শেষের আপদ অধিক ছিল। যেহেতুক *খ্রীষ্টীয়ান যে স্থানে দাঁড়াইল, সেই অবধি আর ঐ স্থলীর শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ কেবল নানা আপদ ও ফাঁদ ও জাল ও খাত ও গর্ত্ত ও গভীরতা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল; অতএব প্রথমাংশের মত সেখানে যদি ঘোর অন্ধকার হইত, তবে *খ্রীষ্টিয়ানের হাজার প্রাণ থাকিলেও মনুষ্যের বিচারে সে প্রাণ যাইত; কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম, এই যে সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহাতেই সকল নিবারণ হইবে।



তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে আমার মস্তকের উপরে তাঁহার প্রদীপ উজ্বল হওয়াতে আমি তাঁহার আলোদ্বারা অন্ধকারের মধ্য দিয়া গমন করি।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে দিবসের আলোতে ক্রমে২ ঐ স্থলীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত দিয়া উপস্থিত হইল। অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন ঐ স্থলীর শেষাংশে মনুষ্যদিগের অর্থাৎ যাহারা ঐ পথ দিয়া পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল, ঐ সকল যাত্রিকদিগের রক্ত মাংস ও অস্থি ও ভস্ম এবং দুর্গতি পাইয়া মরণ প্রযুক্ত ক্ষত বিক্ষত মৃত্যু দেহ সকল পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি মনের মধ্যে ভাবিতেছিলাম, যে ইহার কারণ কি। ইতোমধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে দৃষ্টি পড়াতে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম, ঐ গুহাতে পূর্ব্বকালে * পাপপুরুষ ও * দেবপূজক নামে দুই জন রাক্ষস বাস করিত, তাহারাই বলদ্বারা ঐ সকল যাত্রিকদিগকে নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করিয়াছে, তাহারি রক্ত মাংসাদি পড়িয়া ছিল। কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থান দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কোন আপদগ্রস্ত হইল না। তাহা দেখিয়া আমি আগে চমৎকৃত হইলাম; কিন্তু শেষে শুনিলাম, যে ঐ * দেবপূজক নামে রাক্ষস অনেক দিন হইল মরিয়াছে, এবং অন্য রাক্ষস টা বাঁচিয়া থাকিলেও সে অত্যন্ত বৃদ্ধদশাতে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। এবং যৌবন কালে অতিশয় কষ্টেতে তাহার অস্থি সন্ধির বন্ধনী সকল এমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছে যে সে চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে; অতএব সে কেবল ঐ গুহাদ্বারে বসিয়া আপন নখ কামড়ায়, আর ঐ পথ দিয়া যে২ যাত্রিকেরা যায় তাহা-

দের প্রতি দাঁত সিকটিয়া উঠে, তাহা ভিন্ন সে আর কিছু করিতে পারে না।

অপর স্বপ্নেতে দেখিলাম * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে আপন পথে গমন করিয়া শেষে যখন ঐ গুহাদ্বারে বৃদ্ধ রাক্ষসকে বসিয়া থাকিতে দেখিল তখন কি করিবে কিছু স্থির করিতে পারিল না; তাহাতে ঐ রাক্ষস তাহার পশ্চাদে গমনে অশক্ত হইলেও তাহাকে এই কথা কহিল, যে পর্য্যন্ত তোমাদের আর ২ লোক অগ্নিতে ভস্ম না হয় তাবৎ তোমরা কখনো ভাল হইতে পারিবা না। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান তাহার বাক্যেতে মনোযোগ না করিয়া বরং সে যে কোন আঘাত করিল না, ইহাতে তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল; অতএব তাহাতে কোন বিপদগ্রস্ত হইল না, পরে * খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে ২ চলিল।

ঐ দুঃখদায়ি স্থানে, রক্ষা পাইয়াছি প্রাণে, ত্রিভুবনে এ কি চমৎকার।

ঐ স্থানহইতে যিনি, মুক্ত করিলেন তিনি, ধন্য হউন দয়ার আধার।

ইহার অধিক আর, কি কহিব কওয়া ভার, অসমর্থ কিঞ্চিৎ কওয়াতে।

যেহেতুক অন্ধকার, স্থলীমধ্যে ভয়ঙ্কর, নানা জন্তু আছয়ে তাহাতে।

অনর্থক অকর্ম্মণ্য, আমি অতিশয় খিন্ন, আছিলাম যখন আমাকে।

তখন বেষ্টন করে, অতিশয় ঘোরতরে, প্রেত পাপ বিষম নরকে।

আমি অতি শিশুমতি, জ্ঞানহীন মূর্খ অতি ন নারূপে আমাকে আমোদে।

ধরিতে ফেলিতে আর, বেষ্টনাদি করিবার, অতিশয় ঘোর গর্ত্ত ফাঁদে ॥

ছিল পূর্ণ পথমধ্য, পতন বন্ধন অদ্য, না হইল বাঁচিলাম কষ্টেতে।

মুকুট জন্মিল যাহা, ইহাতে ধরুণ তাহা, খ্রীষ্টরূপ যীশু মস্তকেতে ॥

একাদশ অধ্যায়।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান গমন করিতে ২ যাত্রিকদিগের দূরদর্শনের নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত নির্ম্মিত ছিল, তাহারি উপরে ক্রমে ২ আরোহণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, * বিশ্বাসি নামে এক ব্যক্তি পথে গমন করিতেছে; অতএব * খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, হে পথিক, দাঁড়াও ২, আমি তোমার সঙ্গে যাইব; এ কথা শুনিয়া * বিশ্বাসী ফিরিয়া তাকাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, আমি যে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে না মিলিব, তাবৎ তুমি ঐ স্থানে দাঁড়াও; কিন্তু * বিশ্বাসী কহিল, না, আমি আপন প্রাণ হাতে করিয়া যাইতেছি, এবং যিনি রক্তের প্রতিফলদাতা তিনি আমার পশ্চাদে গমন করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান কিছু মনস্তাপযুক্ত হইল, এবং ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাবৎ বল এবং দৃঢ় উদ্যোগদ্বারা এমন দ্রুতগমন করিল, যে শীঘ্র ঐ * বিশ্বাসির লাগাইল ধরিয়া, এবং তাহাকে পশ্চাদে ফেলিয়া চলিয়া গেল; তাহাতে শেষের ব্যক্তি প্রথম হইল। অতএব খ্রীষ্টীয়ান আপন ভ্রাতার অগ্রগামী হইয়াছে দেখিয়া আত্মশ্লাঘা

পূর্ব্বক দর্প করিয়া হাসিতে লাগিল; এই অহঙ্কারে সে পাদবিক্ষেপে সাবধান না হওয়াতে, অকস্মাৎ এমনি উঁছোট খাইয়া পড়িল, যে যাবৎ ঐ * বিশ্বাসী আসিয়া তাহাকে না তুলিল, তাবৎ সে উঠিতে পারিল না।

পরে তাহাতে উভয়ে একত্র হইয়া প্রণয় পূর্ব্বক আপন২ যাত্রাবিষয়ে যাহার যে২ ঘটনা হইয়াছিল, ঐ কথোপকথন করিতে২ গমন করিল। * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল।

প্রথমতঃ * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে সম্ভ্রমযোগ্য প্রিয়তম ভ্রাতঃ, এই মনোহর পথে তোমার সঙ্গে সখিভাবে দুই জনে একত্র গমনের নিমিত্তে ঈশ্বর যে দুযেরই এক স্বভাব করিয়াছেন, ইহাতে আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয়বন্ধো, আমি ভাবিয়াছিলাম, আপন নগরহইতে তোমাকে লইয়া সহায়যুক্ত হইয়া আসিব, কিন্তু তোমার অগ্রে আগমন করাতে এই পথে এতদূরপর্য্যন্ত আমার একাকী আসিতে হইয়াছে।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, আমি যাত্রা করিলে তুমি সে * ধ্বংসিনগরে কত দিন ছিলা?

* বিশ্বাসী উত্তর করিল, যে পর্য্যন্ত আমি আর থাকিতে পারিলাম না, সেই অবধি সেখানে ছিলাম; কেননা তুমি অল্পক্ষণ বাহির হইলে এই রূপ কলরব হইতে লাগিল, যে আমাদিগের নগর অল্প দিনের মধ্যে স্বর্গহইতে নির্গত অগ্নিদ্বারা সমভূমি হইবে।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল তোমার প্রতিবাসি লোকেরা কি এই রূপ গল্প করিয়াছিল?

.* বিশ্বাসী কহিল, হাঁ কতক কাল পর্য্যন্ত ঐ কথা সকলেরি মুখে ছিল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তথাপি কি ঐ আপদ্‌হইতে মুক্ত হইবার জন্যে তোমা ব্যতিরিক্ত আর কেহই বাহির হইল না।

* বিশ্বাসী কহিল, আমি তোমাকে যে কথা কহিলাম, সে বিষয়ের অনেক২ কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়? তাহারা তাহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিল না, আমার এমত অনুমান হইল; কেননা তাহাদিগের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে আমি কতক লোককে তোমার বিষয়ে এবং তোমার অসম্ভব যাত্রাবিষয়ে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছিলাম, এবং তাহারা তোমার যাত্রাকেও সেই রূপ জ্ঞান করিল; কিন্তু আমি সে বিষয়ে সে কথা প্রত্যয় করিয়াছিলাম, এবং এখনও করিতেছি, যে স্বর্গহইতে গন্ধক ও অগ্নি পতিত হইয়া আমাদের দেশ নষ্ট করিবে, অতএব আমি ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, আমাদের প্রতিবাসি 'হাবলার বিষয়ে তুমি কি সে স্থানে কোন কথা শুন নাই?

তাহাতে * বিশ্বাসী উত্তর করিল, শুনিয়াছি, তোমার সহিত *ভরসাহীন পঙ্ক পর্য্যন্ত আসিয়া কাহারো২ কথানুসারে পঙ্কমধ্যে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ঐ বৃত্তান্ত সকল কাহাকে না জানাইলেও, নিরাশ পঙ্কেতে তাহাকে অতি মলিন দেখিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তখন প্রতিবাসি লোকেরা তাহাকে কি কহিতে লাগিল।

* বিশ্বাসী কহিল, সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেলে পর তাহাকে সকলেই সর্ব্ব প্রকারে বিদ্রূপ ও তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব? তাহাকে এইক্ষণে প্রায় কেহ কার্য্য কর্ম্ম দেয় না; তাহাতে ঐ যাত্রার পূর্ব্বে তাহার যে রূপ দশা ছিল এইক্ষণে তাহার অপেক্ষা সপ্তগুণ মন্দ হইয়াছে।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল. সে ব্যক্তি যে পথ পরিত্যাগ করিল.প্রতিবাসি লোকেরা যদ্যপি সে পথকে তুচ্ছ বোধ করে, তবে তাহার প্রতি এমন দ্বেষ করে কেন?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, আঃ! কেহ২ কহে সে ব্যক্তি আপন মতে স্থায়ী নহে বিপরীত বস্ত্র পরিধান করে, অতএব তাহার ফাঁসি হউক। ইহাতে আমার অনুমান হয়, তাহার সৎপথ ত্যাগ করাতে ঈশ্বর তাহাকে হাততালি দেওয়াইবার নিমিত্তে এবং অখ্যাতি করাইবার জন্যে তাহার শত্রুদিগের মনকে এমন লওয়াইতেছেন।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল. ভাল, তুমি সেখানে থাকিতে তাহার সহিত তোমার কোন দিন কোন কথা হইয়াছিল?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল. এক দিন নগরের পথমধ্যে তাহাকে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার সহিত কোন কথা হইল না, কেননা সে আমাকে দেখিয়া আপনকার্য্যে আপনি লজ্জিত প্রযুক্ত মাথা হেঁট করিয়া পথের অন্য পার্শ্বদিয়া চলিয়া গেল।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার প্রথম আগমনকালে তাহার বিষয়ে আমার যৎকিঞ্চিৎ ভরসা ছিল, যে এ ব্যক্তি রক্ষা পাইবে, কিন্তু এইক্ষণে এমন আশঙ্কা হইতেছে, যে

নগরধ্বংসের সময়ে সেও নষ্ট হইবে। "কেননা কুক্কুর আপন বমি খাইতে এবং পরিষ্কৃত গাত্রশূকর পুনর্ব্বার খাতেতে গড়াগড়ি দিতে ফিরিযাছে।' এই যে একটি সত্য দৃষ্টান্ত ইহা তাহারি উপরে বর্ত্তিয়াছে।

* বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, আমারো তাহার বিষয়ে ঐ রূপ আশঙ্কা আছে। ভাল, যাহার যাহা ঘটিবে তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে সখে, বিশ্বাসি, আইস এই ক্ষণে আমরা তাহার কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া আপন২ বিষয়ের কথোপকথন করি। অতএব এই পথে আসিতে২ তোমার কি২ ঘটিয়াছে, তাহা বিস্তারক্রমে আমাকে বল, কেননা বোধ হয় তোমার পথিমধ্যে কিছু২ ঘটনা অবশ্য হইয়া থাকিবে, নতুবা সেটা আশ্চয্য বিষয়ের ন্যায় মানিতে হইবে।

তখন * বিশ্বাসী কহিতে লাগিল, তুমি যে ভরসাহীন পঙ্কে পতিত হইযাছিলা আমি তাহাহইতে রক্ষা পাইলাম, এবং ভাগ্যক্রমে সে স্থানহইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে২ দ্বার পয্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এমন সময়ে আমার হিংসা করণে উদ্যত একটা * কামুকী নাম্নী স্ত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আঃ তুমি যে তাহার জালহইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছ, ইহাতে বুঝিলাম, তোমার বড় সৌভাগ্য। কেননাপূর্ব্বে একবার * যুসফ তাহাদ্বারা এমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যে তাহাতে তাহার প্রাণ শংসয় হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তোমার ন্যায়

সেও তাহার হাতহইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঐ স্ত্রী তোমাকে কি করিল?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, তুমি তাহার বিষয় কিছু জান বটে, কিন্তু তাহার বাক্যের কেমন মিষ্টতা ও প্রিয়তা তাহা তোমার অনুমানে ও আইসে না, সে অশেষ সুখের আশা দেখাইয়া আমাকে ফিরাইতে নানা প্রকার চেষ্টা করিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এমন হইতে পারে না কেননা ধর্ম্মচিত্ত জাত যে সুখ তাহা সে তোমাকে দিতে কখন অঙ্গীকার করে নাই।

* বিশ্বাসী কহিল, তুমি আমার কথার অর্থ বুঝ নাই, সে আমাকে সেই সুখ দিতে চাহিল, তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্ব প্রকারে শারীরিক সুখ দিতে অঙ্গিকার করিল।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঈশ্বর যে তোমাকে তাহার হস্ত-হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এ কারণ তুমি তাঁহার স্তব কর; কেননা ঈশ্বর যাহাদিগকে তুচ্ছ করেন তাহারাই ঐ সকল ফাঁদস্বরূপ গর্ত্তেতে পড়িবে।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, আমি যে তাহাহইতে সর্ব্বোতোভাবে মুক্তি পাইয়াছিলাম, এমন কথা কহিতে পারি না।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কেন? আমি অনুমান করি তুমি তাহার ইচ্ছামতে তাহার পশ্চাদ্গমন কর নাই।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, না, অশুচি ক্রিয়া করিতে তাহার পশ্চাদ্গমন করি নাই বটে, কেননা আমি পূর্ব্বে একটি প্রাচীন উপদেশ শুনিয়াছিলাম, এই, তাহার

পাদবিক্ষেপ নরককে ধরে। অতএব তাহার দর্শনদ্বারা মায়াতে মোহিত না হও এই বাক্য তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হওয়াতে আমি চক্ষু মুদিলাম; তাহাতে সে আমাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তথাপি তাহা না মানিয়া আমি আপন পথে চলিয়া আইলাম।

অপর ' খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তদ্ভিন্ন আর কোন আপদে পড়িছিলা কি না?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, আমি যখন * কঠিন নামক পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইলাম, তখন এক বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেটা, কোথায় যাইতেছ তাহাতে আমি কহিলাম, আমি এক জন যাত্রিক, স্বর্গীয় রাজধানীতে গমন করিব। তাহাতে ঐ প্রাচীন কহিল, আমি তোমাকে ভদ্র লোকের মত দেখিতেছি, অতএব যদ্যপি তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বেতন দি, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবা কি না? তখন আমি তাহার নাম এবং বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার নাম * প্রথম আদম; আমি * কপট নামক নগরেতে বাস করি। পরে তোমার কি ব্যবসায় এবং আমি যদি তোমার কার্য্য করি তবে তুমি কতো বেতন দিতে পার? ইহাও আমি তাহাকে ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে কহিল, আমার ব্যবসায় সমূহ সুখ ভোগ, আর বেতন এই যে শেষে আমার উত্তরাধিকারি হইবা। অপর আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমার গৃহের আচার ব্যবহার কেমন, এবং তোমর আর কোন ভৃত্য আছে কি

না? তাহাতে সে কহিল, আমার গৃহ জগতের সর্ব্বোত্তম সুখাদির দ্বারা ব্যবস্থিত আছে, এবং আমার যে২ ভৃত্য তাহারা সকলই আমাহইতে উৎপন্ন। পরে আমি তাহার সন্তানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার কেবল তিনটি কন্যা আছে. তাহাদের নাম এই * শারীরিকাভিলাষিণী. ও * চক্ষুর্ব্বিষয়াভিলাষিণী এবং * বিষয় নিমিত্ত। সাহংকারিণী; অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে তুমি তাহার এক জনকে বিবাহ করিতে পার। পরে আমি জিজ্ঞাসিলাম,যে তোমার সহিত আমি কত দিন বাস করিব. ইহাতে তোমার কি ইচ্ছা? তাহাতে সে কহিল, আমার যাবজ্জীবন আমার সহিত তোমাকে থাকিতে হইবে।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল. তবে শেষে তুমি ঐ বৃদ্ধের সহিত যাইতে কি স্থির করিয়াছিলা?

* বিশ্বাসী কহিল তাহার এই রূপ শিষ্ট লোকের মত কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রথমে তাহার সহিত যাইতে আমার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা হইয়াছিল. কিন্তু শেষে তাহার ললাটে হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে আমি দেখিলাম, "পুরাতন মনুষ্যকে ও তাহার ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ কর"। এই কথা তাহার কপালে লেখা আছে।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহার পরে কি হইল?

* বিশ্বাসী কহিল, ঐ লেখা আমার অন্তঃকরণে অতি উত্তপ্ত বোধ হইল, কেননা সে উত্তম কথা কহিয়া কি কোন প্রকারে ভুলাইয়া যদি আমাকে ঘরের মধ্যে পায় তবে আমাকে ক্রীত দাস করিয়া রাখিবে, ইহা বোধ

হওয়াতে আমি তাহার অধিক কথা কহন সমাপ্তি করিয়া কহিলাম, আমি তোমার ঘরের দ্বারের নিকটেও যাইব না। তাহাতে সে আমাকে ধমকাইয়া কহিল, দেখ, তোমার পশ্চাৎ ২ এমন এক লোককে পাঠাইয়া দিব, যে সে সমস্ত পথে তোমাকে বিরক্ত করিতে ২ যাইবে। তাহাতে আমি সে কথা না মানিয়া যখন ফিরিয়া দাড়াইয়া সে স্থানহইতে গমন করিতে লাগিলাম, এমন সময় সে আমার মাংস ধরিয়া এমন এক প্রাণনাশক টান দিল যে তাহাতে মাংস ছিঁড়িয়া গেইল, আমার এমত বোধ হইল। তাহাতে হায় ২ আমি দুর্ভাগ্য মনুষ্য! এ কথা কহিয়া চেচাইয়া পর্ব্বতের উপরে আপন পথে গমন করিতে লাগিলাম।

এই রূপে ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের অর্দ্ধেকের অধিক পথ উঠিয়া একবার ফিরিয়া পশ্চাৎ দিগে চাহিলাম, যে এক মনুষ্য বায়ুবেগে দ্রুতগামী হইয়া আমার পশ্চাৎ ২ আসিতেছে। এই রূপ দেখিতে ২ যে স্থানে এক বৃক্ষবাটিকা ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল হাঁ, আমিও সে স্থানে বিশ্রামের নিমিত্তে বসিয়াছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ নিদ্রা হওয়াতে আমার এই পুস্তক আমি বক্ষঃস্থলহইতে হারাইয়াছিলাম।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয় ভ্রাতঃ, আগে আমার আদ্যন্ত কথা শুন, পশ্চাৎ তোমার কথা কহিও। পরে ঐ ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্রে অকস্মাৎ আমাকে এমন এক আঘাত করিল, যে তাহাতে

আমি মৃতপ্রায় হইলাম; কেননা তাহার হয় এক কথা নয় এক আঘাত। যাহা হউক পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইলে আমি তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি জন্যে আমাকে এ রূপ আঘাত করিলা? তাহাতে সে কহিল, তুমি * প্রথম। আদামের প্রতি মনেং মন দিয়াছিলা, একারণ মারিলাম; এ কথা কহিয়া সে আর বার আমাকে অত্যন্ত আঘাত করিয়া আমাকে চীৎকার করাইয়া ফেলিয়াদিল। তাহাতে আমি পূর্ব্বের মত মৃতকল্প হইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া রহিলাম; অল্পক্ষণ পরে পুনর্ব্বার চেতনা পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আমি ক্ষমা করিতে জানি না, ইহা কহিয়া সে পুনর্ব্বার আমাকে আর এক আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল; সে সময়ে যদি আর এক জন আসিয়া আমার নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন, তবে সে তখন আমাকে নিশ্চয় বধ করিত।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে কহিলেন তিনি কে?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, প্রথমে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু শেষে যখন আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার হস্তের এক পার্শ্বের ছিদ্র দেখিয়া আমার এমত নিশ্চয় অনুমান হইল যে তিনি আমাদিগের প্রভু হইবেন। পরে আমি ক্রমেং পর্ব্বতের উপরি ভাগে গমন করিলাম।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে ব্যক্তি তোমার পশ্চাৎং আসিয়া উপস্থিত হইল, যে মূসা, সে কাহারো মুখা-

পেক্ষা করে না, এবং তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও জানেন না।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, হাঁ আমি তাহাকে বিলক্ষণ রূপে জানি, কেননা তাহার সহিত আমার কেবল এইবার প্রথম দেখা এমন নয়, যখন আমি গৃহে থাকিয়া নিশ্চিন্ত রূপে বাস করিতাম তখন এক দিন সে আমার কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি যদি এই স্থানে থাক তবে তোমার মাথার উপরে ঘর জ্বালাইয়া দিব।

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ পর্ব্বতের যে স্থানে * মূসার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেখানে যে একটি অট্টালিকা আছে তাহা কি তুমি দেখ নাই?

বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, তাহা দেখিয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন সেখানে যাইবার আগে দুই সিংহকেও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু অনুমান হয়, তখন তাহারা নিদ্রিত ছিল; এবং তখন প্রায় দুই প্রহর বেলা, অতএব অধিক বেলা থাকাতে আমি দ্বারির নিকট হইয়া ক্রমে২ পর্ব্বতের নীচে চলিয়া আইলাম।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ২ সে কহিয়াছিল বটে,যে * বিশ্বাসি নামে এক জনকে এ স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়াছি; কিন্তু দেখ ভাই, তুমি যদি তখন সেই অট্টালিকার মধ্যে গমন করিতা তবে আমার বড় আহ্লাদ হইত,কেননা ঐ গৃহস্থেরা তোমাকে এমন আশ্চর্য্য ২ বিষয় সকল দেখাইতেন, যে তুমি মরণ পর্য্যন্তও তাহা ভুলিতে পারিতা না। সে যাহা হউক * নম্র নামক স্থলীর মধ্যে কি তোমার সহিত কাহারো দেখা হয় নাই ?

বিশ্বাসী কহিল, হাঁ সে স্থানে * অসন্তুষ্ট নামক এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার লওয়ানিতে আমি যদি কর্ণ দিতাম তবে সে আপন সঙ্গে আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইত। আমাকে ফিরাইবার কারণ এই, যে ঐ স্থলী সর্ব্বতোভাবে সম্ভ্রমহীন ছিল, তদ্ভিন্ন সে আমাকে কহিল, তুমি যদ্যপি ঐ স্থলীর মধ্য দিয়া গমন করিয়া আপনাকে বাতুল প্রায় কর তবে অহঙ্কারী ও * গর্ব্বী ও * পণ্ডিতমানী এবং * সাংসারিকৈশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি নামক আমার যে সকল বন্ধু বান্ধব আছে তাহারা সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি তাহাকে কি উত্তর করিলা?

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, আমি এই উত্তর করিলাম, তুমি যাহার২ নাম করিতেছ তাহারা সকল যে যথার্থ রূপে আমার জ্ঞাতি ইহা তুমি কহিতে পার, কেননা শারীরিক সম্বন্ধ অনুসারে তাহারা আমার জ্ঞাতি ছিল বটে, কিন্তু এইক্ষণে আমি যাত্রিক মতাবলম্বী হওয়াতে তাহাদিগকে যেমন পরিত্যাগ করিয়াছি তেমনি তাহারাও আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। অতএব যাহারা কখনো আমার বংশজাত নহে আমি এখন তাহাদের তুল্য হইয়াছি। আরও আমি তাহাকে কহিলাম, তুমি এই স্থলীর বিষয় যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায়, যেহেতুক সম্ভ্রমের পূর্ব্বে নম্রতা ও পতনের পূর্ব্বে অহঙ্কার; অতএব তোমার বিবেচনাতে যে বিষয় সকলের স্নেহ

এবং শ্রদ্ধার যোগ্য সে সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান্ লোকদ্বারা যশ এবং সম্ভ্রম পাইবার জন্যে এই স্থলীর মধ্য দিয়া আমি যাইতে বাঞ্ছা করি।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ঐ স্থলীর মধ্যে তোমার আর কোন কিছুর সহিত দেখা হইয়াছিল কি না?

* বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, * লাজুক নামে এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, আর যাত্রা করিতে ২ অনেক ২ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির নাম অতি বিপরীত বোধ হইতেছে, কেননা অন্য কোন লোক যদি হইত তবে অল্প বাদানুবাদ করিলে পর একবার কি দুইবার বারণ করিলে শুনিত, কিন্তু এই যে নির্ভয় * লাজুক সে কোন প্রকারে কথা শুনিল না।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন, সে তোমাকে কি কহিয়াছিল?

* বিশ্বাসী কহিল, এমন যদি জিজ্ঞাসা করিলা তবে কহিতে হইল। প্রথমে কথার কৌশলদ্বারা সে ব্যক্তি সমস্ত ধর্ম্মমত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে কহিল এই, যে ধর্ম্মাচরণে যে মন দেওয়া সে মনুষ্যদিগের অতি ক্ষুদ্র ও নীচ ও তুচ্ছ বিষয়, এবং আপনি যে নম্র হওয়া সেও অমনুষ্যের কর্ম্ম, আর আপনার কথাতে ও আচরণেতে যে সাবধান হওয়া, অর্থাৎ পূর্ব্ব কালের অহঙ্কার রীতি এবং যে ব্যবহারেতে মানুষেরা অবিরত রত আছে তাহাহইতে যে আপনাদিগকে বিরত করিয়া রাখা, সে কেবল মনুষ্যদের বিদ্রূপ ও হাস্যের বিষয় হয়। পরে

সে আরও কহিল,যে ধনবান্ এবং জ্ঞানবান্ লোকদিগের মধ্যে তোমার মতাবলম্বী অতি অল্প লোক, আর যাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আগে এমন মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছে যে বিষয় কেহ কখন জানে না ও শুনে নাই এমন অজ্ঞাত বিষয় পাইবার নিমিত্তে আপন সর্ব্বস্ব আপনি খোয়াইতে স্বীকার করিয়াছে। এই রূপে সে যাত্রিকদিগে দুর্দ্দশা ও মূর্খতা দেখাইয়া সকল ধর্ম্ম ও মত খণ্ডন করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন আরও অন্য২ অনেক ২ বিষয়দ্বারা সে আমাকে প্রায় নিরুত্তর করিল, বিশেষতঃ কহিল, যে ঈশ্বরবিষয়ক কথা কখন কালে লোকেরা যে আর্দ্রচিত্ত হইয়া রোদন পূর্ব্বক শ্রবণ করে, পরে বিলাপ করিতে ২ ঘরে আইসে, এ তাহাদের বড় লজ্জার বিসয, এবং প্রতিবাসি লোকদিগের কাছে যে ক্ষুদ্র২ দোষের নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং কোন দ্রব্য এক বার চুরী করিয়া যে আরবার ফিরাইয়া দেওযা, এ সকল ও মানুষের অতিশয় লজ্জার বিষয়। তাহা ছাড়াও সে আরও কহিল, যে ঐ ধর্ম্ম গ্রহন করিতে গেলে কতকগুলিন ক্ষুদ্র২ দোষের নিমিত্তে, অর্থাৎ যে দোষ সে অন্য২ নাম দিয়া সামান্য রূপে বর্ণনা করিল ঐ দোষের নিমিত্তে প্রণয়ের যোগ্য যে ভাগ্যবান্ লোক তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ঐধর্ম্মি ইতর লোকদিগকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়; অতএব এ সকলের পর মনুষ্যদিগের লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি তাহাকে কি রূপে উত্তর করিলা?

বিশ্বাসী কহিল,তাহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলা

তবে বলি শুন, আমি প্রথমতঃ তাহাকে কি উত্তর দিব তাহা বিবেচনা করিয়া পাইলাম না, তাহাতে সে * লাজুক আমাকে এমন অপ্রস্তুত করিল যে একেবারে আমার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া অতি বড় লজ্জাতে তাহার কাছে আমার হারি মানিতে হইল; কিন্তু অবশেষে আমি মনে২ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মানুষেরা যাহাকে মান্য করে ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহা অতি তুচ্ছ বিষয়; এবং আরও ভাবিলাম, ঐ * লাজুক মনুষ্যের বিষয় কি বস্তুর বিষয় সকলি আমাকে জানাইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর কি রূপ আর তাঁহার কথাই বা কি রূপ তাহা একবারও আমাকে জানায় না। তদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মহাবিচারের দিনে আমি যে স্বর্গ কি নরক পাইব সে এই জগতের দম্ভকারি লোকদিগের আজ্ঞানুসারে পাইব না, তবে কি না সর্ব্বোপরি যিনি ঈশ্বর তাঁহারি আজ্ঞাতে; অতএব ভাবিয়া দেখিলাম, ঈশ্বর যাহা কহেন, ও করেন তাহার বিরোধী যদি সমুদয় জগতের লোক হয় তথাচ সে ভাল; অতএব ঈশ্বর যে আত্মধর্ম্মকে মনোনীত করিয়াছেন ইহা যদি প্রমাণ হইল, ও নম্র ব্যক্তিকে যদি তিনি মনোনীত করেন, এবং স্বর্গীয় রাজ্যের নিমিত্তে আপনাদিগকে মূর্খকারি লোকেরা যদি জ্ঞানবান, আর যে ব্যক্তি জগতের মধ্যে সকলহইতে প্রধান হইয়া * খ্রীষ্টকে তুচ্ছ করে তাহা অপেক্ষা যিনি দীনহীন হইয়াও * খ্রীষ্টকে স্নেহ করেন পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে তিনিই যদি ধনবান্, এই২ বিষয় যদ্যপি প্রমাণ হয় তবে হে * লাজুক, তুমি আমার নিকটহইতে দূর হও, কেননা তুমি আমার পরিত্রাণ বিষয়ের এক জন শত্রু। অতএব আমার

স্বামির কথার বিরুদ্ধে আমি যদি তোমাকে অতিথি করি তবে আমি তাঁহার মুখের প্রতি কিপ্রকারে চাহিব? আর যদ্যপি এখন তাঁহার পথের এবং ভৃত্যদিগের বিষয়ে লজ্জিত হই তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা কি প্রকারে করিতে পারি? এ কথা কহিয়া আমি তাহাকে ঠেলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলাম; কিন্তু ভাই, সে ব্যক্তি এমনি নিভয় দুষ্ট যে কোন প্রকারে তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না, সে সর্ব্বদাই আমার পশ্চাৎ ২ লাগিয়া রহিল, এবং ধর্ম্মাচরণ বিষয়ের যে ২ দৌর্ব্বল্য ঘটে তাহার কোন একটা বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আমার কানে২ ফুস২ করিয়া কহিতে লাগিল। তাহাতে সে ব্যক্তি যে২ বিষয় তুচ্ছ করিয়া কহিতে লাগিল, আমি তাহাই উত্তমরূপে বোধ করিতে লাগিলাম, এবং কহিলাম, যে এ বিষয়ে তোমার চেষ্টা করা নিস্ফল; এই রূপে কোনক্রমে ঐ বিরক্তকারি * লাজুকের সঙ্গ এড়াইলাম। পরে আমি এই গান করিতে ২ আগমন করিলাম।

যে দুঃখ ঈশ্বরের আজ্ঞাবত প্রায়।
সেই ক্ষণ সে অসংখ্য তবু সহ্য হয়।
পুনঃপুন যাতায়াত সে দুঃখে এ বানে।
কিম্বা ভাবিকালে মোরা আক্রান্ত হইলে॥
পরাজিত হৈয়া বহিঃক্ষিপ্ত হৈতে পারি।
কিন্তু ইহা বুঝি শুন * যাত্রিবেশধারি॥
যে জন হইবে * যাত্রি সে চৈতন্য যুত।
হৈয়া আপনাকে জানাউক মানুষের মত॥

অনন্তর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে ভাই, তুমি যে ঐ দুষ্ট ব্যক্তির সহিত বলবান্ রূপে যুদ্ধ করিয়াছ ইহাতে

ইহাতে আমার আহ্লাদ জন্মিয়াছে, কেননা সে লাজুক হইয়া এমন নির্লজ্জ ও নির্ভয় এবং দুষ্ট যে পথিক *যাত্রিক যে আমরা আমাদিগের ভদ্র বিষয়ে সে কলঙ্ক দিতে চাহে; অতএব তাহার নাম যে অতি বিপরীত কহিতেছ তাহাও আমি মানিতেছি, কেননা সে যদি এমন নির্লজ্জ না হইত তবে সে এ রূপ করিতে কখন উদ্যত হইত না। সে যাহা হউক সে যেমন আপন জাঁকজমক্ প্রকাশ করিতে কেবল মূর্খদিগকে বাড়ায়, তেমনি আইস, আমরাও তাহার চির বিপক্ষ হই. এ বিষয়ে *শলিমান রাজা কহিয়াছেন, যে জ্ঞানবান লোকেরা যশের অধিকারী হইবেন, কিন্তু মূর্খদিগের উত্তম পদস্থ হওয়া কেবল লজ্জাকর হয়।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, যিনি পৃথিবীতে সত্যতার বৃদ্ধির নিমিত্তে আমাদিগকে সাহসিক করিতে পারেন, তাঁহার কাছে ঐ *লাজুকের বিরুদ্ধে সহায় প্রার্থনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বোধ হয়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, উত্তম কহিয়াছ, ভাল, ঐ স্থলির মধ্যে তোমার আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না?

তাহাতে *বিশ্বাসি কহিল, না, আমি আর কিছুই দেখি নাই, কেননা ঐ স্থলীর অবশিষ্ট পথে এবং ঐ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলির মধ্যে অনবরত সূর্য্য প্রকাশিত ছিল।

ঐ কথার উপলক্ষে *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, তবে তোমার বড় মঙ্গল হইয়াছিল; কিন্তু আমার সে রূপ না হইয়া ঐ স্থলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই সেই পাপাত্মা *আপল্লান নামক অসুরের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ

হওয়াতে আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে একেবারে চূর্ণ করিবার জন্যে নীচে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিল, তখন আমার এমন বোধ হইল যে নিশ্চয় আমাকে নষ্ট করিবে, কেননা সে সময় আমার তলবারও হাতহইতে খুলিয়া পড়িল, তাহাতে সে কহিল, কেমন এখন পাইয়াছি? তাহাতে আমি কেবল ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; এবং তিনি আমার প্রার্থনা শুনিয়া সে দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন। পরে আমি ক্রমে২ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীতে প্রবিষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু সেখানে অর্দ্ধেক পথ গমন করিতেই রাত্রি উপস্থিত হইল, তাহাতে অত্যন্ত অন্ধকার হওয়াতে আমার এমন বোধ হইতে লাগিল, যে বুঝি এইবার প্রাণ হারাইলাম, কিন্তু শেষে প্রভাত হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে অবশিষ্ট পথ গমন করিলাম।

১২ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতে২ যাইতেছিল, ইতোমধ্যে * বিশ্বাসী হঠাৎ পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, কিঞ্চিৎ দূরে * বহুভাষি নামক এক ব্যক্তি আসিতেছে, তাহাকে নিকট অপেক্ষা দূরহইতে অতি সুন্দর দেখা যাইত, তাহার সহিত * বিশ্বাসী এই রূপে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল।

প্রথমতঃ * বিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিল, হে বন্ধো, তুমি কোথায় যাইতেছ? স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইবা নাকি?

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, হাঁ ভাই, আমি সেই স্থানেই যাইতেছি।

* বিশ্বাসী কহিল, বড়ই মঙ্গল, তবে আমি উত্তম সঙ্গ পাইবার জন্যে তোমার অপেক্ষা করি।

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, ভাই, তোমার সঙ্গী হইতে আমার বড় সন্তোষ।

* বিশ্বাসী কহিল, তবে চলিয়া আইস, আমরা একত্র গমন করি, ও যাহাতে আমাদের মঙ্গল ও লাভ হয় এমন বিষয় ধরিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে২ যাই।

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, দেখ ভাই, তোমার সহিত কিম্বা আর কাহারো সহিতই বা হউক, লাভ বিষয়ের কথোপকথন আমি বড় গ্রাহ্য করি, এবং এরূপ সদালাপি লোকের সহিত যে মেলন ইহাও আমার বড় সন্তোষের বিষয়। কেনমা আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অসৎ বিষয়ের কথোপকথন করিয়া কালক্ষেপ করে এমন অনেক২ মানুষ মিলে, কিন্তু যাত্রাতে লাভজনক কথাবার্ত্তা কহিয়া কালযাপন করে এমন লোক অতি অল্প এবং দুর্লভ; এ বিষয়ে আমার অনেক দুঃখের কারণ হইয়াছে।

বিশ্বাসী কহিল, এরূপ লোক যে অতি অল্প ইহা বড় দুঃখের বিষয়, যে হেতুক স্বর্গস্থ ঈশ্বরীয় বিষয় অপেক্ষা এই সংসারেতে জিহ্বার শ্রমযোগ্য আর কোন বিষয় আছে?

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, তোমার কথা আমার বড় মনোরম হয়, কেননা তুমি যে বিষয় কহিতেছ সে সকলি সপ্রমাণ; এবং আমিও এ বিষয়ে আর এক কথা কহিতে পারি, ঈশ্বরবিষয়ের কথাবার্ত্তা অপেক্ষা অধিক সুখদ ও লাভজনক আর কোন বিষয় আছে? অর্থাৎ মনুষ্যদিগের চমৎকৃত বিষয়ে যদি সন্তোষ জন্মে তথাপি ইহা অপেক্ষা

অধিক মনোহর আর কোন বিষয় হইতে পারিবে? বিশেষতঃ রাজকীয়বিষয়ের কিম্বা ভবিষ্যৎ কালের গুপ্তবিষয়ের অথবা আশ্চর্য্যবিষয়ের কিম্বা কাল চিহ্নবিষয়ের ইত্যাদি কথোপকথনে যদ্যপি মনুষ্যেরা বাঞ্ছিত হয়, তবে তাহারা যেমন ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই সকল রচিত পাইয়া থাকে, তেমনি আর কোথায় পাইতে পারিবে?

* বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের কথোপকথনের সে সকল বিষয়দ্বারা যে লাভ হয় ইহা আমাদের প্রধান কার্য্য।

* বহুভাষী কহিল, আমিও সেই কথাই কহিতেছিলাম, কেননা ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। আর ঐ রূপ করাতে মনুষ্যেরা অনেক বিষয়ের জ্ঞান পাইতে পারে, বিশেষতঃ পার্থিববিষয়ের যে নিস্ফলতা এবং স্বর্গীয়বিষয়ের যে সফলতা তাহাও জানিতে পারে। ইহা আমি সামান্য রূপে কহিলাম, কিন্তু বিশেষ করিয়া কহিতে গেলে মনুষ্যদিগের নূতন জন্মের ও *খ্রীষ্টের পুণ্যের আবশ্যকতা এবং কর্ম্মের নিস্ফলতা ইত্যাদি ও জানিতে পারে, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ ও বিশ্বাস ও প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যে কি প্রকার তাহাও তাহারা জানিতে পারে। আর আপন২ সান্ত্বনার নিমিত্তে মঙ্গল সমাচারের কি রূপ গুরুতর অঙ্গীকার এবং সে সান্ত্বনাই বা কি প্রকার ইহা তাহাদ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারে। তাহা কেবল নয়, কিন্তু মিথ্যা মতকে পরাস্ত করিতে ও সত্যতার স্থাপন করিতে এবং মূর্খদিগকে শিক্ষা দিতে আপনারা সুশিক্ষিত হইতে পারে।

বিশ্বাসী কহিল, ও ভাই, তুমি যাহা কহিতেছ, সে সকলি সত্য, অতএব তোমার মুখহইতে এই সকল শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইতেছি।

তাহাতে *বহুভাষী কহিল, হায়২ অনন্ত পরমায়ু পাইতে যে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, এবং মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম সিদ্ধ হওনের আবশ্যকতা, সে সকল বিষয়ের কিছুই না জানিয়া এত লোক মূর্খের মত কেবল ব্যবস্থানুসারে আচরণ করে, বিশেষতঃ যাহা করিলে মনুষ্যেরা কোন প্রকারে স্বর্গীয় রাজ্য পাইতে পারে না, এমন সকল বিষয়ের যে কথোপকথন সেটা সেই প্রকার লোক হইতেই রহিত হইয়াছে।

*বিশ্বাসী কহিল, মহাশয়ের অনুমতি পাইলে আমি ঐ কথা বলিতে পারি, এই সকল পারমার্থিক বিষয়ের জ্ঞান কেবল ঈশ্বরদত্ত, ফলতঃ কাহারো পরিশ্রমেতে জন্মে না, ও কেবল কথাবার্ত্তা দ্বারাও হইতে পারে না।

*বহুভাষী কহিল, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে জানি, যেহেতুক স্বর্গহইতে দত্ত না হইলে মানুষেরা কোন কিছুই পাইতে পারে না; সকলি তাঁহার অনুগ্রহেতে হয়, কর্ম্মহইতে কিছুই নয়, এ কথা দৃঢ় করণার্থে আমি ধর্ম্মপুস্তকহইতে শত২ প্রমাণ দিতে পারি।

*বিশ্বাসী কহিল, এখন আমরা যে কথা ধরিয়া কথোপকথন করিব সে বাক্য কি হইবে?

বহুভাষী কহিল, তুমি যে কথা ধরিয়া কহিতে চাহ তাহা বল, তাহাতে যদি আমাদিগের হিত জন্মে তবে স্বর্গীয়বিষয়ে কি পার্থিববিষয়ে, কিম্বা নীতিবিষয়ে অথবা

মঙ্গল সমাচারবিষয়ে, কিম্বা ধর্ম্মবিষয়ে কিম্বা অধর্ম্মবি- ষয়ে, এবং ভূতবিষয়ে কিভবিষ্যদ্বিষয়ে, আর প্রকাশিত বিষয়ে কি অপ্রকাশিতবিষয়ে, আর আপন বিষয়ে কি পরবিষয়েই বা হউক সে কথোপকথন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

ঐ কথা শুনিয়া * বিশ্বাসী চমৎকৃত হইয়া একাকী যাই- তেছিল যে * খ্রীষ্টীয়ান তাহার নিকটে গিয়া ধীরে ২ তা- হাকে কহিল, দেখ, আমরা কেমন এক জন চমৎকৃত সঙ্গী পাইয়াছি! ঐ ব্যক্তি আমাদিগের বিলক্ষণ সহযা- ত্রিক হইবে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, শুন, তুমি যাহার কথাতে এমত্ সন্তুষ্ট হইয়াছ ঐ ব্যক্তিকে যাহারা না জানে এমন বিংশতি জনকে ভুলাইতে সে পারক্।

* বিশ্বাসী কহিল, তবে কি তুমি তাহাকে চিন?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে যেমন আপনাকে চিনে তাহা অপেক্ষাও অধিক আমি তাহাকে চিনি।

* বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, তবে সে কেটা?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে আমাদিগের নগরবাসী তাহার নাম * বহুভাষী, তুমি তাহার প্রতিবাসী হইয়াও তাহাকে চিন না এতো বড় আশ্চর্য্য, কিন্তু এমন হইতেও পারে কেননা আমাদের নগর অতি বৃহৎ প্রযুক্ত সকলে সক- লকে চিনে না।

* বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, তবে সে কাহার পুত্র, এবং নগ- রের মধ্যে কোন পাড়াতে বসতি করে?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে * সুভাষী নামকের পুত্র, এবং

*গল্প নামক গলিতে বাস করিত। আর যত লোক তাহাকে চিনে তাহাদের মধ্যে সে *গল্পগলির *বহুভাষী নামে প্রসিদ্ধ হয়; সে সুবক্তা বটে, কিন্তু সুধার্ম্মিক নয়। তাহাতে বিশ্বাসী কহিল, তাহাকে এক প্রকার শুমনুষ্য মত দেখা যায়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, যাহারা তাহাকে ভাল রূপে চিনে না তাহাদের কাছে সে অতি সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে আপন গৃহে অতি কদাকার। তুমি তাহাকে ভাল মানুষ কহাতে আমি এক চিত্রকরের কর্ম্ম দেখিয়া যাহা বিচার করিয়াছিলাম তাহাই এখন আমার মনে পড়িল, ঐ চিত্রকরের ছবি যত দূরহইতে দেখা যায় তত অধিক সুন্দর দেখায়, কিন্তু নিকটে আইলে অতি কদাকার বোধ হয়, অতএব ঐ ব্যক্তিকেও তাহারি মত জানিবা।

*বিশ্বাসী কহিল, তুমি যখন আমার ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলা, তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম যে তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি হাসিয়াছিলাম সে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর এমন না করুন যে আমি ঐ বিষয়ের বিদ্রূপ করি কিম্বা অযথার্থরূপে কাহারো প্রতি অপবাদ করি। সে যাহা হউক, ঐ ব্যক্তির যে রূপ চরিত্র তাহা এ স্থানে তোমার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া বলি, শুন। ঐ ব্যক্তি সকলের সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার আলাপে ও সকল বিষয়ের কথোপকথনে পারক। তোমার সহিত এখন যেমন কথা-বার্ত্তা কহিল তেমনি শুণ্ডিকালয়ে বসিয়াও কহিতে পারে, এবং তাহাতে যত মদ্যপান করে তত এবিষয়ের কথা-বার্ত্তা তাহার মুখহইতে অধিক নির্গত হয়, কিন্তু ধর্ম্ম যে

এক বিষয় সে তাহার অন্তঃকরণে কিম্বা তাহার গৃহে কিছু মাত্র স্থান পায় না, তবে যাহা কিছু দেখিতেছ, সে কেবল তাহার কথায় জাঁকজমক মাত্র।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, তুমি তাহার বিষয়ে যে রূপ কহিতেছ তাহা যদি সত্য হয় তবে আমি তাহার বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি সে বিষয়ের ভ্রান্ত হইয়াছ তাহাতে সন্দেহ কি আছে? কেননা তুমি নীতি বাক্য স্মরণ করিয়া দেখ, তাহাতে কথিত আছে তাহারা বলে অথচ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের যে রাজ্য সে বাক্য মাত্রেই না হইয়া পরাক্রমেতে ও হয়; অতএব আমি বিলক্ষণরূপে জানি, ঐ * বহুভাষি প্রার্থনাবিষয়ে ও পরামননবিষয়ে ও ভক্তিবিষয়ে এবং নূতন জন্মবিষয়ে অনেক২ উত্তম কথা কহিতে পারে; কিন্তু সে কথা মাত্র সার, কেননা আমি তাহার ঘরেতে গিয়া দেখিয়াছি তাহা কেবল নয়, বাহিরে ও তাহাকে দেখিয়াছি। তাহার ঘরে প্রার্থনা নাই, এবং পাপনিমিত্তে অনুতাপের চিহ্নও নাই; অতএব আমি যাহা কহিতেছি সে সত্য, যেমন ডিম্বের শুক্লাংশেতে আস্বাদ নাই, তেমনি তাহার গৃহ ধর্ম্মরহিত জানিবা। দেখ, পশু জাতীয়েরাও তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সেবা ভালরূপে করে। অধিক কি বলিব, যাহারা তাহার চরিত্র জানে তাহাদের প্রতি তাহার ধর্ম্ম কেবল কলঙ্ক এবং বিদ্রূপ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে; অতএব সে গ্রামের যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে তাহার নিমিত্তে ধর্ম্মের প্রশংসা ও কেহ করে না, বিশেষতঃ সা-

মান্য লোকেরাও তাহার বিষয়ে এই কথা কহে, সে ব্যক্তি বাহিরে অতি ধার্ম্মিকের মত বটে, কিন্তু আপন গৃহে শয়তান তুল্য। আর এই সকল কথা যে সত্য ইহা তাহার দীনহীন পরিবারেরা ও জানিয়াছে, কেননা সে আপন দাসের প্রতিও এমন অন্যায় আচরণ করে ও অপবাদ দেয় যে তাহারা তাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করিবে এবং কি কথা কহিবে তাহা স্থির করিতে পারে না। আর যাহারা তাহার সহিত ব্যবহার করিয়াছে তাহারা বলে, ইহার অপেক্ষা বরং তুর্ক জাতীয়ের সহিত ব্যবহার করা ভাল, কেননা তাহাদের কাছে বরং কখন২ ন্যায় পাইতে পারা যায়। আর ঐ ব্যক্তি যদি যোগ পায় তবে ঐ তুর্ক জাতীয়দিগকেও বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে। আর তাহার সন্তানদিগকে সে আপন সদৃশ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাতে যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও অনর্থক ভীত হইতে দেখে, অর্থাৎ নমুমন পাইবার প্রথমাবস্থা দেখে, তবে তাহাকে কহে এটা বড় ভীত এবং ক্ষিপ্ত, ইহা বলিয়া তাহাকে কখনও কোন কার্য্যের ভার ও কর্ম্ম দেয় না, এবং অন্যের সাক্ষাতে তাহাদিগকেও ভাল বলে না। সে যাহা হউক, আমার বোধ হয় ঐ ব্যক্তির অসদ্ব্যবহার দ্বারা অনেক লোক উছোট খাইয়া পতিত হইয়াছে, এবং এখনও যদি ঈশ্বর তাহা নিবারণ না করেন তবে সে আরো অনেকের প্রাণনাশের প্রতি হেতু হইবে।

* বিশ্বাসী কহিল, ওহে ভাই, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় করা উচিত, কেননা তুমি কহিতেছ আমি তাহাকে

চিনি এনিমিত্তে কেবল নয়, কিন্তু তুমি যে সত্য * খ্রীষ্টীয়ানের মতানুসারে মনুষ্যদিগের বর্ণনা করিতেছ তাহার নিমিত্তেও বটে। আর তুমি যে তাহার হিংসার নিমিত্তে এই বিষয় কহিতেছ, এমনও আমার কখন বোধ হয় না, বরং তুমি যে রূপ কহিতেছ ইহাই হইতে পারে আমার এমন জ্ঞান হইতেছে।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি তাহাকে যেমন চিনিয়াছ, তাহার অধিক যদি আমি তাহাকে না চিনিতাম, তবে প্রথমে তুমি তাহার বিষয়ে যেমন জ্ঞান করিয়াছিলা তেমনি আমিও জ্ঞান করিতাম। আর যাহারা ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ের শত্রু কেবল তাহাদিগহইতে যদ্যপি ঐ সকল সমাচার পাইতাম, তবে তাহা পরহিংসার ন্যায় বোধ করিতাম, কেননা মন্দ লোকের মুখহইতে ভাল মানুষ-দিগের অখ্যাতি জন্মে এমন বাক্য প্রসিদ্ধ বটে। কিন্তু সেই সকল বিষয় এবং এইরূপ মন্দ বিষয় যাহা আমি জানি সে সকলেতে সে ব্যক্তি দোষী,ইহা আমি সপ্রমাণ করিতে পারি। তাহা ছাড়াও যাহারা তাহাকে চিনে এমন ভদ্র লোক সমূহের মধ্যে যদি তাহার নাম উপস্থিত করা যায় তবে সকলেই লজ্জিত হয়, এ কারণ কেহ তাহাকে ভ্রাতা কি বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না।

ঐ কথা শুনিয়া * বিশ্বাসী কহিল, ভাল, আমি দেখি-তেছি, কহা এবং করা এই দুই ভিন্ন বিষয় বটে; এবং ইহার পরে তাহা আমি ভাল রূপে বুঝিতে পারিব।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে দুই স্বতন্ত্র২ বিষয় বটে, যেমন শরীর ও প্রাণ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, তেমনি সে দুই ভিন্ন২

হইলে ও যেমন প্রাণহীন শরীর মৃত দেহ মাত্র, তেমনি কথা যদি কার্য্যরহিত হয় তবে সেও মৃত দেহ মাত্র। ধর্ম্মের প্রধানাংশ হইয়াছে আচরণ,অতএব দুঃখের সময়ে পিতৃহীনদিগকে এবং বিধবাদিগকে তত্ত্বাবধারন করা এবং সংসারের কলঙ্কহইতে আপনাকে রক্ষা করা ঈশ্বরের গোচরে ইহাই শুদ্ধ এবং প্রকৃত ধর্ম্ম। এ বিষয় * বহুভাষী জানে না এ কারণ সে বোধ করে, যে শ্রবণ ও কথন এই দুই বিষয়ে যাহার সামর্থ্য আছে, সেই উত্তম * খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারে; এই রূপে আপনার প্রাণকে ভুলায়। কিন্তু শ্রবণ যে সে এক প্রকার বীজ বুননের ন্যায়, ঐ বীজহইতে অন্তঃকরণে ও আচরণে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ কেবল বাক্যদ্বারা হইতে পারে না। আমরা ও এ বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারি, যে বিচারদিনে বিচারকর্ত্তা মনুষ্যদিগের আপন ২ কর্ম্মানুসারে বিচার করিবেন, এবং তোমরা বিশ্বাস করিয়াছিলা কি না,এমত কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমরা কর্ম্ম করিয়াছিলা কি না, ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন, আর তদনুসারি তাহাদের প্রতিফল দিবেন। এ কারণ জগতের শেষকে শস্য কাটনের সময়ের সহিত তুলনা দেওয়া গিয়াছে। কেননা তুমি জান, যে শস্য কাটনের সময়ে কেবল ফলের অপেক্ষা করে তত্রাপি বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায় নাই তাহাও গ্রাহ্য হইবে; এই অভিপ্রায়ে আমি এই প্রকার কহিয়াছি তাহা নয়, কিন্তু বিচারদিনে * বহুভাষির ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে তুচ্ছীকৃত হইবেএই অভিপ্রায়ে কহিয়াছি।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, এই কথা উপস্থিত হও-

য়াতে * মুসা যে চিহ্নদ্বারা পবিত্র জন্তুর বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা এখন আমার মনে পড়িল; সে কথা এই, যে জন্তু দুই খণ্ড ক্ষুর বিশিষ্ট এবং জাওর কাটে সে পবিত্র, কিন্তু জাওর কাটে অথচ দুই খণ্ড ক্ষুর বিশিষ্ট নহে এমন জন্তু পবিত্র হইতে পারে না তাহার সাক্ষী দেখ, শশক অপবিত্র, কেননা সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুর দুই ভাগ নহে, অতএব আমি * বহুভাষিকে তেমনি দেখিতেছি। কারণ সে জাওর কাটে অর্থাৎ জ্ঞানের চেষ্টায় ফিরে, এবং জাওর স্বরূপ যে বাক্য তাহাও চর্ব্বণ করে, কিন্তু দুই খণ্ড ক্ষুর বিশিষ্ট না হওয়াতে, অর্থাৎ পাপিদের পথহইতে স্বতন্তর না হওয়াতে সে কুক্কুরের কিম্বা ভল্লূকের তুল্য পাদবিশিষ্ট শশকের ন্যায় হইয়াছে, অতএব সে অপবিত্র।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ বোধ হয়, তুমি যথাবিধি ঐ কথার অর্থ করিয়াছ। ভাল, * পৌল ঐ রূপ প্রগল্ভ বাচালদিগের বিষয়ে যাহা কহিয়াছে, তাহারা এক প্রকার শব্দকারি ভেরী ও কাংস্যকরতালী স্বরূপ, আমিও সে কথা কহি; এবং আরও এক স্থানে ঐ রূপ কহিয়াছেন, তাহারা শব্দকারি জীবরহিত বস্তু অর্থাৎ সত্য বিশ্বাস ও সুসমাচারের অনুগ্রহ রহিত বস্তু; অতএব যদ্যপি তাহারা স্বর্গীয় দূতদিগের ভাষা কহিতে পারে তথাপি স্বর্গীয় রাজ্যেতে জীবনাধিকারি লোকদের সহিত কোন প্রকারে বাস করিতে পাইবে না।

তখন * বিশ্বাসী কহিল, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রথমে যেমন সন্তুষ্ট ছিলাম, এখন তাহা

অপেক্ষাও অধিক বিরক্ত হইলাম, অতএব সংপ্রতি আমরা কি প্রকারে তাহার সঙ্গ ছাড়াইতে পারি?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি যদি আমার পরামর্শ শুন, এবং তদনুসারে কর্ম্ম কর, আর যদি ঈশ্বর তাহার মন আকর্ষণ করিয়া না ফিরান, তবে সে তোমার সহিত আলাপ করিতে বিরক্ত হইবে, ইহা তুমি অতিশীঘ্র জানিতে পারিবা।

তখন * বিশ্বাসী কহিল, তবে আমি কি করিব, তোমার পরামর্শ বল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল.আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি,তুমি পুনর্ব্বার তাহার কাছে গিয়া ধর্ম্মবিষয়ের গুরুতর একটা প্রসঙ্গ উপস্থিত কর.তাহাতে সে ঐ প্রসঙ্গে সম্মত হইবে ইহার সন্দেহ নাই; এই রূপ সম্মত হইলে পর ঐ বিষয় তোমার অন্তঃকরণে ও গৃহে এবং কথোপকথনে প্রধান কল্প কি না, ইহা তাহাকে স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা কর।

এই রূপ মন্ত্রণা পাইয়া * বিশ্বাসী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া * বহুভাষিকে কহিল, আইস ভাই, এখন কেমন আছ?

* বহুভাষী কহিল, তোমার অনুগ্রহে আমি ভাল আছি; আমি ভাবিতেছিলাম, এতক্ষণ একত্র থাকিলে আমাদের অনেক২ কথাবার্ত্তা হইতে পারিত।

* বিশ্বাসী কহিল, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে এইক্ষণেই কেন তাহা হউক না? তুমি আগে আমাকে প্রশ্ন করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলা. এই জন্যে আমি এই প্রশ্ন

করি, পরমেশ্বরের ত্রাণদায়ক অনুগ্রহ মনুষ্যের মনেতে প্রবেশ করিয়া, কি প্রকারে প্রকাশ পায়?

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, এই প্রশ্নের দ্বারা ধর্ম্মের ফলের বিষয়ে কথা কহিতে হয় ইহা আমার ভাল বোধ হয়, তুমি যদি ইহা জিজ্ঞাসিলা, তবে ইহাই অতি উত্তম প্রশ্ন, আমিও ইহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব সংক্ষেপে আমার উত্তর শুনিতে আজ্ঞা হউক। প্রথমতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদ্বারা পাপের বিরুদ্ধে মনুষ্যেতে বড় কলহ জন্মে; দ্বিতীয়তঃ।

ঐ অবকাশে * বিশ্বাসী কহিল, এমন নয়, কিঞ্চিৎকাল স্থির হও, আমরা এক ২ করিয়া কথার বিবেচনা করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনের মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইলে মন তাহা ঘৃণা করে, আমার বোধ হয় তুমি এমত কহিলে বরং ভাল হইত।

* বহুভাষী জিজ্ঞাসিল কেন? পাপের বিরুদ্ধে কথা কহন আর পাপকে ঘৃণা করণ এ দুইয়েতে প্রভেদ কি?

* বিশ্বাসী কহিল, আঃ অতি বড় ভেদ আছে; কেননা মানুষেরা ছল করিয়া পাপের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম স্বভাব না পাইয়া কখন পাপেতে ঘৃণা করিতে পারে না। যাহারা অন্তঃকরণে ও বাটীর মধ্যে এবং কথোপকথনে পাপ ভাল বাসে তাহারাই বেদির উপরে বসিয়া পাপের বিরুদ্ধে কথা কহে, এমন কতশত লোককে দেখিয়াছি, এবং দেখাইতে পারি। সম্প্রতি দেখ। যুষফের কর্ত্রী তাহার সহিত ব্যভিচার করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেও সে উচ্চৈস্বরে

চেঁচাইয়া আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠারূপে লোকদিগকে প্রবোধ জন্মাইল। তদ্ভিন্ন আরো কহি, যেমন কোন২ স্ত্রীলোক আপন কোলের বালকের সহিত কলহ করিয়া তাহাকে ভণ্ড দুষ্ট প্রভৃতি বলে, কিন্তু আরবার তখনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বনাদি করে, তেমনি কোন২ ব্যক্তিও পাপের প্রতি ব্যবহার করে।

* বহুভাষী তাহা শুনিয়া কহিল, আমার বোধ হয় তুমি কথার ছল ধরিতেছ।

* বিশ্বাসী কহিল, না, আমি কেবল ঐ সকল বিষয়ে যথার্থ প্রবোধ জন্মাইতে ইচ্ছা করি। ভাল সে যাহা হউক, মনের মধ্যে যে অনুগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রমাণের জন্যে দ্বিতীয় কথা কি বল?

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, সুসমাচারের আশ্চর্য্য বিষয়ে যে জ্ঞান তাহা ঐ অনুগ্রহের কার্য্য আরম্ভের এক লক্ষণ।

* বিশ্বাসী কহিল, আগে তোমার ঐ লক্ষণ কহা উচিত ছিল। ভাল, প্রথমে কহ বা শেষেই কহ, সে দুই মিথ্যা কেননা অন্তঃকরণে অনুগ্রহ কার্য্যের লেশ মাত্র না থাকিলেও কোন২ মনুষ্য সুসমাচারের আশ্চর্য্য বিষয়ে অতিশয় জ্ঞানবান্ হয়। আর সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইয়াও যদি পরমেশ্বরেতে প্রেম ও ভক্তিরহিত হয় তবে সে কোন প্রকারে ঈশ্বরের সন্তানরূপে বিখ্যাত হইতে পারে না। দেখ, যখন খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন তোমরা এই সকল বিষয় জান কি না? তাহাতে শিষ্যেরা কহিল, হাঁ প্রভো জানি; তখন তিনি কহিলেন' যদি সেই রূপ কর্ম্ম

কর তবে তোমরা ধন্য। অতএব তিনি জানাতে ধন্যবাদ না দিয়া কেবল কর্ম্ম করাতে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রিয়া রহিত এক প্রকার জ্ঞান আছে, ইহাতেই আমরা নিশ্চয় জানি। যে ব্যক্তি আপন কর্ত্তার আজ্ঞা জানিয়াও সেরুপ কর্ম্ম করে না সে নানা প্রকার প্রহারদ্বারা অবশ্য নিগ্রহ পাইবে। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যেরা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় জ্ঞানবান হইতে পারে, কিন্তু কেবল তাহাতেই *খ্রীষ্টীয়ান হয় না। অতএব তোমার সে বিষয়ের দৃষ্টান্ত সত্য হইল না। কার্য্যহীন জ্ঞানে বাচাল ও অহঙ্কারিগণ সন্তুষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে তুষ্ট না হইয়া আচরণেতেই তুষ্ট হন। কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে পারে এমন নয়, অবশ্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে। জ্ঞান নিস্ফল ও সফল দুই প্রকার আছে। সফল জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিতে লোকদের মনে প্রবৃত্তি জন্মায়। ইহার প্রথম যে জ্ঞান কহিলাম সে কেবল বাচালদিগকে পরিতোষ করে, কিন্তু অন্য যে জ্ঞান তাহা না পাইলে সত্য * খ্রীষ্টিয়ান কখনো সন্তুষ্ট হয় না, এবং তাহার প্রার্থনা এই, হে ঈশ্বর, আমাকে জ্ঞান দেও তবে তোমার শাস্ত্র মানিব, এবং সকল অন্তঃকরণের সহিত তাহা প্রতিপালন করিব।

* বহুভাষী কহিল, তুমি আরবার কথার পেঁচ ধরিয়াছ, কিন্তু এ বিষয়ে পরস্পর হিত জন্মিতে পারিবে না।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয় তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কি প্রকারে প্রকাশ পায় তাহার অন্য একটা লক্ষণ দেখাও।

তাহাতে * বহুভাষী কহিল, না, আমিতো তাহা পারিব না, কেননা সে বিষয়ে আমাদের পরস্পর কখন ঐক্য হইতে পারিবে না ইহা আমি জানি।

* বিশ্বাসী কহিল, ভাল, তুমি যদি না দেখাও তবে আমাকে দেখাইতে বল।

* বহুভাষী কহিল, সে তোমর ইচ্ছা।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিতে লাগিল, তবে আমি কহি, শুন। যাহার মনের মধ্যে অনুগ্রহের কার্য্য সফল হইয়াছে তাহার প্রতি কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি লোকের প্রতি প্রকাশ পাইবে; বিশেষতঃ যাহার মনে ঐ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে তাহার প্রতি এই রূপ দেখায়, তদ্দ্বারা পাপকে মন্দ বোধ হয় ও পাপদ্বারা আপন স্বভাব সর্ব্ব প্রকারে নষ্ট হইয়াছে এমন বোধ হয়, এবং ভক্তিহীন হওয়া যে বড় পাপ আর য়িশুখ্রীষ্টেতে প্রত্যয়দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তি না হইলে যে নিশ্চয় শাপগ্রস্ত হইতে হয় এমন বোধ হয়। এই রূপে জ্ঞানোদয় হইলে পাপবিষয়ে ঐ ব্যক্তির খেদ, এবং লজ্জার উৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন সে আরো দেখে, যে কেবল * য়িশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তা, আর তাঁহার আশ্রয় না করিলে অন্য কোন রক্ষা নাই, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে পর সে ব্যক্তিতে * খ্রীষ্টের প্রতি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ঐ প্রকার ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের অঙ্গীকার প্রকাশিত আছে; অতএব তাহার পরে তারকের প্রতি তাহার যেমন ভক্তির উন্নতি কিম্বা অল্পতা তদনুসারে তাহার আনন্দ ও শান্তি ও ধর্ম্মের প্রতি স্নেহ; এবং তারকবিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধিতে এবং তাঁ-

হার সেবা করিতে উত্তরোত্তর তাহার বাঞ্ছা বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনুগ্রহের কার্য্য যে ঐ ব্যক্তিতে আপনাকে এইরূপ দেখায় সে বিষয়ে আমি যাহা কহিয়াছি তাহা সত্য হইলেও তথাপি সে ব্যক্তি তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে না; যেহেতুক এই জগতে তাহাদের কু স্বভাব ও কুবুদ্ধি প্রযুক্ত সে সেই বিষয়ে ভালরূপে নিশ্চয় করিতে অসমর্থ, অতএব ঐ কার্য্য যে অনুগ্রহ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে তাহার সদ্বিবেচনার আবশ্যকতা আছে।

যাহার মনে অনুগ্রহের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে তাহার নিকটবর্ত্তি লোকের প্রতি সে কার্য্য প্রথমতঃ এমত প্রকাশ পায়, যে সে ব্যক্তি মন দিয়া * খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে ও লোকের কাছে আপন মুখে তাহা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ স্বীকার করিলে পর ধর্ম্মাচরণদ্বারা, এবং মনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্থাপন করণদ্বারা, আর যদিও তাহার পরিবার থাকে তবে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রতিপালনদ্বারা। এবং জগতের সকল লোকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ের কথোপকথনদ্বারা সে কার্য্য প্রকাশিত হয়; অতএব তাহাতে এরূপ অনুগ্রহের কার্য্য আরব্ধ হইলে সে সুতরাং অন্তঃকরণের সহিত পাপকে ঘৃণা করে, এবং পাপের জন্যে আপনাকেও ঘৃণা করে, এবং পরিবারের মধ্যে পাপ দমনের নিমিত্তে ও জগতের মধ্যে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে সে সম্যক্ ইচ্ছাপূর্ব্বক সচেষ্ট হয়। আর ঐ সকল ইচ্ছা এবং চেষ্টা যে সে ব্যক্তি * কাল্পনিক ও * বহুভাষি ব্যক্তির মত কেবল কথাদ্বারাই বৃদ্ধি করে তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বর বাক্যের পরাক্রমের প্রতি ভক্তি রাখিয়া ও

প্রেমেতে ঈশ্বরের বশিভূত হইয়া বৃদ্ধি করে। অতএব মানুষের অন্তঃকরণে অনুগ্রহের কার্য্য কি রূপে আরব্ধ হয়, আর কি রূপেই মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রথমতঃ দৃষ্ট হয়, এ বিষয়ে আমি সংক্ষেপে যে বর্ণনা করিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে যদি তোমার কিছু কথা থাকে তবে বল। আর যদি না থাকে তবে আমাকে অন্য এক প্রশ্ন করিতে অনুমতি কর।

তাহাতে *বহুভাষী কহিল, আমার কোন কথা নাই থাকিলেও তোমার বাক্যের বিপরীতে কথা কহা আমার উচিত হয় না, কেননা তোমার কথা শুনা আমার কার্য্য বটে, অতএব আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন্।

*বিশ্বাসী কহিল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি প্রথম যে প্রশ্ন করিয়াছি এখন এই সকল কথাতে তাহার উত্তম হইয়াছে কি না? এবং ঐ কথা তোমার আচরণ ও কথোপকথন বিষয়ে প্রমাণ দেয় কি না? কিন্তু তোমার ধর্ম্ম কেবল কথার সত্যতায় ও আচরণে নয় এ বিষয়ে তুমি যদি আমার কথার উত্তর দেও তবে ইহা বিনতি করি, ঈশ্বর যাহাতে সায় দিবেন, এবং যে কথাতে তোমার মন তোমাকে যথার্থিক করিবেন তদ্ভিন্ন অন্য কিছু কহিও না। কেননা যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে সে প্রশংশিত নয় জানিবা। তদ্ভিন্ন আমি এমন কি তেমন ইহা যদ্যপি আমি কহি, আর আমি মিথ্যাবাদী এই কথা যদি প্রতিবাসি লোক প্রকাশ করে, তবে সেটা বড় দোষের বিষয়।

ঐ কথা শুনিয়া *বহুভাষী বড় লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু কিছু পরেতেই পূর্ব্ববৎ হইয়া *খ্রীষ্টীয়ানের প্রতি উত্তর

করিল, তুমি এখন ধর্ম্মে নৈপুণ্য বিষয়ের ও মনের বৈরাগ্য বিষয়ের এবং ঈশ্বর বিষয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিতেছ, তাহতে ঐ কথা যথার্থরূপ কহিবার জন্যে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতেছ, অতএব এরূপ কথাবার্ত্তা আমি তোমার কাছে শুনিতে চাহি না, এবং এ প্রকার প্রশ্নের উত্তর করিতেও আমি বড় একটা সচেষ্ট নহি। ইহাতে তুমি যদি আপনাকে আমার উপদেশকর্ত্তা রূপে না মান তবে সে বিষয়ের উত্তর দিতে আমি দোষী নহি, আর যদ্যপি তুমি আপনাকে আমার উপদেশকর্ত্তা মান তথাপি তুমি আমার কথার বিচারকর্ত্তা হও এ বিষয়ে আমি অবহেলা করিতে পারি; সে যাহা হউক আমি তোমাকে এই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার নিকটে এমত প্রশ্ন কেন কর?

তাহাতে *বিশ্বাসী উত্তর করিল, তুমি বড় বাচাল এবং তোমার কথামাত্র আর কিছুই সার নাই, ইহা অনুমান করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, তোমার ধর্ম্ম কথামাত্র, এবং তোমার কথাতে তোমার ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, ইহা অন্য লোকের কাছে শুনিয়াছি, এবং লোকেরা আরো কহে, তুমি *খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ এবং তোমার কদাচার বাক্য ধর্ম্মের অসীম মহিমার হানি জন্মায়; আর তাহারা কহে, তোমার কুৎসিত আচারেতে অনেকে আছাড় খাইয়াছে, তাহাতে অনেকের প্রাণনাশের উপলক্ষণ হইয়াছে। অতএব নিশ্চয় জানিও, শুণ্ডিকালয়ে গমন, ও লোভ, ও কদাচার, ও কদাচারিদিগের

সহিত সর্ব্বদা আলাপ, এবং ঈশ্বরের নাম লইয়া নিরর্থক দিব্য করা, এবং মিথ্যা কথা ইত্যাদি তোমার ধর্ম্ম। উপদেশক গ্রন্থে বেশ্যার বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা তোমার বিষয়ে সত্য, বেশ্যারা যেমন সতী স্ত্রীদিগের লজ্জাস্পদ হয় তেমনি তুমিও সকল ধর্ম্মাচারিদিগের লজ্জার বিষয় হইতেছ।

তাহাতে * বহুভাষী * খ্রীষ্টিয়ানকে কহিল, তুমি এইরূপ পরের কথা শুনিয়া হঠাৎ সে বিষয়ের বিবেচনা করিতেছ, ইহাতে তুমি ক্রোধী ও অসন্তুষ্ট ও আলাপের অযোগ্য ইহা নিশ্চয় জানিলাম, অতএব এখন আমি বিদায় হই।

এই রূপে * বহুভাষী বিদায় হইলে পর * খ্রীষ্টিয়ান * বিশ্বাসির নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, দেখ, আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। তোমার কথা আর তাহার লোভ উভয়ের কখন মিলন হইতে পারে না, সে বরং তোমাকে ত্যাগ করিতে সন্তুষ্ট তথাপি আপন কদাচার ছাড়িতে পারে না; কিন্তু সে যাহা হউক আমি যেমন কহিয়াছিলাম তেমনি সে গিয়াছে যাউক, সে ব্যক্তি যাহা হারাইয়াছে সে তাহারি হারি, কেননা সে যদি না যাইত তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের যাইতে হইত; অতএব সে আমাদের ঐ দুঃখ ঘুচাইয়াছে যেহেতুক সে যেরূপ লোক তদ্রূপে যদি থাকিত তবে আমাদের লজ্জাস্পদ হইত, কিন্তু এক্ষণে সে গিয়াছে ভালই হইয়াছে, কেননা * পৌল কহিয়াছেন, ঐ প্রকার লোকহইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখ।

* তাহাতে বিশ্বাসী কহিল, তাহার সহিত কিছু কথোপ-কথন করাতে আমার বড় আহ্লাদ হইতেছে, কেননা বোধ হয় এমন হইলেও হইতে পারে ঐ ব্যক্তি ঐ সকল বিষয় পুনর্ব্বার চিন্তা করিবে, সে যাহা হউক; কিন্তু আমি তাহার সহিত স্পষ্ট রূপে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি সে বড় ভাল হইয়াছে, কেননা পরে যদি তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে তবে সে বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ হইয়া থাকিব।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান * বিশ্বাসিকে কহিল, হাঁ তুমি তাহার সহিত এরূপ স্পষ্ট কথা কহাতে উত্তম করিয়াছ, কেননা এক্ষণকার লোকের মধ্যে, কাহার সহিত স্পষ্ট রূপে কথা-বার্ত্তা কহে এমন একটি লোক পাওয়া দুর্লভ। দেখ না কেন ধর্ম্ম এক পদার্থ সে সকলেরি হাস্যাস্পদের বিষয় হইয়াছে, যে হেতুক যাহারা ধর্ম্মযাত্রা করে তাহাদের অনেকে কেবল ঐ প্রকার উন্মত্ত বাচালের ন্যায়, এবং তাহাদের ধর্ম্ম ও কথাতে মাত্র। আর তাহারা পরস্পর কথোপকথনেতে কুভাষী হইলেও ধাম্মিক লোকদের মধ্যে গণিত হওয়াতে জগতের লোকদিগের ভ্রম জন্মায়, এবং সদাচারি লোকদিগের দুঃখের কারণ হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের নামে কলঙ্ক জন্মায়। সে যাহা হউক, তুমি যেমন * বহু-ভাষির সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিয়াছ তেমনি সকলেই অন্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহে, এমন আমার বাঞ্ছা; কেননা তাহা করিলে তাহারা ধার্ম্মিকদের সহিত আলাপ করিতে অধিক সমর্থ হইবে, নতুবা ধার্ম্মিকদের সঙ্গে আলাপ করা তাহাদের অসহ্য হইবে, এই কথা কহিয়া * খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে লাগিল।

ছুষ্টি করি দেখি কেমন * বহুভাষী।
কথায় ২ মল্‌সাট্‌ মারিতেছ আসি॥
অতিশয় প্রগল্‌ভ রূপেতে বাক্য কহে।
তবাৎ লোকেরে আপন বশে রাখিতে চাহে॥
বিশ্বাসী যে সময়ে আপন হৃদয়ে।
অনুগ্রহের কার্য্য সঙ্গি হওন বিষয়ে॥
তাহার সহিত যখন করিল সম্ভাষ।
কৃষ্ণশশি তুল্য হইল তার দর্পহ্রাস॥

এই শ্লোক গান করিলে পর * খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী উভয়ে পরস্পর কথোপপথন করিতে ২ যাত্রা করিল, কিন্তু যদ্যপি তাহারা এই রূপ কথাবার্ত্তা কহিতে ২ না যাইত তবে বোধ হয় ঐ পথে তাহাদের বড় কষ্ট হইত, কেননা তাহারা নিবীড় বনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই রূপে তাহারা দুই জনে যখন প্রায় সকল বন উত্তীর্ণ হইল এমন সময়ে * বিশ্বাসী হঠাৎ পশ্চৎদিগে দৃষ্টি করাতে আপন নিকটে এক জন লোককে আসিতে দেখিয়া তাহাকে চিনিলেও * খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসিল ওহে ভাই, ঐ স্থানহইতে আসিতেছে উনি কেটা? তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, উনি * মঙ্গলব্যঞ্জক নামে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু। তখন * বিশ্বাসী কহিল, উনি আমার ও প্রিয়তম বন্ধু, কেননা উনি আমাকে দ্বারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই রূপে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল ইতোমধ্যে * মঙ্গলব্যঞ্জক আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

পরে *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিল, হে প্রিয়তমেরা, তোমাদের মঙ্গল হউক, এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে তাহারও মঙ্গল হউক।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে প্রিয়তম, মঙ্গলব্যঞ্জক, তুমি আমার চিরমঙ্গলের নিমিত্তে পূর্ব্বে যে দয়া ও শ্রম করিয়াছিলা তাহা তোমার দর্শনে আমার স্মরণ হইতেছে।

*বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয় বন্ধো *মঙ্গলব্যঞ্জক তোমার মঙ্গল সহস্র২ বার হউক, কেননা দীন হীন যাত্রিক যে আমরা আমাদের প্রতি তোমার দশন অতি প্রার্থনীয় হইতেছে।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক উত্তর করিল, হে বান্ধবেরা, তোমাদের সহিত আমার ছাড়া ছাড়ি হইলে পর পথের মধ্যে তোমাদের কি প্রকার গতি হইয়াছিল, এবং কি২ দেখিয়াছিলা, আর ব্যবহারই বা কি প্রকার করিয়া আসিয়াছ?

তাহাতে তাহাদের পথের মধ্যে যে২ ঘটনা হইয়াছিল, এবং যে২ রূপ কষ্ট পূর্ব্বক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সে সকল বিষয় তাহারা *মঙ্গলব্যঞ্জকক ভাঙ্গিয়া কহিল।

তাহা শুনিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিল, তোমরা পথিমধ্যে কষ্ট পাইয়াছিলা বটে, কিন্তু তাহা জয়ী হইয়া আসিয়াছ, এবং অতি দুর্ব্বল হইলেও আজিপর্য্যন্ত পথ ছাড়া হও নাই ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইতেছি।

আরো কহি, আমি আপন বিষয়ের জন্যে এবং তোমাদের জন্যেও অতি সন্তুষ্ট আছি, কেননা আমি বীজ

রোপণ করিয়াছি তোমরা তাহা সফল রূপে ফসল কাটিয়াছ; কিন্তু এইক্ষণে যদি কিছু ধৈর্য্য কর তবে যে দিনেতে বপন কর্ত্তা ও শস্যচ্ছেদক উভয়ে এক কালে আহ্লাদিত হইবে এমন সেই দিন আসিতেছে; অতএব তোমরা যদি শ্রান্ত না হও তবে তোমরা উপযুক্ত কালেতে ফসল কাটিবার জন্যে, এবং তোমাদের সম্মুখে যে অক্ষয় মুকুট আছে তাহা পাইবার জন্যে শীঘ্র গমন কর। কিন্তু দেখ, ঐ মুকুট পাইবার নিমিত্তে কেহ২ যাত্রা করে বটে, কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও তাহারা অন্য লোক-হইতে সে মুকুট হারায়; অতএব যাহা তোমাদের আছে তাহা শক্ত করিয়া ধর, যেন কেহ তোমাদের হইতে তাহা ভুলাইয়া হরণ না করে, যেহেতুক তোমরা এখনও শয়তানের তীরেরহইতে অগম্য নও, এবং পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রক্ত ব্যয় পর্য্যন্ত কখন বিপরীত কর্ম্ম কর নাই। অতএব সাবধান হও; তোমরা যে রাজ্য আক্রমণের নিমিত্তে যাইতেছ সেই রাজ্য যেন সর্ব্বদা তোমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে, এবং যে বিষয় অদৃশ্য তাহাতে যেন তোমাদের বিশ্বাস থাকে, এবং ভাবি জগৎ ভিন্ন কোন বিষয় যেন তোমাদিগের মন হরণ না করে, এবং সকল হইতে অধিক যে আপন অন্তঃকরণের বিষয়ে ও তাহার কুইচ্ছা বিষয়ে সাবধান হও, কেননা সে অতি দুষ্ট এবং তোমাদিগকে অনায়াসে ভুলাইতে পারে; অতএব তোমরা আপনাদিগের মুখ শক্ত করিয়া ভাবি জগতের প্রতি রাখ, তাহাতে স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ তাবৎ পরাক্রম তোমাদের সহায় হইবে।

অপর এইরূপ উপদেশ কথা শুনিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা এ প্রযুক্ত গমনীয় পথে কি২ ঘটনা হইবে, এবং সে দুর্ঘটনা হইতেই বা কি প্রকারে এড়াইতে এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, ইহার উপায় তিনি কহিতে পারেন, * খ্রীষ্টীয়ান নিতান্ত এমত বোধ করিয়া * মঙ্গলব্যঞ্জককে বিনতি করিয়া কহিল, আমাদিগের উপকারের নিমিত্তে অবশিষ্ট পথ গমনে অন্য২ উপদেশ কহিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানের এই প্রার্থনা বিষয়ে * বিশ্বাসী ও স্বীকৃত হইলে পর * মঙ্গলব্যঞ্জক এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিল।

হে আমার পুত্রগণ, স্বর্গীয় রাজ্যে অনেক২ কষ্ট পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইতে হয়, ইহা তোমরা মঙ্গল সমাচারের সত্য বাক্যদ্বারা জ্ঞাত থাকিবা, কিন্তু তদ্ভিন্ন ও প্রত্যেক নগরে বন্ধন ও দুঃখভোগাদি তোমাদের অপেক্ষা করিতেছে; অতএব সর্ব্বতোভাবে দুঃখাদি রহিত হইয়া যে গমন করিবা, তাহার আশাও করিতে পার না। কেননা তোমরা যে পথ দিযা যাইতেছ, তাহাতে আমার বাক্যের সত্যতা বিষয়ে কতক২ প্রমাণ পাইয়াছ, এবং কিছু বিলম্বে আরও অধিক পাইবা। এখন তোমরা অরণ্যহইতে প্রায় বাহির হইয়াছ বটে, কিন্তু এখানহইতে কিছু অগ্রসর হইলে পর যে নগর পাইবা সে স্থানে উপস্থিত হইলে এমন শত্রুহস্তে পতিত হইবা যে তাহারা তোমাদিগকে প্রাণের সহিত নষ্ট করিতে অনেক২ চেষ্টা পাইবে; আর এই একটি বিষয় জানিবা, তোমরা যে মতাবলম্বী হইয়াছ সে মতের সাক্ষ্য বিষয়ে তোমাদের মধ্যে এক

জনের কিম্বা দুই জনের নিজ রক্ত দিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে; অতএব তোমরা প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণে বিশ্বস্ত হও যেহে-তুক তাহাতে যুবরাজ তোমাদিগকে অনন্তজীবনরূপ মুকুট প্রদান করিবেন। আর যিনি সে স্থানে কাল প্রাপ্ত হই-বেন, তাহার সে মৃত্যু অতি অসঙ্গত ও অত্যন্ত যাতনা-বিশিষ্ট হইলেও তিনি যে আপন সহ যাত্রি অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হইয়া সকলের অগ্রে স্বর্গীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন, তাহা কেবল নয়, অবশিষ্ট পথে অন্য লোকেরা যে সকল দুঃখ কষ্টাদি পাইবে, তাহাহইতেও মুক্ত হইবেন। অতএব যখন তোমরা সেই নগরে উপস্থিত হইয়া আমার এই সকল কথা সত্য রূপ জানিবা, তখন তোমাদের বন্ধুকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে বীরের ন্যায় জানাইবা, এবং সৎকর্ম্ম করিয়া যেমন আপন রক্ষার নিমিত্তে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয়, তেমনি ঈশ্বরের নিকটে আপন২ প্রাণ সমর্পণ করিবা।

অপর আমি স্বপ্ন দেখিলাম, এই রূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলে পর *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী দুই জনে যাত্রা করিতে২ ক্রমে২ ঐ সকল বন উপবন ছাড়াইয়া সম্মুখেতেই মায়া নামে একটি নগর দেখিতে পাইল। ঐ নগর মায়া অপেক্ষাও অসার, এবং সে স্থানে যে২ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিমিত্তে আইসে সে সকলি মায়িক। তাহার প্রমাণ উপদেশ বাক্যেতে আছে। সেই যে২ দ্রব্যাদি যায় সে সকলি মায়িক, একারণ ঐ নগরে সম্বৎসর ব্যাপিয়া সে একটি মেলা হইয়া থাকে তাহাও মায়া নামে

প্রসিদ্ধা হইয়াছে; আর সে মেলা কিছু নূতন স্থাপিত তাহা নয়, কিন্তু বহু কালাবধি হইয়া আসিতেছে। ঐ মেলা স্থাপনের হেতু এই; পূর্ব্বে প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর হইল, যেমন এই দুইটি শিষ্ট লোক যাইতেছে, এমনি এক সময় অনেক২ যাত্রি লোক স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছিল, আর ঐ যাত্রিদিগের গমনাগমন দ্বারা স্বর্গীয় রাজধানীর পথ যে ঐ মায়া নামক নগরের মধ্যদিয়া যায়, * বাল্‌সিবূব্ নামে ও * আপল্ল্যন ও * লিজওন নামে কএক জন দৈত্য এবং তাহাদের অনুগত লোক সকল তাহা জানিতে পারিল; অতএব ঐ যাত্রিদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্যে ঐ নগরেতে একটি মেলা নিরূপিত করিয়া সে স্থানে সম্বৎসর ব্যাপিয়া এই২ সকল মনোহর মায়িক দ্রব্যাদি বিক্রয় করাইতে লাগিল। উত্তম২ অট্টালিকা ও ব্যবসায় স্থান ও সম্ভ্রম ও চাকরি ও সম্ভ্রান্ত পদবী ও দেশ ও রাজ্য ও ভূমি ও কাম ও ক্রিয়া ও বেশ্যা গমনাদি সর্ব্ব প্রকার উপভোগ ও স্ত্রী ও স্বামী ও সন্তান ও ভৃত্য ও জীবন ও রক্ত ও শরীর ও প্রাণ ও সোনা ও রূপা ও মুক্তা ও নানাবিধ বহুমূল্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি সকলি সে স্থানে পাওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন ঐ মেলাতে পাশক্রীড়াদি সকলরূপ খেলা ও প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরী ও উন্মত্ততা ও চৌর্য্য ইত্যাদি অসংখ্য আছে, এবং অতি কদর্য্যরূপ চুরী ও বধ ও পরদার ও মিথ্যাসাক্ষ্য ইত্যাদি কড়ি ব্যতিরেক দেখিতে পাওয়া যায়।

আর অন্যান্য ক্ষুদ্র হট্টের মত ঐ মেলাতে স্ব২ নামে প্রসিদ্ধ এমত পৃথক২ পাটী ও গলি ও টোলা প্রভৃতি

পরিপাটীক্রমে শ্রেণিবদ্ধ আছে; সেখানে গেলে যাহার যে দ্রব্যেতে অভিলাষ তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ঐ মেলাতে ইংরাজী দ্রব্যটোলা ও ফরাসীয় দ্রব্যটোলা ও ইটালীয় দ্রব্যটোলা ও স্পানীয় দ্রব্যটোলা এবং জর্ম্মণীয় দ্রব্যটোলা প্রভৃতি আছে, সে স্থানে কেবল মায়িক দ্রব্য বিক্রয় হয়। আর অন্যান্য মেলাতে যেরূপ কোন প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য থাকে তেমনি সে স্থানেও রুম দেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য প্রধান করিয়া ব্যবহার আছে, কিন্তু কেবল ইংলণ্ড দেশীয় লোকেরা, এবং অন্য কতক২ দেশীয় লোকেরাও তাহাকে মায়িক বলিয়া বড় একটা গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গীয় রাজধানীতে গমনে বাঞ্ছিৎ হইয়া ঐ কামুক মেলাবিশিষ্ট মায়া নগরের মধ্যস্থলের পথ দিয়া না যায় সে ব্যক্তিকে জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যিনি রাজগণের রাজা তিনি আপনি যখন এ জগতে ছিলেন তখন ঐ হট্টদিবসে ঐ নগরের মধ্যদিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে পড়ে ঐ মেলার প্রধান অধ্যক্ষ * বালসিবূব্ নামে দৈত্য ঐ মেলার মায়িক দ্রব্য তাঁহাকে কিনাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যদি তাহার বশতা স্বীকার করিতেন তবে সে ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ মেলার একজন কর্ত্তা করিয়া রাখিত। আর ঐ রাজগণের রাজা অতি সম্ভ্রান্ত লোক ইহা জানিয়া ঐ * বালসিবূব্ এক পথ হইতে অন্য পথে লইয়া গিয়া ঐ মায়িক দ্রব্যের মূল্য ন্যূন করিয়া ভ্রান্তি জন্মাওন পূর্ব্বক কেনাবার জন্যে সে তাঁহাকে এমন আশ্চর্য্য দেখাইল যে তিনি ক্ষণেকের মধ্যে

জগতের তাবৎ রাজ্য দেখিতে পাইলেন, তথাপিঐ সচ্চি-দানন্দ ব্যক্তি তাহার মায়িক দ্রব্য কিনিতে বাঞ্ছিত না হইয়া এবং ঐ মায়া বিষয়ে এক কড়া কড়িও ব্যয় না করিয়া সে নগর ত্যাগ করিলেন। অতএব বোধ হয় ঐ মেলা অতি প্রাচীন ও বহুকাল স্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা বটে।

সে যাহা হউক স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে হইলে ঐ নগরের মধ্যদিয়া না গেলে নয়, এপ্রযুক্ত ঐ যাত্রিরা ঐ মেলাতে গমন করিল, কিন্তু সেস্থানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাহাদিগকে নূতন বেশ বিশিষ্ট দেখিয়া ঐ হট্টের ও নগরের সমস্ত লোক আসিয়া কৌতুক দর্শনে তাহা-দিগকে ঘেরিয়া মহাজনরব করিতে লাগিল।

এই জনরবের তিন কারণ ছিল, প্রথমে তাহারা আপ-নাদের মত তাহাদিগের বস্ত্রাদি পরিধান না দেখিয়া তাহাদের প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহাতে কেহ২ তাহা-দিগকে মূর্খ কহিতে লাগিল; এবং কেহ২ কহিল ইহারা উন্মনা; এবং কেহ২ কহিল, না ইহারা বিদেশী ক্ষেপা।

দ্বিতীয়তঃ ঐ হট্টস্থ লোকেরা যেমন তাহাদিগের বস্ত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইল তেমনি তাহাদের কথা শুনিয়াও তদ্রূপ হইল। কেননা যাত্রিদিগের কনান্ দেশীয় ভাষা প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক সে কথা বুঝিতে পারিল। আর আপনারা কেবল এতজ্জগতীয় ভাষা কহিত এপ্রযুক্ত ঐ মেলার আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় লোকেরা আপনাদিগকে পরস্পর ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিল।

তৃতীয়তঃ ঐ যাত্রি লোকেরা ঐ হট্টস্থ মহাজনদিগের উত্তম২ বাণিজ্য বিষয়কে অতি তুচ্ছজ্ঞান করাতে তাহারা

অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, যে হেতুক তাহারা যদি কেহ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যে যাত্রিদিগকে ডাকিত তবে তাহারা মায়াদর্শন বিষয়ে আমার চক্ষু নিবৃত্ত কর এ কথা কহিয়া সে দ্রব্যের প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিত না, কিন্তু আমাদের বাণিজ্য স্বর্গেতে আছে এমত বুঝাইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করণ পূর্ব্বক আপন২ কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া চলিয়া যাইত।

অতএব যাত্রিদিগের এরূপ চরিত্র দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিদ্রূপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি কিনিতে চাহ? তাহাতে তাহারা অতি সপ্রতিভ হইয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া কহিল, আমরা কেবল সত্যতা কিনিতে বাঞ্ছা করি এ কথা শুনিয়া ঐ হট্টস্থ লোকেরা তাহাদিগকে অতি তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ২ শঙ্কেত করিয়া তাহাদের গালে চড় মারিতে অন্যকে কহিতে লাগিল। এই রূপে ক্রমে২ পরস্পর বিসম্বাদ হওয়াতে তাবৎ হাট বাজার অব্যবস্থিত রূপে একাকার হইলে ঐ মেলার অধ্যক্ষ ঐ সমাচার পাইয়া ত্বরায় গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তাহাতে ঐ অধ্যক্ষ ঐ কলহকারি উভয় লোককেই ধরিয়া আপন অনুগত কতক বিশ্বস্ত লোকের নিকটে বিচারের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিল। অতএব তাহারা শত্রুহস্তগত হইয়া বিচার স্থানে উপস্থিত হইলে পর ঐ বিচার কর্ত্তারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় যাইবা? আর এ প্রকার বেশ-ধারণ করিয়া এ মেলাতে কেন আসিয়াছ? তাহাতে তাহারা

উত্তর করিল, আমরা বিদেশী যাত্রী, স্বর্গীয় যিরুশালম নামে স্বদেশে যাইতেছি; কিন্তু এই মেলাতে যখন নগরস্থ লোকেরা ও বণিকেরা আমাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি ক্রয় করিবা তখন আমরা কহিলাম, সত্যতা ক্রয় করিব, এই কথা ব্যতিরেকে তাহারা আমাদিগকে গালি দেয় কি যাত্রা বিষয়ে বারণ করে এমন কোন অপরাধ করি নাই। এরূপ সত্য কথা কহিলেও ঐ বিচার কর্ত্তারা তাহা প্রামাণ্য না করিয়া তাহাদিগকে মূর্খ ও উন্মত্ত বলিয়া প্রহার পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক মর্দ্দন করিয়া মেলাস্থ তাবৎ লোকদিগকে দেখাইবার জন্যে তাহাদিগকে একটি পিঞ্জর মধ্যে ভরিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল। অতএব ঐ দুই জন যাত্রী এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পিঞ্জর মধ্যে থাকাতে ঐ হট্টস্থ লোকদের মধ্যে কেহবা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও কেহবা তিরস্কার ও কেহবা গালি ইত্যাদি যাহার যে ইচ্ছা সে তাহাই করিল। এবং ঐ মেলার অধ্যক্ষ তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া পরিহাস পূর্ব্বক হাসিল, তথাপি ঐ যাত্রি লোকেরা কোন উচ্চ বাক্য না কহিয়া বরং দুর্ব্বাক্যের পরিবর্ত্তে বিনয় কথা কহিয়া, এবং হিং-সার পরিবর্ত্তে প্রণয় করিয়া অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন করিল। ইহা দেখিয়া দর্শনকারিদিগের মধ্যে যে২ কতক সুবুদ্ধি লোক ছিল তাহারা ঐ কুব্যবহারি মেলাস্থ লোকদিগকে ধমকাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা নিবৃত্ত না হইয়া তাহাদের প্রতি পুনর্ব্বার ধমকাইয়া কহিল, তোমা-দের দুষ্টতা ঐ * যাত্রিদের মত দেখি, বোধ হয় উহাদের সঙ্গী হইবা, অতএব উহাদের দুঃখের অংশ তোমাদের

লওয়া উচিত। তাহাতে ঐ উদাসীনেরা কহিল, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঐ * যাত্রিরা অতি নির্ব্বিরোধী এবং শিষ্টশান্ত, কখন কাহার মন্দ করিতে ইচ্ছা করে না, অতএব উহাদের অপেক্ষা ঐ হট্টস্থ ব্যবসায়ি লোকদের মধ্যে অনেক লোক ঐ পিঞ্জরেতে রাখিবার অধিক যোগ্য হইতে পারে। এইরূপে বাদানুবাদ করিয়া ঐ দুরাচারি লোকেরা পরস্পর আঘাতদ্বারা আপন ২ হিংসা করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ যাত্রিলোকেরা সকলের সাক্ষাতে অতিশিষ্টরূপে সদ্ব্যবহার করিল। পরে বিচারকর্ত্তারা ঐ দুই জন যাত্রিকে পুনর্ব্বার বিচার স্থানে লইয়া বিচার দ্বারা মেলাতে কলহ করণ জন্য দোষেতে তাহাদিগকে দোষী করিয়া এমন কঠিন দণ্ড করিল, যে তাহাতে তাহারা অতি নিষ্ঠুর রূপে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া শৃঙ্খলে লৌহ ভারে ভারগ্রস্ত বদ্ধ করিয়া অন্যান্য লোকদিগের অন্তঃকরণে ভয় দেখাইবার জন্যে ঐ মেলাস্থিত লোকেরা যেন কোন প্রকারে তাহাদের পক্ষ না হয় এ কারণ তাহাদিগকে ঐ হট্টের সর্ব্বত্র ফিরাইল। কিন্তু ঐ * খ্রীষ্টীয়ান এবং * বিশ্বাসী উভয়ে এরূপ অপমানগ্রস্ত হইলেও অধিক সদ্বিবেচনা করিয়া চলিতে লাগিল. এবং লোকদিগের দুর্ব্বাক্য ও তিরস্কারাদি এমত ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করিল, যে তাহাদের শীলতা দেখিয়া মেলার অনেক ২ লোক তাহাদের পক্ষ হইয়া উঠিল। অতএব মেলাস্থিত লোকেরা যাত্রিদিগের পক্ষে হইতেছে, ইহা দেখিয়া অন্য ২ পক্ষীয় লোকেরা ক্রোধান্বিত হইয়া যাত্রিদিগের বধ করিতে স্থির করিল, এবং তাহাদিগকে ধমকাইয়া কহিল, এই

পিঞ্জর ও নিগড় কিছু তোমাদের চিরকালের নিমিত্তে নয় এক্ষণে কৃত হিংসা দোষে ও মেলার মধ্যে কলহ করণ জন্য দোষে তোমাদের প্রাণ দণ্ড স্থির করা উচিত।

* অপর বিচারকর্ত্তারা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আজ্ঞা প্রকাশ না করেন তাবৎ যাত্রিদিগকে পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলে পর প্রহরিরা তাহাদিগকে পিঞ্জরে ভরিয়া দুই পায়ে হাড়ি দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

অতএব যাত্রিরা এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হওয়াতে তোমাদের এইরূপ ঘটিবে, পূর্ব্বে * মঙ্গলব্যঞ্জকের নিকট এই যে উপদেশ কথা শুনিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া আপনাদিগের দুঃখবিষয়ে মনকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হয়, তাহারি অধিক মঙ্গল হইবে। এ কথা কহিয়া তাহারা উভয়ে মনে২ ভাবিতে লাগিল, অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়, এরূপ ভাবিয়া অতিসহিষ্ণুতাপূর্ব্বক সর্ব্বাধিপতির হস্তে আপনাদিগের প্রাণ সমর্পণ করিল।

অল্প দিনের পর বিচারের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে নগরাধ্যক্ষ লোকেরা যাত্রিদিগের বিচারের নিমিত্তে এবং দোষী করিবার জন্যে তাহাদিগকে পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া শত্রুগণের মধ্যে * পরমঙ্গলঘৃণক নামে বিচারকর্ত্তার নিকটে দাঁড় করাইল। তাহাদের উভয়ের নামে যে অপবাদ পত্র ছিল, সে প্রায় একই রূপ, কিঞ্চিৎ ধরাতে কাহারো কিছু বিশেষ ছিল। সে অপবাদ পত্রে এই লেখা ছিল, উহারা নগরস্থ লোকদের শত্রু হইয়া তাহাদের বাণিজ্য বিষয়ে হিংসা জন্মাইল, এবং নগরের

মধ্যে লোকদিগের সহিত কলহ করিয়া নগরাধ্যক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাদিগের কুমন্ত্রণা দ্বারা একটা কুচক্রি দল সংগ্রহ করিল।

তখন ঐ বিচার স্থানে দাঁড়াইয়া * বিশ্বাসী এই উত্তর দিতে লাগিল, যে জন সর্ব্বাধ্যক্ষের উপরে আপনাকে বড় করিতে চাহে তাহার বিপরীতে আমি দাঁড়াইলাম, বটে; কিন্তু তোমরা যাহা কহিতেছ, যে আমি কলহ করিয়াছি তাহা করি নাই, যেহেতুক আমি লোকের সহিত প্রণয় ভাল বাসি। আর যে দল আমাদের পক্ষ হইয়াছে, তাহারা কুমন্ত্রণা দ্বারা হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু আমাদের সত্যতা ও নির্দ্দোষিত্ব দেখিয়া দয়াদ্বারা আমাদের পক্ষ হইয়া মন্দ-হইতে উত্তমের প্রতি ফিরিল। আর তুমি যে বালসিবুব্ রাজার কথা কহিতেছ, সে আমাদের কর্ত্তার শত্রু, অত-এব তাহাকে কি তাহার দূতদিগকে আমি তৃণবৎ গণনা করি।

এরূপ হইলে তখন সাক্ষির জন্যে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল, বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান এই বন্দিদিগের বিপরীতে আপন রাজার পক্ষে সভাস্থ লোকদের মধ্যে কাহারো যদি কোন কিছু বক্তব্য থাকে তবে সে জন সাক্ষা-তে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিউক। এমন কথা শুনিয়া * ঈর্ষী নামে ও * বিধর্ম্ম নামে এবং * পরপ্রশংসাচেষ্টক নামে তিন সাক্ষী উপস্থিত হইলে বিচারকর্ত্তা তাহাদিগকে এই জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এই বন্দিদিগকে চিন কি না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে আপন রাজার পক্ষে তোমাদের বক্তব্য কি আছে, তাহা বল।

তখন * দ্বেষক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ সাক্ষ্য

দিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি এই মনুষ্যকে অনেক-কালাবধি চিনি, বরং এই সম্ভ্রান্ত বিচারাসনস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে আমি শপথ করিয়া কহিতে পারি যে সে।

এই অবসরে বিচারকর্ত্তা তাহাকে শপথ করাইতে কহিলেন।

অতএব তাহারা তাহাকে দিব্য করাইলে পর সে কহিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তির নাম অতি সুশ্রব্য হইলেও আপন দেশের মধ্যে সকল অপেক্ষা অধম, কেননা ও না মানে রাজাকে ও না মানে প্রজাকে এবং না মানে ব্যবস্থা না মানে ব্যবহার, কেবল বিশ্বাস বিষয়ে ও ধর্ম্ম বিষয়ে যে কতকগুলীন রাজদ্রোহি মত, তাহাতেই লোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ একবার এই বিষয় আমি উহাকে কহিতে শুনিয়াছিলাম, *খ্রীষ্টীয়ান মত এবং আমাদের এই *মায়াবী নগরের ব্যবহার উভয়ে পরস্পর বিপরীত প্রযুক্ত কোন প্রকারে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ কথাতে ঐ ব্যক্তি কেবল সৎকর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া আর সকল মতকেই দুষ্য করিল। অধিক কি কহিব, ঐ সুকর্ম্ম বিষয়ে আমাদিগকেও দোষী করিল।

অপর বিচারাধ্যক্ষ কহিলেন, এতদ্বিষয়ে তোমার আর কোন কথা আছে কি না?

তাহাতে *দ্বেষক কহিল, হে মহাশয়, উহার বিষয়ে আর অনেক২ কহিতে পারি, কিন্তু সভাস্থ লোকদের ব্যামোহ জন্মে এই ভয় করি; ভাল, যদি প্রয়োজন হয় তবে অন্য মহাশয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর উহার দোষ

স্থির করিবার জন্যে যেন কিছু ত্রুটি না থাকে এমন আমি উহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিব। তাহাতে বিচারাধ্যক্ষ তাহাকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন।

অপর বিচারাধ্যক্ষেরা * বিধর্ম্মকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি এই বন্দিদিগকে চিন কি না, এবং ইহাদের বিপরীতে রাজার পক্ষ হইয়া কি কহিতে পার? ইহা কহিয়া তাহাকে শপথ করাইলে পর বিধর্ম্ম এই রূপ সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিল।

হে মহাশয়, এই ব্যক্তির সহিত আমার কখন২ সাক্ষাৎ আছে বটে, কিন্তু বড় একটা আলাপ নাই, আর উহার সহিত যে ভাল রূপে আলাপ করি তাহাতে আমার ইচ্ছা হয় না, কেননা গত এক দিবস নগরের মধ্যে উহার সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন হওয়াতেই আমি জানিলাম, যে এ ব্যক্তি বড় কলহকারি লোক, যেহেতুক উহার সহিত দুই এক কথা হইতেই ও ব্যক্তি আমাকে হঠাৎ কহিল, তোমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা, এবং সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেহ ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারে না। বিশেষতঃ আরো কহিল, তোমরা বৃথা আরাধনা কর, এবং পাপেতে ডুবিয়া আছ, এবং অবশেষে তোমরা বিনষ্ট হইবা। অতএব এই সকল কথা দ্বারা উহার যে কি অভিপ্রায় তাহা মহাশয় আপনি বুঝিতে পারেন।

অপর বিচারাধ্যক্ষেরা * পরপ্রশংসাচেষ্টককে ডাকিয়া শপথ করাইয়া কহিলেন, এই বন্দিদিগের বিরুদ্ধে রাজার পক্ষ হইয়া তোমার কি২ বক্তব্য আছে তাহা বল।

তাহাতে পরপ্রশংসাচেষ্টক কহিতে লাগিল, হে বিচা-

রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা হে সভাসদ মহাশয়েরা, ইহার সহিত আমার অনেক কালাবধি পরিচয় আছে, তাহাতে আমি কতোদিন ইহাকে অনেক২ অবক্তব্য কথা কহিতে শুনিয়াছি। অন্য কথা কি বলিব? আমাদের মহামহিম বালসিবুব্ নামক রাজার বিরুদ্ধে এ বেটা অনেক২ তিরস্কার করিল, তদ্ভিন্ন তাঁহার সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতিও অনেক২ অপমান জনক কথা কহিল বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত *বৃদ্ধতম শারীরিক সুখার্থী ও ভোগার্থী ও অনর্থক যশোভিলাষী, *বৃদ্ধ লম্পট, এবং *কৃপণশাল ইত্যাদি আমাদের কুলীন লোকদিগের বিষয়েও নানা প্রকার অপমান জনক কথা কহিল। ইহা ছাড়া আরো কহিলাম, আমার মনের মত যদি সকল মনুষ্যদিগের মত হইত, তবে ঐ কুলীনের মধ্যে এক প্রাণীও এ গ্রামে থাকিত না। আর ঐ ব্যক্তি এই সকল কথা কহিল এটা বড় আশ্চর্য্য নয়, কেননা উহার বিচারকর্ত্তা যে তুমি তোমার প্রতি নিন্দা করিতে ও ভীত হয় নাই। যেমন নগরস্থ লোকদিগকে নাস্তিক দুষ্ট ইত্যাদি অপমানের কথা কহিল, তেমনি তোমার প্রতিও ঐ ব্যক্তি অপমানজনক বাক্য কহিল।

এরূপ সাক্ষ্য দিয়া *পরপ্রশংসাচেষ্টক নিরস্ত হইলে পর বিচারাধ্যক্ষ ঐ বন্দিদের প্রতি এরূপ কহিতে লাগিলেন, ও রে অন্যমতাবলম্বি ও রে রাজদ্রোহি, তোর বিরুদ্ধে এই সকল মহাশয়েরা কি২ সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, তাহা তুই শুনিয়াছিস কি না?

তখন *বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, হে মহাশয়, এখন আমি আপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতে পারি কি না?

তাহা শুনিয়া বিচারাধ্যক্ষ কহিল, ও রে দুষ্ট, তোকে জীবৎ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু আমরা তোর প্রতি দয়া প্রকাশ করি ইহা সকলে জানে, এই জন্যে তোর যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা বল শুনি।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, তবে প্রথমতঃ * দ্বেষক মহাশয় যে সাক্ষ্য দিল, তাহারি উত্তর করি, শুন। আমি এই কথা কহিয়াছিলাম, সে সকল বিধি ও ব্যবস্থা ও ব্যবহার ও লোক ঈশ্বর বাক্যের বিপরীত তাহারা * খ্রীষ্টের মত বিপরীত, ইহা ছাড়া আমি কোন কথা কহি নাই; ইহাতে যদি অপরাধী হই তবে সে অপরাধ দেখাও, কিন্তু ইহা ছাড়া যদি দোষ দেখাইতে পার তবে সকলের সাক্ষাতে দোষ মানিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয়তঃ * বিধর্ম্ম যে রূপ সাক্ষ্য দিল, সে বিষয়ে কেবল ইহা কহিযাছিলাম, ঈশ্বর আরাধনা করিতে হইলে ঈশ্বরহইতে জাত বিশ্বাসের অপেক্ষা করে, কিন্তু ঈশ্বর বাক্য প্রকাশ অর্থাৎ শাস্ত্র প্রকাশ না হইলে ঐ বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা গৃহীত হয়, তাহা শারীরিক প্রত্যয় ব্যতিরেকে গৃহিত হইতে পারে না, আর এইরূপ যে বিশ্বাস সে অনন্ত পরমায়ু পাইবার জন্যে প্রয়োজনের যোগ্য হয় না।

আর তৃতীয়তঃ পরপ্রশংসাচেষ্টক যে রূপ সাক্ষ্য দিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহি; তাহাতে সকলে আমাকে পরাপমানক কহে। যাহা হউক, আমি এই কথা কহিয়াছিলাম বটে, এই নগরের রাজা, এবং ঐ ব্যক্তি তাহার যে সমস্ত

অনুগত লোকের নাম কহিল ইহারা এই নগরে কিম্বা দেশে বসতির যোগ্য না হইয়া নরকের যোগ্য, ইহাতে পরমেশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করুন, যাহা হবার তাহাই হইবে।

অনন্তর এই সাক্ষ্য বিষয় শুনিতে এবং বিবেচনা করিতে নিকটে দাঁড়াইয়াছিল যে সকল সভাসদ লোক তাহাদিগকে ডাকিয়া বিচারাধ্যক্ষ কহিলেন, হে সভাসদ্ মহাশয়েরা, এই নগরের মধ্যে যে ব্যক্তি কলহ করিয়াছিল তাহাকে দেখিতেছ, এবং এই মহাশয়েরা তাহার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাও শুনিলা, এবং তাহা যে সে ব্যক্তি স্বীকৃত আছে তাহাও শুনিলা। অতএব এক্ষণে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া কিম্বা রক্ষা করা যাহা উচিত হয়, তাহা তোমাদের অধিকার; কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বকার যে২ ব্যবস্থা আছে, তাহার কিছু তোমাদিগকে জ্ঞাত করি শুন।

আমাদিগের রাজার ভৃত্য * মহাফরো নামকের অধিকার কালে এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সকল দেশীয় ভিন্ন মতাবলম্বি লোকেরা যেন উন্নত হইয়া ঐ * ফরো অপেক্ষাও অধিক বলবান্ না হয়, একারণ তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছিল। তদ্ভিন্ন * মহা নিবূকদ্‌নিৎসর নামে আমাদের রাজার আর এক জন ভৃত্য একটি স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপিত করিয়া এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি ঐ প্রতিমাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পূজাদি না করিবে, সে ব্যক্তি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হইবে। ইহা ছাড়া * দারিয় নামক রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করেন, সে ব্যবস্থা এই,

যে ব্যক্তি তাঁহার নিয়মিত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া সম্মান না করিবে, সে ব্যক্তি সিংহের বাসস্থানে রক্ষিত হইয়া প্রাণ হারাইবে। অতএব দেখ এখন ঐ ব্যক্তি সেই সকল প্রধান ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে। ভাল, সে ব্যক্তি যদি কেবল মনেতে লঙ্ঘন করিত তথাপি আমরা প্রায় সহ্য করিতাম না, কিন্তু এরূপ বাক্যেতে এবং কার্য্যদ্বারা যে লঙ্ঘন করা ইহা আমাদের সহ্য হয় না।

আর ঐ * ফরো রাজার অধিকারকালে যে ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, সে ভাবি অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্তে নতুবা তাহাতে কোনো দোষ ছিল না; কিন্তু এই ব্যক্তির যে দোষ তাহা তোমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতেছ, যেহেতুক ঐ ব্যক্তি আমাদের সাক্ষাতে দুই তিন বার আমাদের মত বিরুদ্ধ কথা কহিল, এবং উহার আপনার যে দোষ তাহা আপন মুখেই স্বীকৃত আছে, অতএব উহার প্রাণদণ্ড করা হইতেছে।

তখন সভাস্থ লোকদিগের মধ্যে * অন্ধ নামক ও * ভদ্রহিত ও * জিঘাংসু ও * কামপ্রিয় ও * লম্পট ও * একগুঁয়া ও * অহংযু ও * দ্বেষক ও * মিথ্যাবাদী ও * আলোকদ্বেষী, এবং * নির্দয় ইত্যাদি নামক মহাশয়েরা বিচারস্থান হইতে নির্গত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঐ বন্দিলোক বিষয়ে দোষ স্থির করিয়া তাহাকে বিচারাধ্যক্ষের সম্মুখে দোষী করণে এক পরামর্শী হইল। অতএব তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল; তাহাতে সভ্যপ্রধান * অন্ধনামক প্রথমতঃ কহিল, ঐ ব্যক্তি রাজস্থাপিত মতবিরোধী ইহা আমি বিলক্ষণ

জানি। তাহাতে * ভদ্রহিত কহিল, এই মানুষকে জগৎ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। এবং * জিঘাংসু ঐ কথায় যোগ দিয়া কহিল, হেদে দেখ, ঐ বেটার মুখ দেখিলে আমার ক্রোধ জন্মে। এবং * কামপ্রিয় কহিল, হাঁ আমিও উহাকে দেখিতে পারি না। এবং * লম্পট কহিল, হাঁ ভাই, আমিও না, কারণ ঐ বেটা সর্ব্বদা আমার মতে দোষ দিত। অপর * একগুঁয়া কহিল, উহাকে শীঘ্র করিয়া ফাঁসি দেও। এবং * অহংযু কহিল, ও বেটা অতি তুচ্ছ লোক। এবং * দ্বেষক কহিল, উহাকে দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে। এবং * মিথ্যাবাদী কহিল, ও বেটা চোর। * নিষ্ঠুর কহিল, উহাঁকে ফাঁসিদণ্ড দেওয়া সে তো উহার বহু ভাগ্যের কথা, উহাকে অধিক দণ্ড দেওয়া উচিত। এবং * আলোকদ্বেষ্টা কহিল, শীঘ্র করিয়া উহাকে বধ করি। তখন * পরদোষক্ষান্ত কহিল, শুন, আমি যদি সমস্ত জগৎ পাই, তথাপি এরূপ ন্যূন দণ্ডেতে স্বীকৃত হইতে পারি না। অতএব আইস আমরা বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে উহার দোষ স্থির করি।

এইরূপ দোষারোপ করিলে পর বিচারাধ্যক্ষ ক্ষণেকের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে মহাদোষে দোষী করিয়া এই আজ্ঞা দিল, ঐ ব্যক্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে সেই স্থানে উহাকে লইয়া গিয়া মনুষ্যদিগের যত দূর পর্য্যন্ত সাধ্য, তদনুসারে নির্দ্দয় রূপে উহার প্রাণ দণ্ড কর।

অতএব তাহারা এরূপ মনের মত রাজ আজ্ঞা পাইয়া ঐ ব্যবস্থানুসারে দণ্ড দিবার নিমিত্তে তাহাকে বাহির করিয়া সেই স্থানে লইয়া গেল। তাহাতে তাহারা প্রথ-

মত্তঃ তাহাকে বেত্রাঘাত ও গালে মুখে চপেটাঘাত মারিয়া পশ্চাৎ নির্দ্দয় রূপে ছুরিকাদ্বারা তাহার গাত্রের মাংস ছেদন করিতে লাগিল। পরে কেহবা প্রস্তর ফেলিয়া মারিতে লাগিল, ও কেহবা তরবালের অগ্রভাগ দিয়া তাহার শরীরে খোঁচা মারিতে লাগিল। এই প্রকার অশেষ বিশেষরূপ যাতনা দিয়া অবশেষে তাহাকে একটা স্তম্ভ কাষ্ঠে বাঁধিয়া অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া ভস্ম করিল।

এই রূপে * বিশ্বাসী অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া দেহত্যাগ করিলবটে, কিন্তু আমি সাক্ষাৎকার দেখিলাম ঐ লোকারণ্যের পশ্চাদ্ভাগে দুই ঘোড়ার এক খানি রথ ঐ * বিশ্বাসির নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে শত্রু লোকেরা তাহাকে বধ করিবামাত্র সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঐ রথারোহণ পূর্ব্বক সহকারি অন্তরিক্ষ পথদিয়া ক্ষণেকের মধ্যে স্বর্গীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল। পরে এখানে * খ্রীষ্টিয়ান শত্রু হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষমা পাইয়া পুনর্ব্বার কারাগৃহে বদ্ধ হইল। এই রূপে কতক কালাবধি ঐ কারাগারে থাকিলে পর সকল বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব কারী ও লোকদের ক্রোধ হস্তগত কারী যে ঈশ্বর তিনি তাহাদের ক্রোধহইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান শত্রু হস্তহইতে মুক্ত হইয়া আপন পথে গমন করিলে, এই তিন শ্লোক গান করিতে২ চলিল।

তোমার সকল, যে করে কুশল, জানিও সেই তব প্রভু
এরূপ।
তাঁহার গোচরে, * বিশ্বাসী তুমিরে, করেছ আচার
বিশ্বস্ত রূপ॥

অতএব যে জন, বিশ্বাস বিহীন, আছে আপন২ সুখ অসারে।
নিমগ্ন হইয়া, যখন নারকীয়া, ক্রীড়াতে তাহারা চীৎকার করে।
আনন্দে তখন, কর তুমি গান, হউক সর্ব্বজীবী তোমার নাম।
যেহেতু তোমাকে, বধিলে সে লোকে, এখন বাঁচিয়া সফল কাম॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ গান করিতে২ যাইতেছিল, ইতোমধ্যে * কৃতাশ নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে ভাই, আমি তোমার সহযাত্রী হইব। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ব কথিত মেলাতে যাত্রিদের দূরবস্থা সময়ে * খ্রীষ্টীয়ান ও * বিশ্বাসির সৎ-কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়া সেই অবধি আ-শাযুক্ত হইয়াছিল। অতএব দেখ সত্যতার সাক্ষ্য দেওন দ্বারা এক জনের মৃত্যু হইলেও * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত গমনের আর এক জন আসিয়া মিলিল। পরে * কৃতাশ কহিল ঐ মেলার মধ্যহইতে অনেক২ লোক কিঞ্চিৎ পরে আমাদের পশ্চাৎ আগমন করিবে।

এইরূপে * খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার এক জন সঙ্গী পাইয়া ঐ মেলাহইতে বাহির হইবামাত্র * উপ পথিক নামে এক অগ্রগামি লোকের সহিত মিলিল; তাহাতে তাহারা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আপনি কোন্ দেশহইতে আসিয়াছেন, এবং কত দূর পর্য্যন্তই বা

গমন করিবেন? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি সুবাক্য নামক নগরহইতে আসিয়াছি, এবং স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইব, কিন্তু সে আপনার নাম পরিচয় দিল না।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি সুবাক্য নগরহইতে আসিযাছ, সেখানে কি ধর্ম্মাচরণ আছে?

তাহাতে * উপ পথিক কহিল, হাঁ, আমার বোধ হয় সেখানে ধর্ম্মাচরণ আছে।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?

তাহাতে * উপ পথিক তাঁহার কিছু উত্তর না করিয়া অন্য প্রসঙ্গ ধরিয়া কহিল, তোমায় আমায় পরস্পর কখন পরিচয় নাই বটে, তথাপি এই পথে তোমার সহিত যাইতে আমি বড় আহ্লাদিত হই কিন্তু তাহা না হইলে আমার ক্ষান্ত হইতে হইবে।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ সুবাক্য নামক নগরের বিসয় আমি অনেক শুনিয়াছি, এবং পূর্ব্বে লোকেরা ঐ নগরকে অতি ধনশালী কহিত তাহাও এখন আমার মনে পড়ে।

তাহাতে * উপপথিক কহিল, হাঁ, সে নগর অতি ধনাঢ্য বটে, সে স্থানে আমার অনেক২ ধনবান্ জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে সে স্থানে তোমার কেটা ২ কুটুম্ব আছে তাহা জিজ্ঞাসা করি বলুন।

তাহাতে * উপপথিক কহিল, কেটা ২ কেন, সেখানকার সমস্ত লোকই প্রায় আমার কুটুম্ব, বিশেষতঃ শ্রীযুত

* চঞ্চল মহাশয়, ও * অবকাশচেষ্টক মহাশয়, এবং * সুবাক্য মহাশয়, যাঁহার পিতৃ পিতামহের নামেতে ঐ নগর নামলব্ধ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন * কোমল মহাশয়, ও * উভয়দিঙ্মুখ মহাশয়, ও * সর্ব্বপথাবলম্বী মহাশয়, এবং আমার মাতুল * দ্বিজিহ্ব নামক মহাশয় এই সকল লোক আমার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব জানিবা। আর তোমাকে যদি সত্য কহিতে হইল, তবে শুন, আমি এখন এক জন কুলীন মহল্লোক হইয়াছি, আমার প্রপিতামহ দাঁড়ির ব্যবসায় করিতেন, তিনি এক দিগে চাহিয়া অন্য দিগে গমন করিতেন, এবং আমিও সেই ব্যবসায় দ্বারা প্রায় সমস্ত বিষয় পাইলাম।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?

তাহাতে * উপপথিক উত্তর করিল, হাঁ শ্রীমান্ * কাল্পনিক নামক মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, সে স্ত্রী অতি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা আপনিও অতি সাধ্বীর কন্যাও বটে আর সে এইক্ষণে এমন ভাগ্যবতীরূপে প্রতিপালিতা হইয়াছে, যে কি রাজা ও কি প্রজা সকলেরি সাক্ষাতে সে সমান রূপে চলিতে পারে। সে যাহা হউক ইহা সত্য অন্য ২ দৃঢ় মতাবলম্বী অপেক্ষা আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্নস্বভাব রাখি, কিন্তু সে কেবল দুইটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জানিবা; প্রথমতঃ এই, আমরা সম্মুখ বায়ু কিম্বা সম্মুখ স্রোতঃ ভাঙ্গিয়া গমন করি না; দ্বিতীয়তঃ দুর্দ্দিন ব্যতিরেক নির্ম্মল দিনেতে স্বর্ণ পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম যখন ভ্রমণ করেন আর লোকেরা তাঁহার প্রশংসা করে তখন তাঁহার সহিত পথে ২ আলাপ করিতে বড় আহ্লাদিত হই।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান এক পার্শ দিয়া * কৃত্তাশের সহিত মিলিয়া তাহাকে কহিল, ও হে ভাই, আমার অনুমান হয় ঐ ব্যক্তি * সুবাক্য নগরের * উপপথিক নামক সেই লোক হইবে, কিন্তু যদি সে হয়, তবে উহার সমান কদর্য্য লোক এ অঞ্চলে নাই। ছি২ এমন লোক আসিয়া আমাদের সহযাত্রী হইল। তখন * কৃত্তাশ কহিল, তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে ও ব্যক্তি আপন নাম বিষয়ে লজ্জা পায় কি না, দেখি। এ কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার তাহার নিকট গিয়া কহিল, হে মহাশয়, তোমার কথাদ্বারা আমার বোধ হইতেছে, তুমি এ জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক জান, আর তোমাকে দেখিয়া যেন চেনা লোকের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। ভাল, তোমার নাম কি * সুবাক্য নগরবাসি * উপপথিক নয়।

তাহাতে * উপপথিক কহিল, শত্রু পক্ষীয় লোকেরা ঐ নাম ধরিয়া আমাকে ডাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ নাম আমার নয়। যাহা হউক অন্য২ ভদ্র লোকেরা পূর্ব্বে যেমন সহ্য করিয়াছেন, তেমনি আমার ঐ * উপপথিক নামকে বিদ্রূপ স্বরূপ সহ্য করিতে হইবে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, লোকেরা যে তোমাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকে তাহার কারণ কি কিছু হয় নাই?

* উপপথিক, না না কখন না, তাহা আমাহইতে হওয়া বড় মন্দ! আমি কেবল এই মাত্র করিয়াছিলাম, আমার যখন যে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে প্রয়োজন হইত, তখন

যেখানে যেমত গ্রাহ্য, সেখানে সেই মত কথা কহিয়া আমি কর্ম্ম সিদ্ধ করিতাম; কিন্তু ইহাতেই যদি লোকেরা আমাকে এরূপ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল, তবে সুতরাং তাহা আশীর্ব্বাদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু হিংসুক লোকেরা আমাকে তিরস্কার না করুক।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি যে লোকের কথা শুনিয়াছি, বোধ হয়, তুমিই সেই লোক, তাহাতে তোমার বিষয়ে যে রূপ আমার মনে উদয় হয়,তাহা কহিতে গেলে, তোমার ইচ্ছা অপেক্ষাও ঐ নামের অধিক যোগ্য তুমি হও।

তাহাতে *উপপথিক কহিল, তোমরা যদি সে রূপ ভাব তবে কি করিব, সে যাহা হউক, তোমরা যদি আমাকে সঙ্গে যাইতে দেও তবে বড় উত্তম সঙ্গী পাইবা।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল আইস, কিন্তু আমাদের সহিত যাইতে হইলে সম্মুখ বায়ু ও সম্মুখ জোয়ার ও ভাটা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে; এবং ধর্ম্ম যখন স্বর্ণ পাদুকা পায়ে দিয়া বেড়ান কেবল তখনি যে তাঁহাকে স্বীকার করিবা তাহা নয়, কিন্তু তিনি যখন নেক্ড়া কানি পরিয়া বেড়ান তখনও তাঁহাকে তদ্রূপ স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি যখন পথে২ প্রশংসিত হইয়া বেড়ান তখন যেমন তাঁহার সহায়তা করা উচিত, তেমনি তিনি যখন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন তখনও তাঁহার সহায়তা করিতে হইবে।

তাহাতে *উপপথিক কহিল; আমর বিশ্বাসের উপর

তোমাদের কর্তৃত্ব করা অনুচিত, আমার ইচ্ছানুসারে আমি বলিব, তাহাতে তোমাদের সহিত আমাকে যাইতে দেও।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, আমরা যে রূপ কহিব তাহা না করিলে তোমাকে এক পাও অগ্রসর হইতে দিব না।

তাহাতে * উপপথিক কহিল, তাহা দেও, আর নাই বা দেও, কিন্তু আমার প্রাচীন মত আমি কখন ত্যাগ করিতে পারিব না সে মত কেবল নির্দ্দোষ তাহা নয় অতি লাভজনকও বটে, অতএব তোমরা যদি আমাকে সঙ্গে যাইতে না দেও, তবে আমার পূর্ব্ব মত করিতে হইবে, অর্থাৎ আমার আলাপে সন্তুষ্ট হয় এমন লোক যে পর্য্যন্ত আসিয়া না মিলিবে তাবৎ আমার একাকী যাইতে হইবে।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ান ও * কৃতাশ উভয়ে ঐ * উপপথিককে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রসর হইল। অপর কিছু দূর গমন করিয়া কোন কার্য্যক্রমে কেহ পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি করাতে ঐ * উপপথিকের পশ্চাদে * ধৃত্তজগৎ নামক ও * অর্থপ্রিয় নামক এবং * সর্ব্বরক্ষণেচ্ছুক নামক এই তিন লোককে আসিতে দেখিল। পরে তাহারা ক্রমে ২ * উপপথিকের নিকটবর্ত্তী হইলে * উপপথিক তাহাদের সহিত পরস্পর প্রণাম ও কোলাকুলি করিল, কারণ তাহারা ঐ চারি জন * লোভনামক প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে * লাভপ্রিয় নামে হট্টবিশিষ্ট নগরে * উপদ্রবী নামে এক অধ্যাপকের কাছে একত্র সমানরূপ অধ্যয়ন করাতে পরস্পর বিশেষ পরিচিত ছিল। ঐ অধ্যাপক বলদ্বারা কি ছলদ্বারা কিম্বা মিথ্যাদ্বারা কি

উপাসনা দ্বারা আর বিনয়দ্বারা কি স্বধর্ম্ম বিষয়ে ভ্রম জন্মা- ওন দ্বারাই বা হউক আপন২ লাভ প্রাপ্তির ভেদ তাহা- দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাতে ঐ চারি জন ঐ অধ্যা- পকের জ্ঞানেতে এমন পণ্ডিত হইয়াছিল, যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ২ অধ্যাপক হইয়াছিল।

পরে তাহারা এই রূপ পরস্পর বন্দনাদি করিলে পর *অর্থপ্রিয় ঐ কিঞ্চিৎ দূরস্থ যাত্রি দুই জনকে দেখিয়া * উপপথিককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, ঐ আমাদের সম্মুখের পথে উহারা কে?

তাহাতে * উপপথিক কহিল, উহারা দূরদেশীয় দুই জন যাত্রী আপন২ মতানুসারে যাত্রা করিতেছে।

*অর্থপ্রিয় কহিল, হায়২ তবে উহারা কেন দাঁড়াইল না, কেননা তাহা হইলে আমরা উত্তম সহযাত্রিক পাই- তাম, এবং আমারও এমন ইচ্ছা ছিল, যে তুমি এবং উহারা ও আমরা সকলে একত্র হইয়া যাই।

তাহাতে * উপপথিক উত্তর করিল, আমিও এমন ইচ্ছা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঐ অগ্রগামি ব্যক্তিরা আপন ২ মত বিষয়ে অত্যন্ত প্রিয় প্রযুক্ত পরমতকে এ- মন লঘু জ্ঞান করে, যে মনুষ্য সহস্র ২ সাধু হইলেও যদি সকল বিষয়ে তাহাদের মতে ঝটিতি প্রবিষ্ট না হয়, তবে তাহারা তাহাকে আপন সভা হইতে দূর করিয়া দেয়;

তাহাতে * সর্ব্বরক্ষণেচ্ছুক কহিল, ইহা অতি মন্দ বটে কিন্তু শাস্ত্রেতে এমনও লিখিত আছে, এই জগতে কত- গুলীন অতিরিক্ত ধার্ম্মিক আছে, তাহারা কঠিন স্বভাব প্রযুক্ত আপনাদিগ ব্যতিরেকে অন্য২ লোকদিগকে আ-

পন ২ বিচারে দোষী করে। ভাল, তুমি কোন ২ বিষয়ে তাহাদের ভিন্ন মত দেখিয়াছ?

* উপপথিক উত্তর করিল, তাহা বলি শুন, তাহারা ঋতুভেদ তুচ্ছ করিয়া সকল কালেতেই যাত্রা করা বিহিত জ্ঞান করে, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়া চলি, এই জন্যে তাহারা আমাকে কুস্ব-ভাব রূপে অনুমান করে; বিশেষতঃ তাহারা ঈশ্বরের জন্যে আপন২ সর্ব্বস্ব একেবারে পরিত্যাগ করে, কিন্তু আমি সে রূপ না করিয়া আপন জীবন ও অধিকার যা-হাতে রক্ষা হয়, এমন সকল বিহিত উপায় গ্রহণ করি। মনুষ্য তাহাদের প্রতিবাদী হইলেও তাহারা আপন ২ মতকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে, কিন্তু তাহা না করিয়া আমি কালাকাল ও রীতি বুঝিয়া আপন লাভ না পাইলে ধ-র্ম্মাবলম্বন করি না ধর্ম্ম যখন নেকড়া পরিয়া তুচ্ছের ন্যায় বেড়ান তখনও তাহারা তাঁহার অনুগত হয়; কিন্তু আমি তাহা না হইয়া যখন স্বর্ণ পাদুকা পায়ে দিয়া প্রশং-সিত হইয়া বেড়ান কেবল তখন আমি তাহাকে স্বীকার করি, ইহাতেই তাহাদের সহিত আমার ঐক্য হইতে পারে না।

অপর * ধৃত্তজগৎ কহিল, ভাল ২ তুমিই সাধু লোক বট, এবং ঐ মতেতেই তোমার থাকা কর্ত্তব্য, কেননা যে ব্যক্তি আপন ২ প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করিতে সচেষ্ট সে যদি মূর্খতা করিয়া তাহা হারায় তবে তাহাকে মুর্খের মধ্যে আমি গণনা করি। এ জন্যে আমরা যেন সর্পের মত জ্ঞানবান্ হই; কারণ রৌদ্র সময়ে শস্য সংগ্রহ করা

সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। দেখ মৌমাছি সকল শীতকালে কোন কার্য্য না করিয়া যখন লাভ এবং সুখ পাওয়া যাইতে পারে এমন সময়ে কার্য্য করে। ঈশ্বর কেবল বৃষ্টি দেন, এমন নয়, রৌদ্রও দিয়া থাকেন; অতএব তাহারা যদি এমন ক্ষিপ্তের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া বৃষ্টির মধ্যেই যাত্রা করিবে, তবে করুক, কিন্তু আমরা কাল বিশেষে যাত্রা করিতে সন্তুষ্ট আছি। আর তোমরা যে মত ভাল বাস তাহা বাস, কিন্তু যে মতেতে ঈশ্বরের লাভ দায়ক আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়, তাহাই আমি অধিক ভাল বাসি। কেননা ঈশ্বর কি আমাদিগকে এ জগতের উত্তম ২ বস্তু দেন নাই. বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে এমন কথা কে বলিতে পারে? ভাল, যদি দিয়া থাকেন তবে কি আমাদের তাহা গ্রহণ করা উচিত হয় না? দেখ ইব্রাহীম ও সলিমান ইহারা ধর্ম্মদ্বারা ধনবান হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আয়ুব কহিয়াছে, সাধু লোকেরা ধূলির ন্যায় স্বর্ণ সংগ্রহ করিবে; অতএব তুমি যে রূপ ঐ অগ্রগামি লোকদের বর্ণনা করিয়াছ সে রূপ হইলে তাহাদিগকে সাধু বলা যায় না।

অপর * সর্ব্বরক্ষণেচ্ছুক কহিল, ও হে ভাই, আমরা বুঝি সকলেই এ বিষয়ে ঐক্য হইতেছি, অতএব এখন সে বিষয়ের অধিক কথাতে প্রয়োজন নাই।

* অর্থপ্রিয় কহিল, হাঁ প্রয়োজন নাই বটে, কেননা যাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে ও নীতি শাস্ত্রেতে বিশ্বাস নাই তাহারা স্বেচ্ছাচারজ্ঞ নয়, এবং আপন মঙ্গল চেষ্টাও করে না, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ ও নীতি এ উভয়ই আমাদের পক্ষ ইহা তুমি দেখিতেছ।

তখন *উপপথিক কহিল, হে ভ্রাতা সকল দেখ, আমরা সকলেই যাত্রা করিতেছি, অতএব যাহাতে আমরা মন্দ বিষয়হইতে রক্ষা পাই এমন এক প্রশ্ন করিতে আজ্ঞা হউক।

তাহাতে এই প্রশ্ন উত্তম যে যদি কোন ধর্ম্মোপদেশক কিম্বা কোন ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোক প্রকৃত রূপে কিম্বা ছল দ্বারাই বা হউক আপনাকে ধার্ম্মিক রূপে দর্শাইয়া এই জগতের উত্তম বস্তু পাইতে পারে এমন কোন উপায় সাক্ষাতে দেখে, তবে সে ব্যক্তি পূর্ব্বে যাহাতে মনোযোগ করে নাই এমন কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে তদবধি মনোযোগী হয়, অতএব জিজ্ঞাসা করি. সে বিষয় পাইবার জন্যে ঐ রূপ উপায় গ্রহণ করা কি তাহার দূষ্য হয়, আর সে উপায় ধরিয়া কি সাধু মনুষ্য হইতে পারে না ?

তাহাতে *অর্থপ্রিয় উত্তর করিল, হাঁ আমি তোমার প্রশ্নের অভিপ্রায় বুঝিলাম, কিন্তু নিকটবর্ত্তি মহাশয়েরা অনুমতি করিলেই আমি উত্তর দি। প্রথমতঃ, ধর্ম্মোপদেশকবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর শুন। কোন ক্ষুদ্র পদস্থ উপদেশক যদি আপন পদ অপেক্ষা উত্তম অন্য পদ সুলভেতে পাওয়া যায়, এমন দেখে, কিন্তু অধিক অভ্যাস ও শীলতা ও অধিক মনোযোগ এবং ক্ষণে২ উপদেশ দেওন ইত্যাদির অপেক্ষা করণ প্রযুক্ত যদি তাহার আপন মত কিঞ্চিৎ অন্যথা করিতে হয়, তবে না করিতে পারে এমন কারণ কিছুই দেখি না, বরং করিলেও সর্ব্বতোভাবে সাধু মনুষ্য হইতে পারে। তাহার কারণ বলি শুন।

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র পদস্থ অধ্যাপকের উচ্চপদ পাইবার উ-

পায় চেষ্টা করা যে কর্ত্তব্য ইহা কেহ অন্যথা করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বর তাহার সম্মুখে ঐ পদ উপস্থিত করিয়াছেন, অতএব ঐ উচ্চ পদ পাইবার উপায় যদি থাকে তবে সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃসন্দেহে তাহার চেষ্টা পাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সে ঐ উপায় পাইবার বাঞ্ছাতে অভ্যাস ও উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইতে২ অতি উত্তম মনুষ্য হইয়া উঠে, এবং ঐ আশাতে সে অধিক রূপে আত্মবিদ্যা বৃদ্ধি করে, এই২ যে সকল সে কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হয় জানিবেন।

তৃতীয়তঃ সে ব্যক্তি আপন শ্রোতাদের মঙ্গলের নিমিত্তে আপনার কতকগুলীন প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুগত হয়, ইহাতে এই প্রামাণ্য হয়। ১। যে সে ব্যক্তি পরমঙ্গলের নিমিত্তে আপন মঙ্গল ত্যাগী হয়। ২। ও অতি সুস্বভাব এবং পরকে লওয়াইতে পটু। ৩। অতএব এই২ কারণের জন্যে উপদেশক পদ লইতে অবশ্য পারে।

চতুর্থতঃ এ কারণ ইহা স্থির করি, যে উপদেশক ক্ষুদ্র পদের পরিবর্ত্তে উচ্চ পদের চেষ্টা করে, সে যে লোভি স্বরূপ হইয়া মান্য হয় এমন নয়, কিন্তু তাহাদ্বারা সে যে বিদ্যাতে অধিক মনোযোগী হইয়া উত্তম পণ্ডিত হইল, তৎপ্রযুক্ত তাহাকে স্বপদ কার্য্য সিদ্ধকারি স্বরূপ মানন কর্ত্তব্য, এবং ঐ উপায় উপস্থিত হওয়াই তাহার মঙ্গল।

অপর ব্যবসায়ি বিষয়ক তোমার প্রশ্নের উত্তর দি শুন। এ সংসারে যদি কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আপন বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারে, কিম্বা

ধনবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে অথবা যাহার কাছে অধিক লাভ হয়, এমন কোন ক্রেতা আপন দোকানে আ-নিতে পারে, তবে ঐ কর্ম্ম যে অকর্ত্তব্য ইহার কারণ আমি কিছুই দেখি না। তাহার কারণ বলি শুন।

প্রথমতঃ যে কোন কর্ম্মদ্বারা হউক মনুষ্যের ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াই ভাল।

দ্বিতীয়তঃ ধনবতী স্ত্রীকে বিবাহ করা কিম্বা আপনার দোকানে উত্তম ক্রেতা আনয়ন করা ইহাও অকর্ত্তব্য নয়।

তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া কথিত বিষয় যদি প্রাপ্ত হয়, তবে আপনিই ভদ্র হওয়াতে ভদ্র লোক দ্বারাতে উত্তমা স্ত্রী ও উত্তম ক্রেতা এবং অধিক লাভ ইত্যাদি প্রা-ইতে পারে; অতএব ঐ সকল পাইবার জন্যে ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া অতি উত্তম এবং লাভজনকও বটে।

এই রূপ * উপপথিকের প্রশ্নের প্রতি * অর্থপ্রিয়ের উত্তর শুনিয়া সকলেরি অন্তঃকরণে অতি তুষ্টি হওয়াতে তাহারা পরস্পর সম্মত হইয়া ইহা মনে করিয়া ঐ কিঞ্চিদ্দূরস্থ দুই জন যাত্রী যে * উপপথিককে পরাভব করিয়াছিল, তন্নি-মিত্তে তাহাদের নিকট গিয়া ঐ প্রশ্ন করিতে সকলেই ম-নস্থ করিল। অতএব ইহারা ঐ অগ্রগামি যাত্রিদিগকে ডাকিলে পর ইহারা যে পর্য্যন্ত সে স্থানে উপস্থিত না হইল, তাবৎ তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল। পরে ইহারা যাইতে ২ এই পরামর্শ স্থির করিল, * উপপথিক এই প্রশ্ন না করিয়া * ধৃতজগৎ যেন উপস্থিত করে; কারণ তাহারা এই অনুমান করিয়াছিল, তাহাদের সহিত * উপপথিকের বিরোধ হওয়াতে উহাদের মধ্যে যে ক্রোধ

উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই প্রত্যুত্তর দেওয়াতে দূর হইবে।

অতএব তাহারা ক্রমে২ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত কিঞ্চিৎ নমস্কার বন্দনাদি করিলে পর, *ধৃতজগৎ *খ্রীষ্টীয়ানের ও *কৃতাশের প্রতি ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কহিল, যদি পার তবে ইহার উত্তর দেও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, ধর্ম্ম বিষয়ে এক জন বালকও এ প্রকার দশ হাজার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে যেহেতুক *যোহনের ষষ্ঠ পর্ব্বেতে যেমত রচিত আছে সে মতে যদি রুটী পাইবার জন্যে *খ্রীষ্টের পশ্চাৎ যাওয়া অকর্ত্তব্য হয়, তবে জগৎ পাইবার জন্যে এবং তাহার ভোগের নিমিত্তে যে তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে বাহক-অশ্ব স্বরূপ করা সেটা কি ঘৃণার বিষয় হইতে পারে না। এমত মতাবলম্বী হইতে কেবল দেবপূজক ও কাল্পনিক এবং পিশাচ ও মায়াবী ইহারা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই।

প্রথমতঃ দেবপূজক বিষয়ে দৃষ্টান্ত দি শুন, যখন *হমোর এবং *শিখিম *যাকুবের কন্যাকে ও গো মেষাদি পাল লইতে বাঞ্ছা করিয়া দেখিল, যে ত্বকচ্ছেদী না হইলে তাহা পাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন তাহারা আপনাদের পশ্চাৎ আগত লোকদের প্রতি কহিল, তাহারা যেমন ত্বকচ্ছেদী তেমনি যদি আমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হয়, তবে তাহাদের ধন এবং পশু কি আমাদের হইতে পারে না? ফলতঃ কন্যা এবং গো মেষাদি পাল লইবার চেষ্টায় তাহারা ছিল। এই রূপ

তাহারা তাহা পাইবার জন্যে ধর্ম্মকে বাহক-অশ্ব স্বরূপ উপায় করিয়াছিল। বরং সে বিবরণ সমস্ত পাঠ করিয়া দেখ।

দ্বিতীয়তঃ কাল্পনিক ফারিশিরাও ঐ রূপ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কেননা তাহারা যে দীর্ঘ প্রার্থনা করিত, সে কেবল তাহাদের ছল মাত্র, কিন্তু কোনমতে যে বিধবার গৃহাদি সর্ব্বস্বের অধিকারী হইবে, এই তাহাদের অন্তঃকরণের সম্যক্ বাঞ্ছা, অতএব ঈশ্বর হইতে তাহাদের বিনাশ অবশ্য হইবে।

তৃতীয়তঃ *যীহূদা নামে এক জন ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, সে থৈলার মধ্যস্থিত দ্রব্যের অধিকারী হইবার জন্যে ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব সে পতিত এবং দূরীকৃত হইয়া *নারকীয় সন্তান হইল।

চতুর্থতঃ *শীমন নামক গণক ও ঐ রূপ ধার্ম্মিক ছিল, কেননা সে ধন পাইবার জন্যে পবিত্র আত্মাকে ক্রয় করিতে চাহিল; অতএব সে *পিতরের সাক্ষাতে তদনুসারে দণ্ড পাইল।

পঞ্চমতঃ এই এক কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যক্তি কেবল ঐশ্বর্য্য পাইবার নিমিত্তে ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে আরবার ঐশ্বর্য্যের জন্যে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতেও পারে, তাহার প্রমাণ দেখ না কেন? *যিহূদা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্খী, কিন্তু ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আরবার ঐশ্বর্য্যের লোভে সেই ধর্ম্মকে এবং আপন কর্ত্তাকে বিক্রয় করিল। অতএব অনুমান করি, তুমি যখন নিশ্চয় রূপে ঐ প্রশ্নে সায় দিয়াছিলা, তখন দেবপূজক ও কাল্পনিক এবং নারকীয় লোকের ন্যায়

সেই উওর প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছ, আর তদনুসারে তোমাদের প্রতিফলও হইবে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ানের এ প্রকার উত্তর শুনিয়া তাহারা কোন প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া এক জন অন্যের মুখাবলোকন পূর্ব্বক অবাক হইয়া রহিল। বিশেষতঃ *কৃতাশ *খ্রীষ্টীয়ানের এরূপ উত্তরের গুরুতা দেখিয়া অতি প্রশংসা করাতে তাহারা এমন লজ্জিত হইয়া অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল, যে কোন মতে *খ্রীষ্টীয়ান ও *কৃতাশ অগ্রসর হইয়া যান, এই চেষ্টাতে তাহারা পশ্চাৎ রহিল। তখন *খ্রীষ্টীয়ান আপন সহযাত্রিকে এরূপ কহিতে লাগিল, ওহে ভাই, এই লোকেরা যদি মনুষ্যের বাক্য দণ্ড সহিতে না পারে তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের বাক্য দণ্ড সহ্য করিবে; এবং মৃত্তিকা পাত্রের সাক্ষাতে যদি এরূপ অপ্রতিভ হইল তবে সর্ব্বনাশক অগ্নিশিখার সাক্ষাতে কি করিবে?

পরে *খ্রীষ্টীয়ান এবং *কৃতাশ উভয়ে তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া পুনর্ব্বার ক্রমে২ অগ্রসর হওয়াতে ক্ষণের পর একটি মনোহর মাঠেতে উপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল; তাহাতে সেই মাঠ অল্প প্রশস্ত প্রযুক্ত অতি শীঘ্র পার হইয়া গেল। ঐ মাঠের এক পার্শ্ববর্ত্তী †লাভ নামক একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল, ঐ পর্ব্বতে রূপার আকর থাকাতে অগ্রগত লোকের মধ্যে কেহ২ ঐ আকরের আশ্চর্য্য দেখিতে এক পার্শ্ব হইয়া গমন করিল, কিন্তু ঐ আকরের গর্ত্ত অতি ভ্রান্তিজনক প্রযুক্ত তাহারা তাহার নিকটে গমন করিবা মাত্রে ঐ গর্ত্তের পাড় ঢসিয়া

পড়াতে অনেকে মারা পড়িল, এবং কেহ ২ সেই স্থানে খোঁড়া হইয়া তদবধি মরণ দিন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ভাল মনুষ্য হইতে পারিল না।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন *দেমাস্ নামে মহল্লোক স্বরূপ এক জন ঐ পথের কিঞ্চিৎ দূরস্থ আকরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহা দেখাইবার জন্যে পথিক যাত্রি লোকদিগকে ডাকিতেছে; ইতোমধ্যে সে *খ্রীষ্টীয়ানকে এবং তাহার সহ যাত্রিকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, ও হে তোমরা, এক পার্শ্ব হইয়া এ দিগে আইস, আমি তোমাদিগকে এক দ্রব্য দেখাইব।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান এই উত্তর করিল, আমাদিগকে যে পথ বহির্ভূত করে এমত যোগ্য কোন্ দ্রব্য আছে?

*দেমাস কহিল এ স্থানে এক রূপার আকর আছে. তাহাতে কেহ ২ অর্থ নিমিত্তে খনন করিতেছে; অতএব তোমরা আসিয়া যদি অল্প শ্রম কর, তবে অতিশয় ধনবান্ হইতে পারিবা।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, তবে ভাই আইস, আমরাও দেখি গিয়া।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যাইতে হয় তুমি যাও, কিন্তু আমিতো না, কেননা ওস্থানের বিষয় সকল আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, ওখানে কতো লোক মারা পড়িয়াছে; এবং আরও একটা কথা কহি, ঐ যে ধনস্থান দেখিতেছ ইহা এক প্রকার ফাঁদ স্বরূপ, কেননা যে ব্যক্তি ঐ ধনের চেষ্টা করে তাহাকে যাত্রা বিষয়ে নিবারিত হইতে হয়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান ঐ *দেমাস্কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, কেমন হে, ঐ স্থান কি আপদ্‌বিশিষ্ট হইয়া যাত্রা বিষয়ে অনেকের নিবারণ করে নাই?

তাহাতে * দেমাস উত্তর করিল, যাহারা অসাবধান হইয়া চলে কেবল তাহাদের; কিন্তু সেই কথা কহাতে ঐ * দেমাসের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান * কৃতাশকে কহিল, আমরা যেন স্বপথে বৈ উহার নিকটে এক পাও গমন না করি।

অপর * কৃতাশ কহিল, হেদে দেখ, আমি ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি, সেই * উপপথিক এ পথে আইলে এ ব্যক্তি যদি আমাদের মত তাহাকে ডাকে তবে সে অবশ্য পথ বহির্ভূত হইবে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহার সন্দেহ নাই কেননা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে সেই দিগেই লইয়া যাইবে, কিন্তু সে স্থানে যে না মরে সেতো শতেকের মধ্যে এক জন।

অপর * দেমাস তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিল, তবে কি তোমরা দেখিতে আসিবা না।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া স্পষ্টরূপে কহিল, ওহে, এই পথের প্রভুর এক জন প্রকৃত শত্রু তোমাকে দেখিতেছি; তুমি আপনি পথ বহির্ভূত হওন দোষেতে রাজার বিচারকর্ত্তা হইতে দোষীকৃত হইয়া এরূপ দণ্ডযুক্ত হইয়াছ, অতএব কেন আর সে দণ্ডেতে আমাদিগকে লইতে চেষ্টা কর? আর আমরা সকলে যদি পথ ছাড়া হই তবে আমাদের প্রভু যিনি রাজা, তিনি অবশ্য সে বিষয় জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহার সাক্ষাতে নির্ভয় হইয়া দাঁড়াইবার স্থানেতে তিনি অবশ্য লজ্জা দিবেন।

অপর * দেমাস্ কহিল, তোমরা যদি কিঞ্চিৎ দাঁড়াও তবে আমি তোমাদের এক জন সঙ্গি ভ্রাতা হইয়া তোমাদের সহিত গমন করি।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার নাম কি? আমি তোমাকে যাহা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার নাম নয়?

তাহাতে সে উত্তর করিল, হাঁ, আমার নাম * দেমাস্ বটে, আমি * ইব্রাহীমের বংশজ।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ আমি তোমাকে চিনি। * যিহূদা তোমার পিতা, এবং তোমার প্রপিতামহের নাম * গেহসি। অতএব আমি বুঝিয়াছি, যে তুমি পৈতৃক মতেতেই গমন করিয়াছ, ইহা তোমার শয়তানীয় ছল, কেননা তোমার পিতা রাজদ্রোহ দোষেতে ফাঁসি গিয়াছিল, কিন্তু তুমি অদ্যাপি তাহা অপেক্ষা উত্তম হইবার যোগ্য হও নাই। ভাল, আমরা যখন রাজার নিকট উপস্থিত হইব, তখন এই কার্য্য বিষয় সকলি তাঁহাকে জানাইব, ইহা কি তুমি জান না? এরূপ কহিয়া তাহারা আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

এমন সময় * উপপথিক এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা সে স্থানে আগমন করিলে পর ঐ * দেমাস্ তাহাদিগকে ডাকিবা মাত্রে তদ্দণ্ডে তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল; তাহাতে তাহারা সেই আকরের খাতমধ্যে হেঁট হইয়া দেখিতে২ তাহার মধ্যে পড়িল, কি তন্মধ্যে নামিয়া খনন করিতে লাগিল, কি সেই অধঃ স্থানেতে নিত্য ঊর্দ্ধগত বমনেতে বদ্ধশ্বাস হইল, তাহা আমি

জানিতে পারিলাম না; কিন্তু সেই অবধি তাহাদিগকে আর সে পথে দেখা গেল না। তখন * খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোকদ্বয় গান করিতে২ চলিল।

কেমন ঐক্যতা * উপপথিকের সহিত।
* দেমাসের দেখ দেখি অতি বিপরীত॥
একে ডাকে অন্যে দৌড়ে কারণ ইহার।
একের অংশেতে অংশী হওন অন্যার॥ ১॥
সেই রূপ সংসারের মনুষ্য সকল।
প্রমত্ত হইয়া এই সংসারে বিফল।
অন্যত্র গমনে নাহি তাহার আশয়।
তাহাতে মজিয়া রয় অতি দুরাশয়॥ ২॥

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন* খ্রীষ্টীয়ান ও * কৃতাশ এই রূপ গান করিতে২ ঐ মাঠের শেষ সীমাতে উপস্থিত হইলে পর, সে স্থানে পথের পার্শ্বস্থিত একটা কবরমধ্যে স্ত্রীলোকের আকারের ন্যায় একটা বিকট-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইতে লাগিল; তাহাতে তাহারা সাহস পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দৃষ্টি করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিতর্ক করিলেও সেটা কি তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে কিঞ্চিৎ পরে * কৃতাশ ঐ মূর্ত্তির মস্তকে অসম্ভব অক্ষরেতে লিখিত কতক গুলীন বর্ণ দেখিল, কিন্তু আপনি বড় একটা পণ্ডিত না হওয়াতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া * খ্রীষ্টীয়ানকে ডাকিল; তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান আপনি পণ্ডিত প্রযুক্ত ঐ অক্ষর কিঞ্চিৎ আলোচন করিবা মাত্রে তাহার এই অর্থ বোধগম্য হইল, * লোটের

স্ত্রীকে স্মরণ কর। তাহাতে সে ব্যক্তি আপন সহযাত্রিকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলে পর, তাহারা উভয়ে থাকিয়া এই নিশ্চয় করিল, যখন * লোটের স্ত্রী আপনাকে রক্ষা করিবার জন্যে † সিদোম্ হইতে গমন করিতেছিল, তখন সে ঐ আকরের প্রতি লোভী হইয়া ফিরিয়া দেখাতে যে * লবণ স্তম্ভরূপ হইয়াছিল, সে এই স্তম্ভ; অতএব তাহারা অকস্মাৎ এরূপ আশ্চর্য্য দেখিয়া এই২ কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে ওহে ভাই, † লাভ নামক পর্ব্বতে যাইতে * দেমাস্ আমাদিগকে ডাকিলে পর, এই যে দর্শন হইয়াছিল, ইহা আমি অতি শুভ দর্শন করিয়া মানিতেছি, কেননা সে ব্যক্তি যেমন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল তেমনি তুমি। হে ভাই,যাইতে চাহিয়াছিলা,কিন্তু আমরা যদি লোভী হইয়া তাহার নিকট যাইতাম, তবে না জানি আমরাও ঐ স্ত্রীলোকের ন্যায় পশ্চাৎ আগত লোকদিগের দর্শন স্তম্ভ হইয়া থাকিতাম।

* কৃতাশ কহিল, যে আমি না বুঝিয়া যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে। আমি যে এইক্ষণে * লোটের স্ত্রীর ন্যায় হই নাই, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়; কেননা আমার পাপে তাহার পাপে বিশেষ কি? সে যেমন ফিরিয়া দেখিয়াছিল আমিও তেমনি ফিরিয়া যাইতে বাঞ্ছিত ছিলাম। অতএব অনুগ্রহের স্তুতি হউক; এবং তন্নিমিত্তে আমার মনে লজ্জা উপস্থিত হউক।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে যাহা হউক, হইয়াছে,

কিন্তু এইক্ষণে এই স্থানে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভাবি সময়ের উপকারের নিমিত্তে যেন মনে রাখি; যেহে-তুক ঐ স্ত্রী একবার † সিদোম্ নগরের সংহারেতে রক্ষা পাইলেও অন্য সংহারেতে সংহার হইয়াছে।

* কৃত্তাশ কহিল, সত্য, ইহা আমাদের প্রতি উপদেশও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারে, এবং এরূপ আপন পা-পেতে নষ্ট হইয়াছে যে * কোরাহ্ ও * দাত্তান ও * আবিরাম এবং তাহাদের সহায় যে দুই শত পঞ্চাশ জন লোক ইহারাও আমাদের সাবধানের নিমিত্তে এক২ চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। ভাল, সে যাহা হউক, কিন্তু এই এক বিষয়ে আমার বড় বিতর্ক জন্মে যে ঐ * লোটের স্ত্রী পথহইতে এক পাদও বহির্ভূত না হইলেও যদি ঐ অর্থের প্রতি ফিরিয়া সে লবণ স্তম্ভ হইল তবে ঐ * দেমাস্ এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা কি প্রকারে ঐ অর্থের অন্বেষণে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারে; আর ঐ স্ত্রীর প্রতি যে দণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা ঐ লোকদের দৃষ্টি-গোচরেতেই দর্শন চিহ্ন স্বরূপ হইয়া রহিল; আর চক্ষু তুলিয়া দেখিলেই তাহারা দেখিতে পারে; অতএব আ-মার ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, ইহা অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় তাহাদের অন্তঃকরণ অর্থ বিষয়েতে অতি কঠিন হইয়াছে, অতএব যাহারা বিচার কর্ত্তার সাক্ষাতে চুরী করে কিম্বা যাহারা ফাঁসি কাষ্ঠের নীচে পর দ্রব্য হরণ করে, এমন লোকের সহিত যে অন্য কোন লোকের সহিত তাহাদের তুলনা দিতে পারি না।

আর † সিদোম্ নগরবাসিদের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে তাহারা অতিশয় পাপিষ্ঠ, কেননা ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সদয় প্রযুক্ত পূর্ব্বে যেমন † এদেনের উদ্যান ছিল তৎকালে † সিদোমের দেশ তেমনি মনোহর এবং উর্ব্বরা হইলেও তথাপি ঈশ্বরের প্রতিকূলে তাঁহার দৃষ্টিগোচরে তাহারা এত পাপ করিল; অতএব ঈশ্বরের ক্রোধ অধিক প্রজ্বলিত হওয়াতে তাহারা অসহ্য দণ্ড পাইল। ইহাতে এই অনুমান করা যথার্থ কুপথে গমন নিবারণের নিমিত্তে দৃষ্টান্ত সাক্ষাতে থাকিলেও যাহারা পাপ করে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর দণ্ড পাইতে পারে।

* কৃতাশ কহিল, তুমি সত্য কহিয়াছ, কিন্তু তুমি ও আমি যে এরূপ দৃষ্টান্ত স্থল হই নাই ইহা আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহের বিষয়। ইহার নিমিত্তে ঈশ্বরের স্তুতি করা, এবং তাহার সাক্ষাতে ভয় পূর্ব্বক আচরণ করা, এবং লোটের স্ত্রীকে নিত্য ২ স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন তাহারা তথাহইতে ক্রমে ২ গমন করিতে ২ একটি মোনহর নদীতীরেতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে * দাউদ রাজা ঐ নদীর নাম ঈশ্বরের নদী রাখিয়াছিল, কিন্তু * যোহন কহিল, সে জীবনজলনদী; যাহা হউক ঐ নদীর তীর দিয়া বরাবর পথ যাওয়াতে * খ্রীষ্টিয়ান ও * কৃতাশ অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে ২ ঐ নদীর জল পান করাতে তাহাদের শ্রান্তি দূর হইয়া প্রফুল্লমন হইতে লাগিল। ঐ নদীর উভয় তীরেতে নানা বিধ

সুস্বাদু ফলদায়ি অনেক২ বৃক্ষ থাকাতে তাহারা সুখেতে ঐ সকল ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিল, এবং পথে গমন জন্য যে২ রক্তবিকার রোগ জন্মিয়াছিল তাহা নিবারণার্থে ঐ সকল বৃক্ষের পত্র ভোজন করিতে লাগিল। এই রূপে উত্তম২ ফল ভোজন করিয়া নদীর উভয় পার্শ্বে যে উত্তম২ শ্যামবর্ণ তৃণ ও নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ যুক্ত একটি মাঠ ছিল ঐ মাঠেতে তাহারা সুখেতে নিষ্কণ্টকে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। অপর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহারা পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষের ফলাদি পাড়িয়া ভোজন করিয়া আরবার শয়ন করিল। এই রূপে তাহারা সেই স্থানে অনেক দিনাবধি থাকিয়া এই শ্লোকত্রয় গান করিতে লাগিল।

নদীর স্ফটিকজল যাত্রি সান্ত্বনায়।
পথ মধ্যে বহ্যা যায় নিরমল কায়॥
মাঠের শ্যামল তৃণ আর কুসমাদি।
আপন সুগন্ধ ভিন্ন অন্য দ্রব্য আদি ১॥
কেমন উৎপন্ন করে সে সভের তরে।
যেই জন জানে সেই ভদ্র তরু বরে॥
কেমন উত্তম ফল প্রসূনাদি বরে।
অতিশয় মনোনীত সেই বৃক্ষ ধরে॥
আপনার যতো ধন ছিল ভাগে ২।
বিক্রয় করিয়া তাহা অতি অনুরাগে॥
সেই সুখালয় ক্ষেত্র ক্রয়ার্থে আসিয়া।
বিক্রয় করণাসক্ত হয় সেই যাইয়া॥

অপর তাহারা পুনর্ব্বার সেই স্থানে ভোজন পানাদি করিয়া পুনর্যাত্রা করণে প্রবৃত্ত হইল, যেহেতুক তাহাদের পথ সমাপ্ত হয় নাই।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন তাহারা তথাহইতে অল্প দূর গমন করিলে পরে ঐ নদী পথহইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া তাহারা অতি শোকাকুল হইল; কারণ তাহাদের পথ ছাড়া হইতে অতিশয় ভয় ছিল, আর ঐ নদীর কূলে২ যে পথ ছিল সে অতিশয় বাঁকা প্রযুক্ত সে পথে যাইতে তাহারা ভয় করিল; কিন্তু বহু দূর আগমন প্রযুক্ত অতিশয় পা ব্যথা হওয়াতে ঐ পথ অপেক্ষা একটি উত্তম পথ বাঞ্ছা করিল; এই রূপে তাহারা সেই স্থানে পথের নিমিত্তে ব্যাকুল হইল। অপর তাহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে পথের বামপার্শ্বস্থিত † উপপথ নামে একটি মাঠ দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে কহিল, এই মাঠ যদি পথের পার্শ্ব দিয়া যায় তবে চল, ইহারি মধ্য হইয়া যাই। এ কথা কহিয়া ঐ মাঠ দেখিবার জন্যে সে মাঠে প্রবেশিবার নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল ঐ দ্বারের নিকটে বেড়ার অন্য পার্শ্বে গিয়া যে ঐ মাঠের মধ্যে এক পথ আছে ইহা দেখিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আহা আমার মনোবাঞ্ছানুসারেই হইয়াছে, এ পথ দিয়া যাওয়া অতি সুগম; অতএব হে *কৃতাশ, আইস, আমরা পার হইয়া ঐ পথে যাই।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, ঐ পথ দ্বারা পাছে আমরা পথ বহির্ভূত হই, তবে কি হইবে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না এমন হইতে পারে না; দেখ না কেন? এপথ যেমন ঐ পথও তদ্রূপ হইয়া গিয়াছে। এরূপ সহযাত্রির কথা শুনিয়া *কৃতাশ তাহারি মতেতেও মত করিল; অতএব তাহারা সে দ্বার পার হইয়া

পথে উপস্থিত হইলেপর ক্রমে২ তাহাদের সে পথ অতি সুগম বোধ হইতে লাগিল, এবং কিঞ্চিৎ অগ্রে * ব্যর্থসাহস নামে কোন ব্যক্তিকে গমন করিতে দেখিয়াও তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এই পথ কোথায় যায়? তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল,এ পথ স্বর্গীয় রাজধানী দ্বারেতে যায়, তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দেখ দেখি, আমিও ইহা কহিলাম, অতএব আমরা প্রকৃত পথে আছি, ইহা নিশ্চয় জানিবা। পরে সে ব্যক্তি অগ্রে২ এবং তাহারা পশ্চাৎ২ হইয়া চলিল বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইয়া অতিশয় নিবীড় অন্ধকার হওয়াতে পশ্চাদ্গামি লোকেরা অগ্রগামি ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইল না।

পরে ক্রমে২ এমনি ঘোরতর অন্ধকার হইয়া উঠিল, যে ঐ * ব্যর্থসাহস নামে অগ্রগামি ব্যক্তি সম্মুখস্থ পথ দেখিতে না পাওয়াতে একটা গভীর খাতেতে পড়িল। ঐ খাত * ব্যর্থসাহসের মত ক্ষিপ্তলোকদের ফাঁদের নিমিত্তে ঐ ভূমির অধিকারী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান ও * কৃতাশ উভয়ে ঐ ব্যক্তির পতনের শব্দ শুনিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে? কি হে? পড়িয়াছ না কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর না পাইয়া কেবল কোঁকানি শব্দ শুনিতে পাইল। অতএব * কৃতাশ * খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রিয় ভ্রাতঃ, এই ক্ষণে আমরা কোথায়? তখন * খ্রীষ্টীয়ান ঐ কথা শুনিয়া আপন সঙ্গিকে যে বিপথে আনিয়াছি ইহা মনে করিয়া বিমর্শ হইয়া রহিল। এমন

সময়ে অকস্মাৎ অতিশয় ঝড় বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন ইত্যাদি হওয়াতে বন্যার জল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাহাতে * কৃতাশ একটা হুঙ্কার করিয়া কহিল, হায়২ আমি যদি সেই পথ মধ্যে থাকিতাম তবে বড়ই ভাল হইত।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই এমন কে জানে যে এই পথে আসিয়া আমরা পথ বহির্ভূত হইব?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, আমরা পাছে পথ বহি-হির্ভূত হই ইহা আমার পূর্ব্বাবধি বড় আশঙ্কা ছিল; এই জন্যে আমি আগে তোমাকে সুপরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে স্পষ্ট রূপে নিষেধ করিতেও আমার বাঞ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, অতএব সেটা ভাল হয় না, ইহা আর বার ভাবিলাম।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে প্রিয়তম ভাই, আমি না বুঝিয়া তোমাকে পথ বহির্ভূত করিয়া এমত আপদের মধ্যে আনয়ন করাতে বড় দুঃখিত হইয়াছি অতএব তুমি ক্রুদ্ধ না হইয়া আমাকে ক্ষমা কর, যেহেতুক আমি তোমার মন্দ ভাবিয়া ইহা কখন করি নাই।

* কৃতাশ কহিল, হে ভ্রাতঃ, তুমি শান্ত হও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আর এ বিপদ হইতে আমাদের মঙ্গল হইবে ইহা নিশ্চয় জানি।

* খ্রীষ্টায়ান কহিল, এমন ক্ষমাশীল ভ্রাতার সহিত মিলনেতে আমার বড় আহ্লাদ কিন্তু সে যাহা হউক এই ক্ষণে আমাদের এ স্থানে দাঁড়ইয়া থাকা অকর্ত্তব্য, অতএব চল ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করি!

তাহাতে * কৃত্তাশ কহিল, হে ভদ্র ভ্রাতঃ, তবে আমাকে অগ্রে যাইতে দেও।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, আমি অগ্রে যাই; কেননা আমার দোষের নিমিত্তে আমরা পথ বহির্ভূত হইয়াছি, অতএব সম্মুখে যদি কোন আপদ থাকে তবে সে আমাকে লইয়াই যাইবে।

* তাহাতে * কৃত্তাশ কহিল, না, তুমি অগ্রসর হইয়া গমন করিও না, কেননা তোমার মন অতি ব্যস্ত প্রযুক্ত তুমি পাছে পুনর্ব্বার পথ হারাও। এই রূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহারা অকস্মাৎ এই একটি শুনিতে পাইল, তোমার অন্তঃকরণ রাজপথ প্রতি হউক, অর্থাৎ যে পথে তুমি যাইতেছিলা সেই পথে ফিরিয়া যাও। এ প্রকার আকাশবাণী শ্রবণ করাতে সে সময় বন্যার জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া দুর্গম পথ হইলেও তাহারা ফিরিয়া যাইতে স্থির করিল; কিন্তু একে অত্যন্ত অন্ধকার, তাহাতে বন্যার জল অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা প্রায় বার দশেক হাবুডুবু খাইতে লাগিল; তাহাতে আমি ভাবিলাম, পথ হারাইয়া পুনর্ব্বার পথ পাওয়া অপেক্ষা বরং পথ হারাণ সহজ।

এই রূপে তাহারা কৃত সাধ্যে চেষ্টা করিলেও ঐ রাত্রির মধ্যে মাঠের দ্বার পাইতে পারিল না অতএব অবশেষে কোন একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় স্থান পাইয়া নিশি প্রভাতের অপেক্ষা করিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল, কিন্তু অতিশয় শ্রান্ত প্রযুক্ত হঠাৎ নিদ্রাগত হইল। অপর প্রভাত হইলে * নৈরাশ বীর নামে ঐ স্থানের অধ্যক্ষ-

আপন অধিকারের মধ্যে গতায়াত করিতে২ ঐ স্থানে * খ্রীষ্টীয়ানকে এবং * কৃতাশকে নিদ্রাগত দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি হইয়া কটু বাক্যেতে কহিতে লাগিল, ওরে, গা তোল, তোরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছিস, এবং আমার ভূমিতেই বা কি করিতেছিস? তাহাতে তাহারা কহিল হে মহাশয়,আমরা যাত্রিক, অন্ধকার প্রযুক্ত পথ হারাইয়াছি। তখন ঐ বীর কহিল, তোমরা আমার ভূমিতে আসিয়া নিদ্রা যাওয়াতে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ; অতএব আমার সঙ্গে তোমাদিগকে যাইতে হইবে। তাহাতে ঐ বীর তাহাদের হইতে অধিক বলবান প্রযুক্ত সুতরাং তাহাদিগের তাহার সহিত যাইতে হইল, এবং তাহারা নিজে দোষী প্রযুক্ত তাহার সহিত কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরব হইয়া থাকিল। অতএব ঐ বীর তাহাদিগকে অগ্রে২ তাড়াইয়া লইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তি যে তাহার গড় ছিল ঐ গড়ের মধ্যে কদর্য্য দুর্গন্ধ বিশিষ্ট অন্ধকারময় কারাগারে ভরিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহাতে তাহারা সেই স্থানে এমনি দুর্দ্দশাপন্ন হইল যে বুধবার অবধি রবিবার পর্য্যন্ত আলো কিম্বা অন্নজলের মুখ এক বারও দেখিতে পায় নাই; আর সে স্থানে তাহাদের বন্ধু বান্ধব লোক থাকা দূরে থাকুক,তোমরা কেমন আছ ইহা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও কেহ ছিল না অতএব * খ্রীষ্টীয়ান এরূপ দুরাবস্থাপন্ন হওয়াতে আপনারি পরামর্শে যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা মনে করিয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল।

অপর রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ + নৈরাশ নামক বীর

আপন * সন্দিগ্ধা নাম্নী স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিয়া আপনি সে দিনে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা সকলি কহিল বিশেষতঃ ঐ বন্দিদিগকে আপন ভূমি লঙ্ঘন দোষেতে দোষী করিয়া কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও কহিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদিগকে লইয়া আমার কি করা কর্ত্তব্য? তখন তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, তাহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এবং কোথাইবা যাইতেছে? তাহাতে সে বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া কহিলে পর ঐ স্ত্রী তাহাকে এই পরামর্শ দিল; কল্য প্রাতঃকালে তুমি উঠিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিবা। অতএব পর দিন প্রভাত হইলে ঐ বীর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একটা বৃহৎ লাঠি লইয়া কারাগারে গমন করিয়া যাত্রিরা ভাল মন্দ কোন কথা না কহিলেও কুক্কুরকে প্রহারের ন্যায় তাহাদিগকে এমনি প্রহার করিল; তাহাতে তাহারা উঠিয়া কোন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, মাঝিয়াতে আপন ২ পার্শ্ব ফিরাইতে অসমর্থ হইল। এমন হইলে সে তাহাদের বিলাপ ও দুঃখভোগ করাইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; অতএব তাহারা প্রহারের যন্ত্রণাতে হাহাকার ও রোদন করিয়া সমস্ত দিন কাটাইলে পর রাত্রি উপস্থিত হইলে, ঐ বন্দি লোকেরা এখনো বাঁচিয়া আছে, এই সংবাদ স্বামির নিকটে জ্ঞাত হইয়া ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার স্বামিকে এই মন্ত্রণা দিল, তাহারা কোন প্রকারে আপনা আপনি মরে এমন পরামর্শ তাহাদিগকে দেও। তাহাতে প্রভাত হইলে ঐ বীর পূর্ব্বের মত অতি কটু কাটব্য কথা কহিতে২ তাহাদের নিকটে

উপস্থিত হইয়া তাহারা পূর্ব্ব দিবসের প্রহারেতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, ইহা দেখিল; তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমাদিগের এই কারাকূপ হইতে নির্গত হইবার কোন সম্ভাবনা মাত্র নাই, ইহা আমি দেখিতেছি; অতএব এই স্থানে ছুরিকাঘাতে কিম্বা ফাঁশি দ্বারা অথবা বিষ ভক্ষণ দ্বারা তোমাদিগকে প্রাণ ত্যাগ করাই উত্তম কল্প, কেননা জীবন ধারণেতে যদি এত দুঃখ তবে সে জীবন রাখিয়া ফল কি? তখন তাহারা কাকুতি বিনতি করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও। তাহাতে সে বীর মহা ক্রোধেতে চক্ষু ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহাদের প্রতি এমন ধাবমান হইয়াছিল, যে তাহার চিরকালের সেই অপস্মার রোগ যদি তখন ক্ষণেকের নিমিত্তে তাহার হস্ত পাদাদি অবশ না করিত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নষ্ট করিত; কিন্তু এ রূপ রোগগ্রস্ত হওয়াতে তখন কিছু করিতে না পারিয়া তাহাদের বিষয়ে কি করিবে ইহা স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্যে তখন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেল। তাহাতে বন্দি লোকেরা পরস্পর এই পরামর্শ করিতে লাগিল, আমাদিগের তাহার ঐ পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য কি না?

প্রথমতঃ * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ও হে ভাই, আমরা কি করিব? এই ক্ষণে যে রূপে বাঁচিয়া আছি এ রূপ জীবন ধারণ করা অপেক্ষা বরং একেবারে ফাঁশিতে গলা দেওয়া আমার অধিক গ্রাহ্য হয়, এবং এই কারাকূপে থাকা অপেক্ষা বরং কবর প্রাপ্তি আমার পক্ষে অনেক সহজ বোধ হয়; তবে এই বীরের পরামর্শ মানিব কি না?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, এই ক্ষণে আমাদের যে রূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা এ রূপে চিরকাল বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল, ইহা আমারো অধিক বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে আমরা যে দেশে গমন করিতেছি সেই দেশের কর্ত্তা কহিয়াছেন, তুমি নরহত্যা করিবা না; অতএব যদি অন্যকে হত্যা করা অকর্ত্তব্য তবে অন্যের পরামর্শ লইয়া আত্মহত্যা করা তাহা আরো অধিক নিষিদ্ধ জানিবা। তদ্ভিন্ন আরো কহি, যে ব্যক্তি পরকে হত্যা করে সে কেবল শরীরকে বধ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে নষ্ট করে সে আপন শরীর ও আত্মা উভয়কেই একেবারে বধ করে। আর তুমি যে কহিতেছ, কবরেতে সুখ আছে; ভাল, আত্মঘাতি লোকেরা যে স্থানে নিশ্চয় গমন করে সে নরকস্থানের কথা কি তুমি শুনিয়াছ? যেহেতুক কোন হত্যাকর্ত্তার পরিত্রাণ নাই। আর আমরা পুনর্ব্বার আর একটা বিবেচনা করি, যে সকল বিধি ব্যবস্থাই কেবল এই নৈরাশ বীরের বশীভূত নয়, কেননা আমাদের মত অন্য২ লোক তাহা কর্ত্তৃক ধরা পড়িলেও উহার হস্ত হইতে এড়িয়াছে ইহা আমি শুনিয়াছি; অতএব শুন, কি জানি যদি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর ঐ বীরের মৃত্যু ঘটান, কিম্বা তাহা না হইলেও এমন হইতে পারে যে কোন সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া চাবি তালা দিতে সে ভুলিয়া যায়; আর হয় তো এমনো সম্ভাবনা আছে যে ঐ বীরকে অপস্মার রোগেতে পঙ্গু করিতে পারে; কিন্তু এমন যদি হয় তবে অতি সাহস বাঁধিয়া তাহার হস্ত হইতে এড়াইতে যথা সাধ্য ক্রমে

চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে যে আমি সে চেষ্টা করি নাই, ইহাতে বড় অনর্থ করিয়াছি ; সে যাহা হউক হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষণে আমরা আত্মহত্যা না করিয়া কিছু কাল সহ্য করিয়া থাকি ; কেননা যাহাতে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক মুক্ত হইতে পারি এমন কাল কখন উপস্থিত হইলেও হইতে পারে ; অতএব আমরা কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করি। এই রূপ কথা কহিয়া আপন ভ্রাতার মন কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে সুস্থির করিল। এই প্রকারে তাহারা সমস্ত দিন ঐ অন্ধকারেতে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া একত্র রহিল।

অনন্তর বন্দিরা তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্যে ঐ বীর সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার ঐ কারাগৃহে আসিয়া দেখিল যে তাহারা মরে নাই, কিন্তু অন্ন জলাভাবে এবং প্রহারের যন্ত্রণাতে মৃত প্রায় হইয়াছে, কেবল নিশ্বাস মাত্র বহিতেছে। এমন দেখিলেও সে যে এখনো উহাদিগকে জীবিত পাইল ইহাতেই অতি রাগান্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, তোরা যদি আমার মন্ত্রণা গ্রহণ না করিস তবে এই ক্ষণে তোদিগের বড় দুর্দ্দশা ঘটিবে।

এ কথা শুনিয়া তাহারা ভয়েতে থর২ করিয়া কাঁপিয়া এমনি হইল, যে আমার মনে লয় * খ্রীষ্টীয়ান মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল ; পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া তাহারা ঐ বীরের মন্ত্রণা গ্রহণ করিবে কি না তাহা পরামর্শ করিতে লাগিল ; তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান যে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করে এমন তাহার পুনর্ব্বার ইচ্ছা হইল বটে,

কিন্তু * কৃত্তাশ দ্বিতীয় বার সেই রূপ উত্তর করিয়া নিবারণ করিল।

তাহাতে * কৃত্তাশ কহিল, ও হে ভাই, ইহার পূর্ব্বে তুমি যে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলা তাহা কি এখন তোমার স্মরণে আইসে না? তুমি একা হইয়া অপাল্যনের সহিত যুদ্ধ এবং মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীতে ভয়ানক দর্শন ও স্পর্শন করিলেও তাহারা কেহ তোমাকে দমন করিতে পারে নাই, আর ইহার পূর্ব্বে তুমি কতো দুঃখ কষ্ট ভয় ইত্যাদি সহিষ্ণুতা করিয়াছ, তথাপি কি তোমাকে এখনও ভয়েতে ঘেরিয়া আছে। দেখ ঐ বীর তোমাকে যেমন দুর্গতি দিতেছে তেমনি আমাকেও কারাকূপে বদ্ধ করিয়া অন্ন জল বারণ পূর্ব্বক নিত্য ২ প্রহারেতে আমাকে মৃতকল্প করিয়াছে; আর তুমি যেমন আলো রহিত হইয়া বিলাপ করিতেছ আমিও তেমনি তোমার সহিত সর্ব্বদা রোদন করিতেছি; অতএব আমি স্বাভাবিক তোমা-হইতে দুর্ব্বল হইলেও নির্ভয় আছি ইহা তুমি দেখিতেছ; সে যাহা হউক, কিন্তু এখন আমরা আরো ধৈর্য্যাবলম্বন করি। তুমি * মায়া নামক মেলাতে শৃঙ্খলেতে ও পিঞ্জরেতে বদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুতেও কেমন নির্ভয় ছিলা; অতএব এইক্ষণে তাহা স্মরণ কর। * খ্রীষ্টীয়ান লোকদের দৃষ্টিতে যাহা কখন ভাল দেখায় না এমত লজ্জাকর কর্ম্ম এড়াইবার নিমিত্তে আমরা এইক্ষণে সাধ্য পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

অপর পুনর্ব্বার রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ বীরের স্ত্রী স্বামিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে নাথ, ঐ বন্দিরা তোমার

পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে কি না? তাহাতে ঐ বীর কহিল, তাহারা অতিশক্ত দস্যু বরং সর্ব্ব প্রকার তাড়না ও মন্ত্রণা সহ্য করিতে তাহারা সম্মত আছে, তথাপি আপনাদের মৃত্যু বাসনা করে না। তাহাতে ঐ স্ত্রী কহিল, শুন, কল্য তাহাদিগকে গড়ের উঠানে লইয়া গিয়া পূর্ব্বে যাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছ তাহাদের অস্থিমুণ্ডরাশি প্রভৃতি দেখাইয়া তাহাদিগকে এই প্রবোধ জন্মাও, এই দেখ, পূর্ব্বে যে যাত্রিরা আসিয়াছিল তাহাদের যেমত দশা করিয়াছি সপ্তাহের মধ্যে তোমাদিগকেও সেই রূপ খণ্ড২ করিব।

পরে প্রভাত হইলে স্ত্রীর পরামর্শানুসারে ঐ বীর কারাগারে উপস্থিত পূর্ব্বক তাহাদিগকে গড়ের উঠানে লইয়া গিয়া সেই সকল অস্থিমুণ্ড দেখাইয়া কহিল, এই সকল যাত্রিরা পূর্ব্বে তোমাদের মত আমার ভূমি লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিল, অতএব আমার ইচ্ছানুসারে আমি ইহাদিগকে খণ্ড২ করিয়াছি, এবং তোমাদিগকেও দশ দিনের মধ্যে এই রূপ করিব; তোমরা পুনর্ব্বার আপনা-দের কারাকূপে নামিয়া যাও। এ কথা কহিয়া তাবৎ পথ তাহাদিগকে প্রহার করিতে২ লইয়া গেল। তাহাতে তাহারা পূর্ব্বমত অতি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া শনিবারের সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। অপর রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ * সন্দিগ্ধা নাম্নী স্ত্রী আপন স্বামির নিকটে ঐ বন্দিদিগের কথা উত্থাপন করিল; তাহাতে ঐ বৃদ্ধ বীর কহিল, হে দে দেখ, ঐ দুই জনের বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, কেননা আমি প্রহার দ্বারা কি পরামর্শ দ্বারা কিছু-তেই তাহাদিগের শেষ করিতে পারিলাম না। এই কথা

শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, আমার বোধ হয় তাহাদের এমত কোন ভরসা আছে যে কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিবে, কিম্বা সিঁধ কাটিয়া পলাইতে পারে এমন সিঁধ কাটি তাহাদের কাছে থাকিতে পারে। তাহাতে ঐ বীর কহিল, হে কান্তে, কহ কি? তবে প্রভাত হইলে আমি যাইয়া তাহাদের গাত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিব।

এখানে বন্দি লোকেরা শনিবারের মধ্যরাত্রি সময়ে প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিল।

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে * খ্রীষ্টীয়ান সচৈতন্য হইয়া অকস্মাৎ এই কথা কহিয়া উঠিল, হো হো আমি কেমন অজ্ঞান, ইহাহইতে আমি স্বচ্ছন্দে মুক্ত হইতে পারি, তবে কেন এই দুর্গন্ধ কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকি? যেহেতুক * অঙ্গীকার নামে এক চাবি আমার বক্ষঃস্থলে আছে; অতএব আমি † সন্দেহ নামক গড়ের তাবৎ দ্বার নিঃসন্দেহ রূপে খুলিতে পারি। এ কথা শুনিয়া * কৃতাশ কহিল, এ বড় মঙ্গল সমাচার, তবে ও হে ভাই, বক্ষঃস্থল হইতে তাহা বাহির করিয়া খুলিতে পার কি না তাহা দেখ।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ঐ চাবি বাহির করিয়া ক্রমে ২ সকল দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিল। ঐ চাবির এমনি গুণ ছিল যে তাহা ঘুরাইবা মাত্রেতে ঐ দ্বার স্বচ্ছন্দে আপনা আপনি খুলিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা সমস্ত দ্বার পার হইয়া শেষে লৌহ নির্ম্মিত একটি দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দ্বার অতি কঠিন হইলেও ঐ চাবি দ্বারা খুলিয়া গেল। তখন তাহারা শীঘ্র পলা-



ইবার জন্যে ঐ কপাটে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেওয়াতে এমত কেড় কেড়িয়া শব্দ হইয়া উঠিল, যে ঐ শব্দেতে * নৈরাশ বীর জাগৃত হইয়া বন্দিদের পশ্চাৎ২ তাড়াইয়া গেল; কিন্তু অকস্মাৎ অপস্মার রোগেতে তাহার অঙ্গ অবশ হওয়াতে সে অধিক দূর যাইতে পারিল না। অত- এব তাহারা বেগে দৌড়িয়া যে স্থানে ঐ বীরের অধি- কার ছিল না এমন রাজ পথে উপস্থিত হইয়া নিষ্ক- ণ্টকে রহিল।

এই রূপে কারাগারহইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাঠ দ্বার পার হইলে পর তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া যে সকল যাত্রিরা পশ্চাৎ আসিতেছে এবং আসিবে তাহাদের যেন ঐ দুরাত্মা *বীরের হস্তে পতন না হয় এই নিমিত্তে সেই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি এই কথা লিখিল, এই দ্বারের ওপার্শ্বে † সন্দেহ নামক গড়ের অধিকারী * নৈরাশ নামে এক জন বীর আছে, সে স্বর্গীয় রাজাকে তুচ্ছ করে এবং তাহার অনুগত যাত্রিদিগের বিনাশ করে। অতএব পশ্চাৎ আগত যাত্রিদের মধ্যে অনেকে ঐ লিখন পাঠ করিয়া সে আপদ এড়াইয়াছে। পরে তাহারা এই রূপ গান করিতে লাগিল।

আপনার পথ বহির্ভূত হওনেতে।
লঙ্ঘিয়া অন্যের অধিকারে যাওনেতে।।
কতো সুখ এ বিষয়ে তাহা ভাল রূপে।
বিজ্ঞাত হইলাম বদ্ধ হয়্যা কারাকূপে।।
আর পশ্চাৎ আগমন কারি যাত্রিকেরা।
এবিষয়ে সাবধান হউক সবে তারা।।

আমা সভাকার মত আলস্য হেতুক।
তাহাদের সেই ভোগ করিতে না হউক ॥
যে হেতুক লজ্মন করিলে অন্তবাস।
সন্দেহ নামক গড় অধ্যক্ষ নৈরাশ ॥
নামেতে প্রসিদ্ধ বীর তাহার গোচরে।
বন্দী যে হইতে হয় ঘোর কারাগারে ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর * খ্রীষ্টীয়ান এবং * কৃতাশ উভয়ে সে স্থান-হইতে গমন করিতে২ * রমণীয় নামক পর্ব্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; ঐ সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব কথিত পর্ব্বত স্বামির অধিকার। পরে তাহারা বন ও উপবন ও দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রাদি দেখিবার জন্যে ঐ * রমণীয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সে স্থানে স্নান ও জল পান এবং তৃপ্তি পূর্ব্বক দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল ভোজনাদি করিল, এবং ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে যে মেষপালকেরা বসতি করে তাহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে পর শ্রান্ত যাত্রির ব্যবহারানুসারে যষ্টি অবলম্বন করিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত পূর্ব্বক জি-জ্ঞাসা করিতে লাগিল, এই সমস্ত * রমণীয় পর্ব্বত কাহার, এবং এই সকল মেষপালই বা কাহার?

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, এই পর্ব্বত সমস্ত * অম্মানুএল নামে রাজার অধিকার, ঐ রাজার নগর এস্থা-নহইতে দেখা যায়। তাঁহারি এ সকল মেষপাল জানিবা। তিনি এই সমস্ত মেষের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়াছেন।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, স্বর্গীয় রাজধানীতে যাই-বার কি এই পথ?

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, তোমরা স্বপথে আছ।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, স্বর্গীয় রাজধানী এই স্থান- হইতে কত দূর হইবে? মেষপালকেরা কহিল, যাহারা নিশ্চয় সে স্থানে উপস্থিত হইবে তাহাদের বড় একটা দূর নয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন লোকদের বহু দূর।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ঐ পথ সুগম কি দুর্গম? মেষ- পালকেরা কহিল, যাহাদের জন্যে সুগম তাহাদের জন্যেই সুগম; কিন্তু আজ্ঞালঙ্ঘনকারির পক্ষে দুর্গম, তাহারা সে পথে পতিত হইবে।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কেমন পথশ্রান্ত এবং দুর্ব্বল যাত্রিদিগের নিমিত্তে কি এ স্থানে শ্রমনা- শক কোন দ্রব্য আছে?

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, এই পর্ব্বতের কর্ত্তা এই অজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা অবশ্য বিদেশি লোকদিগের অতিথি করিবা; অতএব এই স্থানে যে কিছু উত্তম দ্রব্য আছে সে সকলি তোমাদের।

এই রূপ কথোপকথনের দ্বারা মেষ পালকেরা যখন মনে২ বুঝিল, হাঁ, ইহারা প্রকৃত যাত্রি বটে, তখন তাহা- রাও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ এবং এ পথে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া সাহস পূর্ব্বক এতো দূর আসিয়াছ? কেননা আ- মরা দেখিতেছি, যাহারা এই স্থানের প্রতি মুখ হইয়া যাত্রা আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক আ- সিয়া এই পর্ব্বতে দেখা যায়। তাহাতে তাহারা অন্য স্থানে যে রূপ উত্তর করিয়া আসিয়াছে সেখানেও সেই

মত উত্তর করিল; অতএব মেষপালকেরা তাহাদের উত্তর শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি পূর্ব্বক কহিল, এই * রমণীয় পর্ব্বতে তোমাদের মঙ্গল হউক।

অপর * জ্ঞান নামে ও * অনুভব নামে এবং * সচেতন নামে ও * সরল নামে এই সকল মেষপালকেরা তাহাদের হাত ধরিয়া আপনাদের কুটীরেতে লইয়া গিয়া যথা প্রস্তুত দ্রব্যাদিদ্বারা তাহাদিগকে পরিতোষ ভোজন করাইল, এবং কহিল, আমাদের সহিত আলাপের নিমিত্তে এবং এই পর্ব্বতে যে ২ উত্তম দ্রব্য আছে তাহা দ্বারা আপনাদিগকে সান্ত্বনা করাইবার জন্যে আমাদের বাঞ্ছা আছে যে তোমরা এই স্থানে কিছু দিন থাক। তাহাতে যাত্রিরা কহিল, ভাল, আমরা সম্মত আছি, এই রূপ কথোপকথন করিতে ২ অধিক রাত্রি হওয়াতে তাহারা সেই স্থানে শয়ন করিল।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন রাত্রি প্রভাত হইলে ঐ মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে জাগাইয়া ঐ পর্ব্বতের চারিদিগ দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে লইয়া বেড়াইতে গেল। তাহাতে ঐ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব অতি মনোহর সুদৃশ্য প্রযুক্ত যাত্রিরা তাহাদের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল। পরে মেষপালকেরা ঐ যাত্রিদিগকে যে কোন ২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখান আপনারা পরস্পর এমন পরামর্শ স্থির করিলে পর প্রথমতঃ যাত্রিদিগকে † ভ্রম নামক একটা পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে অধোদৃষ্টি করিতে কহিল। তাহাতে তাহারা নীচের দিগে দৃষ্টি পাত করিয়া

দেখিল যে মনুষ্যেরা বড় উচ্চ হইতে পড়িলে যেমন চূর্ণী-ভূত হয় এমনি কতক গুলীন শব ঐ পর্ব্বতের তলে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার ভাব কি? তাহাতে মেষপালকেরা কহিল শরীর উত্থানের প্রত্যয় বিষয়ে * হুমিনেয় ও * ফিলীত নামকের বাক্যেতে যাহারা ভ্রান্ত হইয়াছিল তাহাদের বিষয় কি তোমরা শুন নাই? তাহাতে তাহারা কহিল হাঁ, তাহা শুনিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, তবে এই পর্ব্ব-তের তলে যাহাদের শব দেখিতেছ ইহারাই সেই লোক জানিবা। এই ক্ষণে যেন কেহ অধিক উচ্চস্থানে না উঠে, এবং এই পর্ব্বতের অধিক পার্শ্বেতে না যায়, এই সাব-ধানের নিমিত্তে তাহারা আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া কবরহীন হইয়া রহিয়াছে।

অপর মেসপালকেরা সে স্থানহইতে * সাবধান নামে অন্য এক পর্ব্বতের শিখরোপরি তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দূর দৃষ্টি করিতে কহিল। তাহাতে তাহারা দৃষ্টি করিয়া অনুমান করিল, যেন বহু দূরে একটা কবরস্থানের মধ্যে কতক গুলীন লোক ঘুরিয়া২ বেড়াইতেছে; আর তাহা-দিগকে দেখিয়া এমনি অনুমান করিল, যে তাহারা সক-লেই অন্ধ; কেননা তাহারা ঐ সকল কবরের উপরে বেড়াইতে২ কখন২ উছোট খাইতেছে তাহা কেবল নয় সেই স্থান হইতে বাহির হইতেও পথ পাইতেছে না। ইহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার অভিপ্রায় কি?

তাহাতে মেষপালকেরা উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের কিছু নীচ পথের বাম পার্শ্বে মাঠে যাইবার জন্যে একটা

দ্বার যে আছে তাহা কি তোমরা দেখ নাই? তাহাতে তাহারা কহিল হাঁ, তাহা দেখিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, ঐ দ্বার হইতে *নৈরাশ নামক বীরের † সন্দেহ নামক গড়েতে সদ্য যাওয়া যায়, এমন একটি পথ ঐ মাঠ দিয়া আছে; এবং তাহারা অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া কহিল ঐ কবর মধ্যে ভ্রমণকারি লোকেরা পূর্ব্বে এক সময় তোমাদের মত ঐ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে পর সে স্থানে প্রকৃত পথ উচ্চনীচ প্রযুক্ত তাহারা সে পথ ছাড়িয়া ঐ মাঠের পথেতে গমন করাতে ঐ *নৈরাশ বীর তাহাদিগকে ধরিয়া † সন্দেহ নামক গড়েতে বদ্ধ করিয়া রাখিল; অতএব তাহারা কিছু কাল সেই কারাগারে থাকিলে পর এক সময় ঐ বীর তাহাদিগের চক্ষুহীন করিলে তাহারা বিচার পথ বহির্ভূত হইয়া মৃত লোকদের সহিত বসতি করে; বিদ্বানের এই বাক্যানুসারে, সে তাহাদিগকে ইতস্ততো ভ্রমণ করাইবার জন্যে ঐ কবর মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান এবং *কৃতাশ উভয়ে অশ্রুপাত বিশিষ্ট হইয়া পরস্পর দৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু মেষপালকদিগের কাছে কিছুই কহিল না।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন মেষপালকেরা সে স্থান হইতে নামিয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব মধ্যে যে একটি দ্বার ছিল সেই স্থানে যাত্রিদিগকে লইয়া গিয়া ঐ দ্বার খুলিয়া দেখিতে কহিল। অতএব তাহারা কপাট খুলিয়া দেখিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অত্যন্ত অন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই দখিতে পাইল না; কেবল গন্ধকের গন্ধসংযুক্ত ধূমের ঘ্রাণ

পাইল,এবং ব্যথিত লোকদিগের ন্যায় শব্দ ও অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিল। অতএব * খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, ইহা নরক গমনের একটি উপপথ; এই পথ দিয়া ভাক্তেরা নরকে গমন করে, বিশেষতঃ এসৌর ন্যায় যাহারা আপন অধিকার বিক্রয় করে, এবং যিহূদার ন্যায় আপন প্রভুকে বিক্রয় করে ও আলেক্সান্দ্রের ন্যায় মঙ্গল সমাচার নিন্দা করে, এবং হনানীয় ও সফীরা নামক তাহার স্ত্রীর ন্যায় যাহারা মিথ্যাবাদী তাহারাও এই পথ দিয়া নরকে গমন করে।

তাহাতে * কৃতাশ জিজ্ঞাসিল, এইক্ষণে আমাদিগকে যেমন যাত্রিকের মত দেখায় তেমনি তাহাদিগকে কি যাত্রির মত দেখা গিয়াছিল?

মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, অনেক কাল অবধি তাহাদিগকে যাত্রির মত দেখা গিয়াছিল।

* কৃতাশ জিজ্ঞাসিল,এই রূপ দুরবস্থাতে অঙ্গহীন হইলেও তাহারা আপন২ যাত্রাতে কত পথ গমন করিয়াছিল?

মেষপালকেরা কহিল, কেহ২ অধিক দূর গমন করিল, কিন্তু কেহ২ এই পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়াও উপস্থিত হইতেন না।

তখন যাত্রিকেরা পরস্পর কহিল, পথ গমনার্থে শক্তির প্রার্থনা আমাদের করা উচিত।

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, উচিত বটে; এবং সেই সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলে তাহা ব্যবহারে আনিতে তোমাদের আবশ্যক হইবে।

এই রূপে যাত্রিরা সে স্থানে কিছু দিন থাকিয়া শেষে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করাতে মেষপালকেরাও তাহাতে সম্মত হইল; অতএব তাহারা ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে গমন করিল। তখন মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, যদি যাত্রিলোকেরা আমাদের দূরদর্শন দুর্ব্বীণ দিয়া দেখিতে পারক হয় তবে এই স্থানহইতেই তাহাদিগকে স্বর্গীয় দ্বার দেখাইতে পারি। তাহাতে যাত্রিরা অতি প্রীতি পূর্ব্বক সম্মত হইল, অতএব মেষপালকেরা তাহাদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে * নির্ম্মল নামে এক পর্ব্বত শৃঙ্গে লইয়া গিয়া তাহাদের হাতে দূর্ব্বীণ দিল।

তখন ঐ যাত্রিকেরা দূর্ব্বীন দিয়া দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু মেষ পালকেরা যাহা দেখাইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া ভয়েতে তাহাদের হাত থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; অতএব তাহারা স্থির হইয়া বিলক্ষণ রূপে দেখিতে পারিল না; তথাপিও তাহারা অনুমান করিল, হাঁ দ্বারের মত কিছু২ এবং ঐ স্থানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় কিছু২ দেখিতে পাই। পরে তাহারা প্রস্থান কালে এই শ্লোক গান করিতে২ চলিল,

যে বিষয় অন্য জন হইতে গুপ্ত হয়।
এই রূপ অতিশক্ত গুপ্ত যে বিষয়॥
উক্তরূপে তাহা মেষপালকের প্রতি।
সুবিদিত প্রকাশিত আছে আনাবৃতি॥১॥
অতএব অতিগুহ্য কি গুপ্ত বিষয়।
কিম্বা অতি চমৎকৃত বিষয় নিশ্চয়॥



যদি হে জানিতে বাঞ্ছা হয় কারো মনে।
তবে হে পান্থেরা আইস মেষপালকের স্থানে॥ ২।

এই রূপ গান করিতে২ যখন যাত্রিকেরা গমন করিল তখন মেষপালকের মধ্যে এক জন ঐ পথ বিষয়ের এক পত্র তাহাদিগকে দিল; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিয়া দিল, অনুরোধক ব্যক্তি হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিও; এবং তৃতীয় ব্যক্তি কহিয়া দিল, দেখ, সাবধান, মোহ ভূমিতে কদাচ নিদ্রা যাইও না; তদ্ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। এইরূপ দেখিতে২ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া আমি জাগৃত হইলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর নিদ্রাগত হওয়াতে আমি পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, যেন ঐ দুই যাত্রি লোক রাজপথ দিয়া ক্রমে২ পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক রাজধানীর প্রতি গমন করিতে লাগিল, পরে তাহারা যখন ঐ পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নীচ পথের বাম পার্শ্বস্থ † কপট নামক দেশ ছাড়াইয়া যাইতে ছিল এমন সময় ঐ দেশ হইতে আগত * মূর্খ নামে এক যুব পুরুষ অন্য একটি ক্ষুদ্র বক্র পথ দিয়া আসিয়া ঐ রাজপথে যাত্রিদিগের সহিত মিলিলে পর * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশহইতে আসিয়াছ এবং কোথায় যাইবা।

তাহাতে ঐ * মূর্খ কহিল, হে মহাশয়, এই বামহাতি কিঞ্চিদ্দূরে * কপট নামক যে দেশ ঐ আমার জন্মস্থান, আমি স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি কি প্রকারে সেই

দ্বারে প্রবিষ্ট হইবা, তাহা কি বুঝিতেছ? আমার বোধ হয়, সে স্থানে যাইতে তোমার কিছু কাঠিন্য হইতে পারে।

তাহাতে * মূর্খ কহিল, কেন, অন্যে যেমন করিয়া প্রবিষ্ট হয় আমিও তেমনি করিয়া যাইব।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, সেই দ্বারেতে তুমি এমন কি২ প্রমাণজনক বস্তু দেখাইতে পারিবা যে তাহাতে তোমার প্রতি সেই দ্বার খোলা যাইবে।

তাহাতে মূর্খ কহিল, আমার প্রভুর ইচ্ছা আমি জ্ঞাত আছি, এবং নানা প্রকার সদাচরণ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন যাহার যাহা কর্জ্জ করি তাহাকে তাহা দিয়া থাকি, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া থাকি; বিশেষতঃ আমি দানশীল, সকল সামগ্রীর দশমাংশের একাংশ বিতরণ করিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন যেস্থানে যাইতেছি তাহার নিমিত্তে আপন দেশও পরিত্যা করিয়াছি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তুমি আপনার বিষয়ে যেমন জ্ঞান কর তাহা কর, কিন্তু এই পথের প্রথমেতে যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে তাহা দিয়া প্রবেশ না করিয়া যখন অমুক বক্র পথ দিয়া এ স্থানে আসিয়াছ তখনি এই আশঙ্কা হইতেছে, যে বিচার দিন উপস্থিত হইলে তুমি ঐ রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়া চোর এবং দস্যু স্বরূপ গণ্য হইবা।

তাহাতে * মূর্খ উত্তর করিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা আমার অপরিচিত লোক, তোমাদিগকে আমি চিনি না; তোমরা যেমন আপনাদের দেশীয় ধর্ম্মাচারে চলিতে সন্তুষ্ট হও, আমিও তেমনি আপন দেশীয় ধর্ম্মাচরণে চলিব। তাহাতে সকলেরই যে মঙ্গল হইবে ইহা আমরা

ভরসা রাখি, কিন্তু তুমি যে ক্ষুদ্র দ্বারের বিষয় কহিতেছ তাহা আমাদের দেশহইতে বহু দূর ইহা জগৎশুদ্ধ লোকে জানে; অতএব আমার বোধ হয় আমাদের দেশস্থ লোকদের মধ্যে কোন কেহ সে দ্বারের পথ জানে না, কিন্তু অতি রমণীয় শ্যামবর্ণ অন্য একটি পথ আছে, ঐ পথ আমাদের দেশহইতে এ রাজপথে আসিয়া মিলিয়াছে।

এরূপ কথা দ্বারা যখন * খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, এ ব্যক্তির আপনার কথাই পাঁচ কাহন তখন সে বারে২ * কৃতাশকে কহিল, এই লোক অপেক্ষা বরং অজ্ঞানের বিষয়ে অধিক ভরসা হইতে পারে। এবং আরো কহিল, অজ্ঞান পথে যাইতে২ হতবুদ্ধি প্রযুক্ত আমি অজ্ঞান ইহা সকলকে কহে। অতএব তাহার সহিত আমরা কি অধিক কথোপকথন করিব, কি সে যাহা শুনিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যে তাহাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রগামী হইয়া উত্তরোত্তর তাহার মঙ্গল করিতে পারি কি না তাহা চেষ্টা করিব, তাহাতে * কৃতাশ এই শ্লোকত্রয় গান করিতে লাগিল।

যে বিষয় গতি মূর্খ জন প্রতি এক্ষালে হইয়াছে প্রচার।
চিরতরক্ষণ তাহে আলোচন করিতে উচিত তার॥ ১॥
উত্তম মন্ত্রণা গ্রহণে বিমনা কিজানি কাহারো থাকে।
প্রধান অশুভ বিষয়েতে লোভ চিরমূর্খ হইয়া থাকে॥২॥
সর্ব্বেশ্বর যিনি কহিয়াছেন তিনি তাহারা সৃষ্ট আমার।
হইলেও পুনঃ মূর্খতা কারণ নাহি করিব নিস্তার॥ ৩॥

অপর * কৃতাশ কহিল, আমার মনে লয়, তাহাকে একেবারে সকল কথা কহা অনুচিত হয়, কিন্তু তোমার

যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া অগ্রগামী হই; পরে তাহার বুঝিবার শক্ত্যনুসারে তাহার সহিত কথা কহিব।

এরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা দুই জন * মূর্খকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে২ চলিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তাহারা এক নিবীড় অন্ধকারময় পথে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাত জন ভূত সাত গাছা রজ্জু দ্বারা এক মনুষ্যকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বে পর্ব্বত পার্শ্বে যে দ্বার দেখিয়াছি সেই দ্বারেতে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান এবং * কৃতাশ উভয়ে ভয়েতে কম্পকম্পান্বিত হইলে ও তাহাকে চিনিতে পারি কি না ইহা ভাবিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু সে ব্যক্তি শত্রু হস্তে ধরা পড়াতে চোরের মত মস্তক হেঁট করিয়া যাইতেছিল, একারণ ভাল রূপে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না; তথাচ সে ব্যক্তি যে * ধর্ম্ম পতিত নামক নগরনিবাসী * পরাবৃত্ত নামে লোক হইতে পারে এমন অনুমান করিল। পরে ঐ ভূতেরা অনেক দূর চলিয়া গেলে পর * কৃতাশ পশ্চাৎ দিগে ফিরিয়া দেখাতে ঐ বদ্ধ লোকের পৃষ্ঠেতে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী এবং সর্ব্বনাশের যোগ্য ধর্ম্মত্যাগী এই২ বাক্য লিখিত একখানি কাগজ দেখিতে পাইল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান আপন সহায়কে কহিল, এই স্থানের নিকটে এক ভদ্র লোকের কোন কিছু ঘটনা হওয়াতে আমাকে যাহা কথিত ছিল তাহা এখন আমার মনে পড়িল, সে কথা কি তাহা বলি শুন। সে ব্যক্তি *

সরল নামক নগরেতে বাস করিত, তাহার নাম * অল্প-বিশ্বাস, আর বড় ভাল মানুষ। তাহার কথা বিস্তার করিয়া কহি, শুন। এই উপপথের মুখেতে * প্রশস্ত পথ দ্বার নামে একটি স্থান আছে, তাহাহইতে ক্ষুদ্র একটি পথ আসিয়া রাজপথের সহিত মিলে, ঐ পথ মধ্যে বহু লোকের অপমৃত্যু হয়, এপ্রযুক্ত সে পথ * মৃতমনুষ্য পথ নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে। অপর এক সময় আমাদের মত যাত্রী সেই * অল্প বিশ্বাস নামক ব্যক্তি যাত্রা করিতে২ শ্রান্তি প্রযুক্ত সেই পথে বসিয়া অকস্মাৎ নিদ্রাগত হইল। এমন সময়ে * অল্পমনা নামে ও * অপ্রত্যয়ী নামে এবং * অপরাধ নামে তিন জন সহোদর অতি বলবান্ দস্যু * প্রশস্ত-পথ-দ্বার নামক স্থান হইতে ঐ ক্ষুদ্র পথ দিয়া আসিতে২ পথি মধ্যে ঐ * অল্পবিশ্বাস ব্যক্তিকে দেখিয়া বেগেতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। অতএব ঐ ভদ্র লোক হঠাৎ জাগৃত হইয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল; তাহাতে ঐ দস্যুরা সকলে একেবারে অতি কটু কাটব্য কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিল, ওরে দাঁড়া। তখন এ কথা শুনিয়া ঐ ভাল মানুষের মুখ শুখা-ইয়া একেবারে বস্ত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল, আর এমনি ভীত হইল যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কিম্বা পলায়ন ইহার কিছুই করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল। তখন * অল্পমনা কহিল, ওরে তোর টাকার তোড়া দে। কিন্তু সে আপন টাকা অন্যকে দিতে অসম্মত প্রযুক্ত বিলম্ব করাতে অপ্রত্যয়ী তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বস্ত্রহইতে টাকা কাড়িয়া লইল। তখন সে চোর২

বলিয়া মহাজনরব করাতে * অপরাধ নামক এক জন একটা বৃহৎ যষ্টি হস্তে করিয়া তাহার মস্তকে এমনি আঘাত করিল, যে তাহাতে সে একেবারে ভূমিতে লুটিয়া পড়িল, এবং তাহার মস্তক হইতে রক্তস্রাব হওয়াতে সে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। তথাপি ঐ চোরেরা তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পরে * উত্তম প্রত্যয় নামক নগর নিবাসী * মহানুগ্রহ নামে ব্যক্তি ঐ পথে আছে, ইহা শুনিয়া তাহারা ঐ ভদ্র লোককে এই রূপ দুর্দ্দশায় ফেলিয়া পলায়ন করিল; অতএব কিঞ্চিৎ পরে ঐ * অল্পবিশ্বাস সচৈতন্য হইয়া অল্পে২ খুঁড়িয়া আপন পথে যাইতে লাগিল। তাহার বৃত্তান্ত কথা এই।

তখন * কৃতাশ জিজ্ঞাসা করিল, ঐ চোরেরা কি * অল্প বিশ্বাসের সর্ব্বস্বই লুটিয়া লইয়াছিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, তাহার কিছুমাত্র টাকা লইয়াছিল, নতুবা তাহার এক থলিয়াতে যে অলঙ্কার ছিল, তাহার সন্ধান না পাওয়াতে কাড়িয়া লয় নাই। কিন্তু কেহ২ কহে, তাহার ধন চুরি যাওয়াতে সে বড় দুঃখী হইয়াছিল; কারণ তাহার নিকটে অবশিষ্ট ব্যয়ের যে টাকা ছিল সে অতি অল্প প্রযুক্ত পথের শেষ পর্য্যন্ত প্রচুররূপে তাহার খরচ চলে নাই। কিন্তু লোকে যদি মিথ্যা না কহিয়া থাকে তবে এ প্রকার শুনিয়াছি যে তাহার পথে২ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া খাইতে হইয়াছিল, এবং তাহা করিলেও অনেক২ দিন উপবাস করিয়া যাইতে হইয়াছিল, কারণ তাহার সে অলঙ্কার বিক্রয় করিতে নিষেধ ছিল।

অপর * কৃতাশ কহিল, রাজধানীতে প্রবেশিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে যে প্রমাণ পত্র ছিল তাহা যে চোরেরা কাড়িয়া লয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্য।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ চোরেরা তাহার সন্ধান পায় নাই, কিন্তু তাহারা যে ঐ নিধি পাইল না ইহা ঐ যাত্রির নৈপুণ্যেতে হইল এমন নয়, বরঞ্চ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে হইল, কেননা যখন ঐ দস্যুরা অকস্মাৎ আসিয়া তাহার উপরে পড়িল তখন তাহার কোন দ্রব্য গোপন করা দূরে থাকুক বরং অত্যন্ত ভয়েতে তাহার বুদ্ধিশক্তি একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরে * কৃতাশ কহিল চোরেরা তাহার অলঙ্কার হরণ করিয়া লয় নাই, ইহা অবশ্য তাহার প্রতি সান্ত্বনার বিষয় ছিল।

* খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, সে যদি ঐ বিষয় প্রকৃত রূপে গণ্য করিত তবে তাহার প্রতি সেটা সান্ত্বনার বিষয় হইত বটে; কিন্তু আমার সাক্ষাতে যাহারা গল্প করিল তাহারা এই কহিল, পথিমধ্যে তাহার টাকা চুরি হওয়াতে সে এমনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল যে তাহার নিকটে যে অভরণ আছে তাহা অনেক অবশিষ্ট পথ পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ ছিল না। পরে কোন সময়ে সে বিষয় মনে হওয়াতে সে যদি তাহার দ্বারা সান্ত্বনা পাইত তবে চোরেরা কাড়িয়া লইয়াছে যে ধন সে ধন বিষয়ে পুনর্ভাবনা উপস্থিত হইলে সে অন্য সকল বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত।

* কৃতাশ কহিল, হায় ২ এরূপ চুরী হওয়াতে তাহার প্রতি অবশ্য অতি দুঃখের বিষয় ছিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দুঃখের কথা কি কহিব? তাহার অতিশয় দুঃখের বিষয় ছিল। ভাল, বুঝ দেখি বিদেশেতে সে রূপ ক্ষত বিক্ষত শরীর ও টাকাচুরী হইলে আমাদের কি তাহা দুঃখের বিষয় হইত না? সে বেচারা মনঃক্ষুন্ন প্রযুক্ত যে মরে নাই ইহাই অতি আশ্চর্য্য। আমি শুনিলাম সে ব্যক্তি অবশিষ্ট তাবৎ পথে কেবল আপন দুঃখের কথা কহিতে২ গিয়াছে; বিশেষতঃ যাহার ২ সহিত তাহার দেখা হইল তাহার২ কাছে কোন স্থানে কি প্রকারে কাহারা চূরী করিল, এবং কি প্রকার আঘাত পাইয়া কি রূপে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, এই২ কথা সকল কহিতে২ গিয়াছে।

অপর * কৃতাশ কহিল, এ রূপ চূরী হইলে পর সম্বলের নিমিত্তে সে যে আপনার অলঙ্কার বিক্রয় করিল না, কিম্বা বন্ধক রাখিল না, ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি মূর্খের ন্যায় কহিতেছ কেন? সেই লোক কাহার কাছে ঐ অলঙ্কার বন্ধক রাখিবে? কি কাহার নিকটে বিক্রয় করিবে? যেখানে চূরী হইয়াছিল সে দেশের লোকের ঐ অলঙ্কারের কোন প্রয়োজন ছিল না; আর ঐ দেশের লোকদের হইতে যে তাহার সাহায্য হয় তাহাতেও তাহার প্রয়োজন ছিল না। আর রাজধানীদ্বারেতে আগত সময়ে যদি তাহার অলঙ্কার সঙ্গে না থাকে তবে সেই স্থানে সে অনধিকারী হইবে, ইহা সে বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত ছিল; অতএব ঐ অলঙ্কার চূরী অপেক্ষা অন্য দ্রব্য দশ সহস্র চূরী হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিল।

তখন * কৃতাশ কহিল, ওহে ভাই, তোমার বাক্য এমম কটু কেন? ভাল, * ইসৌ নামে যে ব্যক্তি সে কিঞ্চিৎ মসূর দাইলের নিমিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য রত্ন স্বরূপ যে আপনার উত্তরাধিকারিত্ব তাহা বিক্রয় করিয়াছে, অতএব অল্পবিশ্বাস সেরূপ করিতে পারে না কেন?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, * ইসৌ যেমন আপন উত্তরাধিকারিত্ব বিক্রয় করিয়াছে তেমন অন্য২ অনেকেও করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সেরূপ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে আশীর্ব্বাদ তাহা ঐ ভৃত্যের মত আপনাদিগকে বর্জ্জিত করে; অতএব ঐ * ইসৌর এবং এই * অল্প বিশ্বাসের উভয়ের অধিকার দ্বয়ের মধ্যে তোমার কিছু ভেদ করিতে হইবে; কেননা * ইসৌর উত্তরাধিকারিত্ব সে মূল দ্রব্য নয়, কেবল ছায়ামাত্র ছিল, কিন্তু অল্প বিশ্বাসের অলঙ্কার সে রূপ নয়; এবং * ইসৌর উদর তাহার ঈশ্বর, কিন্তু * অল্প বিশ্বাসের উদর তেমন নয়; আরো * ইসৌর কেবল শারীরিক অভিলাষেতেই বাঞ্ছা কিন্তু * অল্পবিশ্বাসের বাঞ্ছা সেমত নয়। তদ্ভিন্ন দেখ আত্মাভিলাষ পরিপূর্ণ ব্যতিরেকে * ইসৌ আর কিছুই দেখে নাই, যেহেতুক সে আপনি কহিয়াছিল, এইক্ষণে আমি প্রায় ম্রিয়মান, অতএব এই উত্তরাধিকার থাকাতে আমার কি লাভ কিন্তু * অল্পবিশ্বাস চিরকাল অবধি অল্পপ্রত্যয় বিশিষ্ট হইলেও সেই অল্পবিশ্বাসদ্বারা সে রূপ কর্ম্ম হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল, অতএব * ইসৌ যেমন নিজ উত্তরাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা সে ব্যক্তি সেই

অল্প প্রত্যয় দ্বারা আপন অলঙ্কারের মূল্য গণ্য করিবার জন্যে অধিক উদ্যোগী ছিল। ভাল, * ইসৌর যে কিছু বিশ্বাস ছিল তাহা তুমি পাঠ কর নাই; অতএব যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশেতে থাকে সে আপন অধিকার ও প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব নরকাধ্যক্ষ শয়তানের নিকটে বিক্রয় করে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। আর যাহাদের নিবারণের মূলীভূত বিশ্বাস নাই, তাহারাই সকলে এ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত যেহেতুক গর্দ্দভ যেমন তাহারাও তেমনি, অর্থাৎ গর্দ্দভদের বাঞ্ছা যখন কামেতে আক্রান্ত হয় তখন যাহা ঘটে ঘটুক, তাহারা সেইদিগেই দৌড়ে; কিন্তু * অল্প বিশ্বাসের মন তেমন নয়, কেবল স্বর্গীয় বিষয়েতেই সর্ব্বদা মগ্ন থাকে, এবং স্বর্গহইতে আগত পরমার্থ বিষয়ের আশাতে প্রাণ ধারণ করে; অতএব ক্রেতা বিদ্যমান থাকিলেও সে অসার বস্তুর দ্বারা মন পরিপূর্ণ করিবার জন্যে আপন অলঙ্কার বিক্রয় করাতে ফল কি? পলের দ্বারা উদর পূর্ণ করিবার নিমিত্তে মনুষ্যেরা কি এক কানাকড়িও দিবে? ভাল, কাকের ন্যায় দুর্গন্ধ মাংস ভোজন করিতে তুমি কি ঘুঘুর এমন প্রবৃত্তি জন্মাইতে পার? অতএব শারীরিক অভিলাষ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্তে অপ্রত্যয়িরা যদি আপনাদের সর্ব্বস্ব প্রাণ পর্য্যন্ত ও বন্ধক দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারে তথাপি যাহাদের ত্রাণবিষয়ে প্রত্যয় থাকে সে প্রত্যয় অত্যল্প হইলেও তবু তাহারা তাহা পারে না। অতএব হে ভাই, এ বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

অপর * কৃতাশ কহিল, তোমার কথা আমি গ্রাহ্য

করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার কটুবাক্যেতে আমার কিঃসৎ ক্রোধ হইয়াছে।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে ছট্‌ফটিয়া পক্ষী চক্ষু মুদিয়া খোসা মস্তকে করিয়া অগম্য পথে ইতস্ততো দৌড়িয়া বেড়ায় তাহারি সঙ্গে কেবল তোমার উপমা দিয়াছি, যাহা হউক, সে কথা ছাড়িয়া দেও, যে বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছি তাহাই বিবেচনা কর, তাহাতে তোমার এবং আমার মঙ্গল হইবে।

তখন * কৃতাশ কহিল, ও হে ভাই * খ্রীষ্টীয়ান, আমি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিলাম ঐ তিন জন চোর অতিভীত; তাহা যদি না হইবে, তবে পথের মধ্যে আগত এক জন লোকের শব্দ শুনিয়াই তাহারা দৌড়িয়া পলাইল কেন, ইহা তুমি কি বুঝ? অতএব আমার মনে লয়, * অল্পবিশ্বাস যদি অধিক সাহস করিত তবে তাহাদের সহিত এক বার কুস্তাকুস্তি করিতে পারিত, পরে উপায় না থাকিলে তাহার হারি মানা উপযুক্ত ছিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহারা যে ভীত ইহা অনেকে কহে; কিন্তু পরীক্ষা সময়েতে অতি অল্পে তাহাদিগকে তেমনি ভীত পাইয়াছে। * অল্পবিশ্বাসের মধ্যে বৃহৎ মনের লেশও ছিল না; আর ওহে ভাই তোমার কথায় বোধ হয় যে তোমার যদি সেই দশা ঘটিত তবে তুমি একবার তাহাদের সহিত কুস্তাকুস্তি করিয়া দেখিতা, পরে হারি মানিতে হয়, মানিতা। কিন্তু দেখ ভাই আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, তাহারা এইক্ষণে দূরে থাকাতে তুমি এ পর্য্যন্ত সাহস করিতেছ

বটে, কিন্তু তাহার নিকটে যেমন তাহারা দেখা দিয়াছিল তেমনি যদি তোমার কাছে আসিয়া এখন দেখা দেয়, তবে অবশ্য তোমাকে হতবুদ্ধি করিতে পারে।

অতএব পুনর্ব্বার মনোযোগ কর ঐ চোরেরা কিছু আপনারাই প্রধান নয়, তাহারা অতলস্পর্শ খাতাধ্যক্ষের অধীন বেতনজীবী; অতএব সময়ক্রমে ঐ অধ্যক্ষ স্বয়ং যাইয়া তাহাদের সাহায্য করে, সিংহের যেমন ঘোরনাদ তেমন তাহারও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। আমিও এই * অল্প বিশ্বাসের ন্যায় তাহাদের সহিত যুদ্ধে বারম্বার আক্রান্ত হইয়া দেখিয়াছি। তাহাতে যখন ঐ তিন জন দস্যু আমার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন সাহস পূর্ব্বক বলবান *খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় তাহাদিগকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলাম বটে, কিন্তু তাহারা অকস্মাৎ এক শব্দ করাতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল, অতএব তাহা দেখিয়া আমার প্রাণের কড়ার মূল্যও ছিল না; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি পরীক্ষিত সাঁজোয়াতে সজ্জিত থাকিলেও বলবানের ন্যায় যুদ্ধ করা আমার অতি কঠিন কর্ম্ম হইয়া উঠিল। অতএব সে যুদ্ধেতে যে আমাদের কি ২ কষ্ট ঘটে তাহা যে ব্যক্তি আপনি সেই যুদ্ধেতে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে অন্য কেহ কহিতে পারে না।

অপর * কৃতাশ কহিল, হাঁ, উত্তম কহিয়াছ, কিন্তু তাহারা যখন ভাবিল, বৃহদনুগ্রহ নামে ব্যক্তি পথে আছে, তখন তাহারা দৌড়িয়া পলাইল, ইহার কারণ কি?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সত্য * বৃহদনুগ্রহ নামক ব্যক্তির দর্শন মাত্রে তাহারা কি তাহাদের কর্ত্তাও অনেক ২ বার

পলাইয়াছে, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয় নয়; কেননা সে * রাজবীর ছিল। অতএব * রাজবীরেতে এবং * অল্পবিশ্বাসেতে যে কতো ভেদ তাহা তুমি ভেদ করিয়া দেখ; যে হেতুক তাহারা যুদ্ধ করিয়া অতি নিপুণ হইলেও তাহার মত বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে নাই। * দাউদ * গলয়কে যে রূপ অপ্রতিভ করিয়াছিল, তেমনি কি এক বালক করিতে পারে, কিম্বা বলদেতে যতো পরাক্রম ততো যে এক চটক পক্ষিতে থাকে, ইহা কি অনুমান করা উচিত হয়? দেখ কেহ২ পরাক্রান্ত ও কেহ২ দুর্ব্বল, এবং কেহ২ অল্প প্রত্যয়ী ও কেহ২ বা অতিশয় প্রত্যয় ধারণ করে; কিন্তু এই লোক এক জন দুর্ব্বলের মধ্যে ছিল, এ নিমিত্তে সে ভুলায় গিয়াছে।

* কৃতাশ কহিল, ঐ তিন জন দস্যুর সহিত অল্পবিশ্বাসের দেখা না হইয়া যদি * বৃহদনুগ্রহের সহিত সাক্ষাত হইত, তবে আমার বড় আহ্লাদ হইত; তাহা হইলে তাহাদের অবশ্য দমন হইত।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে যদি হইত তবে তাহার ও কষ্ট হইতে পারে, এমন বোধ হয় তোমাকে কহি। ঐ * বৃহদনুগ্রহ ব্যক্তি অস্ত্র যুদ্ধে অতি নিপুণ প্রযুক্ত যতক্ষণ তাহাদিগকে খড়্গাগ্রে রাখিতে পারে ততক্ষণ দমনে রাখিতেও পারে। যদি এক বার * অল্পমনা বা যে হউক তাহার সহিত কোলাকোলি করিতে পায় তবে অবশ্য তাহাকে অনেক২ কষ্ট দিয়া ফেলিতে পারে; অতএব মনুষ্য এক বার পতিত হইলে, সে যতো করিতে পারে, তাহা তুমি জান।

অপর যদি কেহ * বৃহদনুগ্রহের মুখের প্রতি ভাল দৃষ্টি করিয়া দেখে তবে আমার এই কথার প্রমাণ জনক দাগ এবং ক্ষতচিহ্ন অবশ্য তাহার মুখে দেখিতে পাইবে; আর একবার আমি শুনিয়াছিলাম সে যুদ্ধ মধ্যেতেই কহিয়াছিল, আমি এ যুদ্ধে রক্ষা পাই এমন কোন ভরসা দেখি না। তাহারা এমনি দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর যে তাহারা এবং তাহাদের অধ্যক্ষ, দাউদ রাজাকেও এমনি করিয়া যুদ্ধ স্থলে হাহাকার পূর্ব্বক কাঁদাইয়াছিল। এবং * হিমান ও * হিস্কিয় নামক ব্যক্তিরা স্ব২ কালে অতি বীরত্ব প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু ঐ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা অতি যত্ন করিয়াও যে রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা তাহাদের বড় ফাঁড়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বলিয়া মানিতে হইয়াছিল। অপর * পিতর নামে প্রেরিত এক সময় তাহারা আমার কি করিতে পারে ইহা কহিয়া তাহাদের নিকটে গিয়াছিল; কিন্তু কেহ২ কহে সে প্রেরিতদের প্রধান হইলেও তাহারা তাহার প্রতি এমনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, যে অবশেষে সে এক দীনহীন দাসীকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল।

আর ঐ দস্যুরা যদি কোন সময়ে কাহার সহিত পরাস্ত হয় তবে তাহারা শীশ দিবামাত্রে তৎক্ষণাৎ তাহাদের রাজা আসিয়া তাহাদের সাহায্য করে, কেননা যে স্থানহইতে তাহাদের শীশ শুনা যায়, এমন স্থানেতেই ঐ রাজা সর্ব্বদা থাকে, আর ঐ রাজার বিষয়ে এমন কথিত আছে, তাহার অঙ্গেতে তলবার ও বাণ ও কুঠারের আঘাত কিছুমাত্র লাগে না, সে লৌহকে

তৃণের ন্যায়, ও পিত্তলকে জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায়, এবং ফিঙ্গার প্রস্তরকে ও বাণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে; বাণেতে কখন সে পরাঙ্মুখ হয় না, এবং শল্য দেখিলে সে পরিহাস করে। অতএব তাহার নিকটে মনুষ্য কি করিতে পারে? কিন্তু ইহা সত্য, যদি * আয়ূবের অশ্বের ন্যায় কাহার অশ্ব থাকে,এবং সাহস পূর্ব্বক যদি সেই অশ্বেতে আরোহণ করিতে নিপুণ হয়, তবে সে প্রত্যেক বিপদসময়ে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে; যেহেতুক ঐ অশ্বের গলদেশ ঘোরনাদ বিশিষ্ট; সে ফড়িঙ্গের ন্যায় লম্ফ দেয়, এবং তাহার নাসিকার শব্দ অতি ভয়ঙ্কর; সে মাঠ আঁচড়ায়, ও আপন বিক্রমে হৃষ্ট হইয়া সুসজ্জ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। সে নিভয়ে পরিহাস করে, ভয় পায় না এবং খাপ ও শাণিত তলবার ও ঢাল তাহার চতুর্দ্দিগে শব্দ করিলে সে তলবারের মুখ হইতে ফিরে না, গর্ব্বে ও ক্রোধে ভূমি দংশন করে, এবং তূরীবাদ্য শুনিয়া সাহসী হয়। ও তূরীবাদ্য শুনিলে সে হা২ শব্দ করে,এবং বহু দূরে থাকিলেও সেনাপতির নাদ ও হুঙ্কার দ্বারা সংগ্রামের গন্ধ পায়।

সে যাহা হউক, কিন্তু তুমি আমি যে যাত্রি আমরা যেন কখন শত্রূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা না করি, এবং অন্যেরা পরাস্ত হইয়াছে এ কথা শুনিয়া আমরা তাহাদের অপেক্ষা ভাল যুদ্ধ করিতে পারি এমন আত্মশ্লাঘা যেন না করি, আর আপন বীরত্ব বিষয়ে যেন দম্ভ না করি; কেননা পরীক্ষা সময়ে সে রূপ লোকের অধিক মন্দ হইতে পারে। প্রমাণের নিমিত্তে পূর্ব্ব কথিত পিত-

রকে দেখ, সে আপনি গর্ব্ব করাতে তাহার গর্ব্বিত মন তাহাকে যেমন লওয়াইত সে তেমনি কহিত, যে আমি আপন প্রভুর নিমিত্তে অন্য লোক অপেক্ষা অধিক তাঁহার সহকারিতা করিব, কিন্তু কথিত পাপাত্মা হইতে তাহার ন্যায় কে অপ্রতিভ হইয়াছে।

রাজপথে এমত চৌর্য্য হয় এ কথা শুনিলে সসজ্জ হইয়া গমন করা এবং এক ঢাল গৃহণ করা এ দুই কর্ম্মই আমাদের কর্ত্তব্য, কেননা তাহা না করাতে যে ব্যক্তি * লিবীয়াথানের সহিত যুদ্ধেতে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিল সে তাহাকে জয় করিতে পারে নাই; এবং আমি সত্য কহিতেছি, সে বিষয় রহিত লোকদিগকে দেখিয়া সে কোন প্রকারে ভীত হয় না। অতএব এক বিশেষ নিপুণ ব্যক্তি এই কথা কহিয়াছে, যাহার দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তির তাবৎ অগ্নিরূপ বাণ নির্ব্বান পায় এমন প্রত্যয়ের ঢাল হাতে করিয়া রাখ।

আর যিনি আমাদিগের রাজা তিনি আমাদের সহিত এক পথদর্শক প্রেরণ করেন, বরং আমাদের সহিত আপনি গমন করেন, ইহা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা অতি কর্ত্তব্য, দেখ যখন দাউদ রাজা মৃত্যুচ্ছায়া স্থলী দিয়া গমন করিল, তখন সেই ভয়ানক বিষয় দেখিয়াও আনন্দ করিল; এবং দেখ, * মুসা আপন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর সঙ্গে না থাকিলে এক পাদও গমন না করিয়া বরং যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থানেই মৃত্যু বাঞ্ছা করিল। অতএব হে ভ্রাতঃ, তিনি যদি আমাদের সহিত গমন করেন তবে দশ সহস্র শত্রু আইলেও আমাদের ভয়ের

বিষয় কি থাকে? কিন্তু তাঁহা ব্যতিরেকে অহঙ্কারী সহায়েরা অবশ্য শবের মধ্যে পতিত হয়।

আর পূর্ব্বে যুদ্ধেতে পড়িয়া উত্তম ব্যক্তির কৃপাতে আমিও এইক্ষণে বাঁচিয়া আছি বটে, তথাপি আত্মশ্লাঘা করিতে পারি না; যেহেতুক এখনও সকল আপদ হইতে মুক্ত হই নাই। অতএব পরে আমার যদি সে রূপ কষ্ট আর না হয় তবে অতিশয় আহ্লাদের বিষয় হইতে পারে। সে যাহা হউক, সিংহেতে এবং ভল্লুকেতে আমাকে গ্রাস করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত এইক্ষণে আমার এই ভরসা আছে, যে পরে আগামি শত্রু সকল হইতে ঈশ্বর আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। এ কথা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ান এই দুই শ্লোক গান করিতে২ চলিল।

অল্প বিশ্বাস বেচারি চোরের খাপনে পড়ি
ঘচাইছে সর্ব্বস্ব আপন।
ইহাই স্মরণ করি সকল বিশ্বাস কারী
অধিক বিশ্বাস যুক্ত হউন॥
ইহাই করিলে তবে অনায়াসে জয়ী হবে
দশ সহস্র শত্রুর প্রভাবে।
যদ্যপি তাহাতে হীন তবে সংখ্যা মাত্র তিন
হইলেও নাহিক পারিবে॥

এই রূপে তাহারা অগ্রে২ গমন করিলে *মূর্খও তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিল, কিন্তু কতক দূর গমন করিলে পর দেখিল যে ঐ রাজপথ দ্বিমুখ হইয়া সমান হইতেছে; অতএব ঐ দুই পথের মধ্যে কোন্ পথ ধরিয়া যাইবে তাহা অজ্ঞাত প্রযুক্ত তাহারা সেই স্থানে দাঁড়া-

ইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ শরীর শুক্লসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি তাহাদের নিকটে ক্রমে২ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এ স্থানে দাঁড়াইয়াছ কেন? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি, কিন্তু কোন পথ দিয়া যাইব তাহা জানি না। তাহাতে সে কহিল, আমি সেখানে যাই-তেছি, আমার পশ্চাদ্গামী হও, এই কথা শুনিয়া তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। অতএব সে ব্যক্তি বিপরীত পথ ধরিয়া তাহাদিগকে ক্রমে২ লইয়া যাইতে২ সেই পথ বক্রপ্রযুক্ত যখন তাহাদিগকে রাজধানীর বিপরীত দিগে লইয়া যাইতে লাগিল, তখনও তাহারা কিছু জানিতে না পারিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিল। অতএব সে ব্যক্তি ক্রমে২ তাহাদের দুই জনকে একটি জালের নিকটে উপস্থিত করাতে তাহারা হঠাৎ ঐ জালের দ্বারা এমন জড়ীভূত হইল, যে তখন তাহারা কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সেই সময় ঐ কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের পৃষ্ঠহইতে ঐ সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পতিত হওয়াতে তখন তাহারা কোথায় আছে, তাহা জানিল। অতএব ঐ মহা শঙ্কটে পড়িয়া আপনাদিগকে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া কতক কাল পর্য্যন্ত হাহাকার চীৎকার শব্দেতে সেই স্থানে বদ্ধ রহিল।

এই রূপে জালেতে বদ্ধ হইয়া *খ্রীষ্টীয়ান* কৃতাশকে কহিল, ভাই, দেখিতেছ আমরা বড় ভ্রমেতে পড়িয়াছি, কেননা মেষপালকেরা আমাদিগকে কহিয়াছিল, প্রবঞ্চক বিষয়ে সাবধান হইবা। অতএব জ্ঞানির বাক্য অনুসারে

আমাদের আজি ঘটিয়াছে, যেহেতুক আপন প্রতি-বাসিকে প্রবঞ্চনা করে যে মনুষ্য, সে তাহার পায়েং জাল পাতে।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ নিশ্চয় রূপে পথের উদ্দেশ পাইবার নিমিত্তে তাহারাও আমাদিগকে এক খানি পত্র দিয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের কেমন ভ্রান্তি তাহা আমরা পাঠ করিতে ভুলিয়াছি, এবং বিনাশকের পথ হইতেও আপনাদিগকে রক্ষা করি নাই। এ বিষয়ে আমাদের হইতে * দাউদ বড় জ্ঞানবান ছিল, কারণ সে এ কথা কহিয়াছিল, পরমেশ্বরের শাস্ত্রীয় বাক্যদ্বারেতে * নাশকের পথ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি, এই রূপ কথোপকথন করিয়া অনুপায় ভাবিয়া বিলাপ পূর্ব্বক তাহার জালেতে পড়িয়া রহিল। পরে কোন সময় এক জন তেজঃপুঞ্জ মনুষ্য এক গাছ সূক্ষ্ম ছড়ি হস্তে করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা-হইতে আসিয়াছ? এবং এস্থানেই বা কি করিতেছ? তা-হাতে তাহারা কহিল, আমরা অতি দীন হীন যাত্রী, † সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছিলাম; ইতিমধ্যে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত কালকায় এক ব্যক্তি কোথাহইতে আসিয়া কহিল, আমিও সে স্থানে যাইতেছি, অতএব তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও। এ কথা কহিয়া সে আমাদিগকে পথ বহির্ভূত করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। তখন ঐ তেজস্বী ব্যক্তি কহিল, সে দীপ্তিময় দূত মূর্ত্তিধারী, মিথ্যা প্রেরিত প্রবঞ্চক, এ কথা কহিয়া ঐ জাল ছিন্ন ভিন্ন করণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া কহিল, আ-

মার পাশ্চাৎ২ আইস, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার প্রকৃত পথে লইয়া যাইব। একথা কহিয়া * প্রবঞ্চক হইতে তাহারা যে পথ ত্যাগ করিয়াছিল সেই পথে তাহাদিগকে লইয়া উপস্থিত করণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, কল্য রাত্রিকালে তোমরা কোথায় শয়ন করিয়াছিলা? তাহাতে তাহারা কহিল, মেষপালকদের সহিত * রমণীয় পর্ব্বতে। তখন সে জিজ্ঞাসিল, ভাল, তাহারা কি তোমাদিগকে পথজ্ঞাপক পত্র দেয় নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ। তখন সে জিজ্ঞাসিল, তোমরা সন্দিগ্ধ হইয়া তাহা পাঠ করিলা না কেন? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তখন সে জিজ্ঞাসিল, ভাল, সেই মেষপালকেরা তোমাদিগকে কি প্রবঞ্চক বিষয়ে সাবধান হইতে কহিয়া দেয় নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ কহিয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই সুবাক্য বক্তা সেই ব্যক্তি হইবে, এমন আমাদের মনে পড়ে নাই।

অপর স্বপ্নে দেখিলাম যেন সে তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া ঐ সৎ পথে গমন করা যে অতি কর্ত্তব্য তাহা [illegible] নিমিত্তে তাহাদিগকে অতিশয় প্রহার পূর্ব্বক [illegible] প্রেমের পাত্রদিগকে আমি অনুযোগ ও [illegible] করিয়া থাকি, অতএব, উদ্যোগী হইয়া মন [illegible]। পরে সে তাহাদিগকে কহিল, মেষপালকেরা তোমাদিগকে যে আজ্ঞা পত্র দিয়াছে তাহাতে অতি সাবধান হইয়া তোমরা যাত্রা কর। তখন তাহারা তাঁহার স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে স্তুতি করিয়া এই তিন শ্লোক গান করিতে২ ক্রমে২ প্রকৃত পথে গমন করিল।

এই স্থানে উত্তরিয়া পথ ছাড়া হইয়া।
আমাদের দশা দেখ পান্থেরা চাহিয়া ॥ ১ ॥
সৎ লোকের সুমন্ত্রণা হইয়া বিস্মরণ।
প্রবঞ্চকে মহাজালে করিল বন্ধন ॥ ২ ॥
তাহা হইতে মুক্ত বটে হইয়াছি এখন।
কিন্তু মোদের শাস্তি দেখি হইবা সাবধান ॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অপর এই রূপে তাহারা কিছু দূর গমন করিলে পর দেখিল সম্মুখে অতি দূরে * নাস্তিক নামক এক ব্যক্তি একাকী তাহাদের সহিত মিলনের নিমিত্তে রাজপথ দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান আপন সহায়কে কহিল, দেখ, ঐ এক জন মনুষ্য * সীয়োন দিগে পৃষ্ঠ, আমাদের সহিত মিলনের নিমিত্তে আসিতেছে।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ, আমিও দেখিয়াছি, কিন্তু যাহা হউক এইক্ষণে আমাদের পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া উচিত, কেননা কি জানি পাছে ঐ ব্যক্তিও প্রবঞ্চক হয়? এই রূপ কথোপকথন করিতে২ সে ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, অপর ঐ * নাস্তিক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে এবং কোথা যাইতেছ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমরা † সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ * নাস্তিক অত্যন্ত হাসিল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি হাসিয়া উঠিলা কেন?

তাহাতে নাস্তিক কহিল, এই পথে আপন২ কষ্ট ব্যতিরেকে অন্য কিছু লাভের আশা না দেখিয়াও যে এই

দুর্গম যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমরা এমন মূর্খ, ইহা দেখিয়া আমি হাসিতেছি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ওহে মনুষ্য, আমরা কি তাহা পাইব না, ইহা তুমি মনে করিয়াছ?

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, তোমরা মনে করিতেছ বটে, পাইব, কিন্তু সে কেবল স্বপ্নের দেখামাত্র, মূলে কিছুই নয়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এ জগতে নাই সে কথা সত্য বটে; কিন্তু আগামী জগতে আছে।

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, তোমাদের এখন এমন বোধ হইতে পারে বটে, কেননা আমি যখন স্বদেশে নিজ বাটীতে ছিলাম তখন তোমরা যেমন কহিতেছ আমারো তেমনি বোধ ছিল, এবং তদ্রূপ শুনিয়াছিলাম, একারণ বাহির হইয়া দেখিতেও গিয়াছিলাম; কিন্তু অদ্য বিংশতি বৎসরাবধি সেই রাজধানীর চেষ্টায় থাকিলেও যাত্রার প্রথম দিবস সে বিষয়ে যেমন দেখিয়াছি তাহা অপেক্ষা এক বিন্দুও দেখিতে পাই নাই।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সেরূপ স্থান যে পাওয়া যায় এমন আমরা শুনিয়াছি, এবং তাহাতে বিশ্বাসও করিয়া থাকি।

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, হাঁ বিশ্বাস হইতে পারে. কেননা আমিও যখন নিজ বাটীতে ছিলাম তখন যদি এমন প্রত্যয় না করিতাম তবে তাহার উদ্দেশে এ পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এইক্ষণে তাহা না পাইয়াই ফিরিয়া যাইতেছি, এবং এ কথা কহিতেছি। এখন আমার বাসনা এই, সে বিষয়ের নিমিত্তে যে বিষয় ত্যাগ

করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা পাইয়া মনের সন্তোষ জন্মাই; কেননা সে বিষয় যদি পাওয়া যাইত তবে অবশ্য পাই-তাম; যেহেতুক তোমাদিগহইতেও অধিক পথ গমন পূর্ব্বক শ্রম করিয়াছি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গির মুখের দিগে দৃষ্টি করিয়া কহিল, কেমন হে ভাই, এই, ব্যক্তি যাহা কহে ইহা কি সত্য?

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, সাবধান হও ঐ ব্যক্তিও প্রবঞ্চকদের মধ্যে এক জন। ঐ রূপ মন্দ লোকদের কথায় মনোযোগ করাতে আমাদের কেমন দুরবস্থা হইয়াছে তাহা স্মরণ কর। সীয়োন পর্ব্বত নাই এমন কথা কহে, ভাল, আমরা কি *রমণীয় পর্ব্বতহইতে সে নগরের দ্বার দেখি নাই। আর না দেখিলেও কি এখন আমা-দের প্রত্যয় পূর্ব্বক যাইতে হইবে না? এ রূপ কহিয়া *কৃতাশ কহিল, এখন চলিয়া আইস, পাছে সেই ছড়ীধারী মনুষ্য আরবার এস্থানেও আসিয়া উপ-স্থিত হয়। আর তোমার কর্ণে যে উপদেশ শুনাইলাম, তাহা বরং তোমারি আমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। অতএব ওহে ভাই, জ্ঞানবাক্য হইতে বহির্ভূত করায় যে উপদেশ তাহা শুনিও না। হে ভাই,তাহা শ্রবণ-হইতে ক্ষান্ত হইয়া আইস, আমরা প্রাণের উদ্ধারের নি-মিত্তে প্রত্যয় করি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ও হে ভাই, তোমার প্রত্য-য়ের স্থিরতা আছে কি না তাহা সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহা নয়, কিন্তু তোমার পরী-

ক্ষার নিমিত্তে এবং তোমার মনের সত্যতার ফল জন্মাই-বার জন্যে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ভাল, সে যাহা হউক, এই মনুষ্য এই সংসারের প্রভু কর্তৃক বড় অন্ধীভূত হই-য়াছে, অতএব সত্যতার প্রত্যয় আমরা যেন করি, আর তাহাতে যে মিথ্যা নাই, ইহা জানিয়া তুমি এবং আমি দুই জন অগ্রসর হই।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, আমি এই ক্ষণে ঈশ্বরদেয় মহৈশ্বর্য্যের আশাতে আনন্দিত আছি, এ কথা কহিয়া তাহারা সেই * নাস্তিকহইতে বিমুখ হইয়া গেল। তখন সে ব্যক্তি তাহাদিগকে এ রূপ দেখিয়া হাসিতে২ চলিয়া গেল।

অনন্তর স্বপ্নে দেখিলাম যেন তাহারা এই রূপে গমন করিতে২ কোন এক দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দেশের বায়ুর স্বভাবতঃ এমনি গুণ, যে বিদেশি লোককে অকস্মাৎ নিদ্রাযুক্ত করায়। অতএব সেই স্থানে * কৃতাশ অতিশয় অলস হইয়া তন্দ্রাযুক্ত হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, আমার এমন নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে যে প্রায় চক্ষু মেলিতে পারি না, অতএব এই স্থানে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাই।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, কেননা পাছে আমরা এই স্থানে নিদ্রা গেলে আর পুনর্ব্বার জাগ্রৎ না হই; তবে কি হইবে?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হে ভাই, এমন কথা কেন বল? শ্রান্ত লোকের প্রতি নিদ্রাতো অতি সুখদ বটে, অত-এব নিদ্রা গেলে আমাদের শ্রান্তি দূর হইবে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মেষপালকদের মধ্যে এক

জন আমাদিগকে * মোহ ভূমি বিষয়ে সাবধান হইতে কহিয়াছে, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না? ঐ কথা দ্বারা জানিবা, নিদ্রা যাওন বিষয়েও সাবধান হইতে কহিয়াছে, অতএব আমরা যেন অন্যের মত নিদ্রিত না হইয়া সাবধান পূর্ব্বক জাগ্রৎ হই।

তখন * কৃতাশ সচেতন হইয়া কহিল, আমি দোষ করিলাম। ভাল, এই স্থানে আমি যদি একা হইতাম তবে নিদ্রা যাওয়াতে আমার প্রতি মৃত্যু পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা ছিল, এই জন্যে জ্ঞানি লোকেরা যাহা লিখিয়াছে তাহা সত্য করিয়া মানিতেছি, এক অপেক্ষা বরং দুই ভাল। অতএব এই পথ পর্য্যন্ত যে তোমার সহায়তা পাইয়াছি তাহা আমার ভাগ্যরূপ ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ করিয়া মানিতেছি, আর তোমার এই শ্রমের উত্তম ফল তুমি পাইবা।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এই স্থানে নিদ্রা নিবারণের নিমিত্তে আইস আমরা মঙ্গল বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করি।

* কৃতাশ কহিল, আমি তাহাতে বড় সন্তুষ্ট হই।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে কোন্ স্থানে আরম্ভ করা উচিত।

* কৃতাশ উত্তর করিল, যে স্থানে ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উচিত; কিন্তু তুমি আরম্ভ কর।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তবে প্রথমে আমি একটা গান গাই।

যদ্যপি পুণ্যাত্মগণ আলস্যেতে মগ্ন হন
তাঁহারা আসিয়া এই স্থানে।
তবে আসি করুণাশ্রবণ যেরূপ কথোপকথন
করে এই যাত্রি দুই জনে।।
যদিও তারা এখন কিছু না করে গ্রহণ
তথাচ তাহারা এই রূপে।
আমাদের কাছে শিক্ষি নিদ্রাক্রান্ত স্বস্ব আঁখি
সদা রাখুন উন্মীলিত রূপে।।
যদি আমাদের এখন পরস্পর সম্ভাষণ
ভদ্ররূপে কৃত হয় তবে।
নারকিরা বিপরীত তাহা হইলে ও জাগৃত
হইয়া তাহারা সদা রবে।।

এইরূপ গান সাঙ্গ করিয়া * খ্রীষ্টীয়ান কথোপকথন পূর্ব্বক * কৃতাশকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, ভাল তুমি যখন প্রথমতঃ এই * খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মেতে মিলিত হইলা তখন কি প্রকারে তোমার মন চালিত হইয়াছিল?

* কৃতাশ জিজ্ঞাসিল, কি আপন প্রাণের মঙ্গল চেষ্টা বিষয়ে প্রথমতঃ কেমন করিয়া চালিত হইয়াছিলাম ইহা শুনিতে কি তোমার অভিপ্রায়?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন * কৃতাশ কহিল, ভাল, তাহা বলি শুন আমাদের মেলাতে যে২ দ্রব্য বিক্রয় হয় দেখিয়াছ সেই সকল বিষয়ের সুখভোগেতে পূর্ব্বে অনেক কাল কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অনুমান হয়, যদি অদ্যাপি সেই বিষয়ে মগ্ন থাকিতাম তবে তাহা সকলে এতো দিন অবশ্য আমাকে সর্ব্বনাশে ও নরককূপেতে ডুবাইয়া ফেলিত।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল,সে সকল বিষয় কিং ?

* কৃতাশ কহিল,সে সকল এই সাংসারিক সুখভোগের নিমিত্তে রত্নাদি, ঐশ্বর্য্য, ও মদ্যপান ও পরস্ত্রী গমন, ও মিথ্যাবাক্য কহন, এবং নিরর্থক ঈশ্বরের নাম লইয়া দিব্যকরণ, এবং বিশ্রামবার অমান্য করা ইত্যাদি অনেকং প্রাণনাশক অসৎ ক্রিয়া আছে; কিন্তু এই সকলেতে আমি রত ছিলাম। পরে যখন * মায়া নামক মেলাতে তোমার প্রমুখাৎ এবং যিনি আপন প্রত্যয় হেতুক ও মঙ্গল ক্রিয়ার জন্যে সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সেই প্রিয * বিশ্বাসি প্রমুখাৎ পরমেশ্বরের বিষয় শ্রবণ করিয়া আলোচনা করিলাম, তখন বিশেষ জ্ঞান হওয়াতে, এই সকল বিষয়ের অন্ত মৃত্যু অর্থাৎ নরক, এবং এ সকলের নিমিত্তে জগদীশ্বরের যে ক্রোধ সে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারি সন্তানদের উপরে পড়ে আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল ঐ বিষয়েতে তোমার প্রবৃত্তি জন্মিবা মাত্রেতে কি তখনি তুমি তাহার অনুগত হইয়াছিলা ?

তাহাতে * কৃতাশ * কহিল, না পাপ নিতান্ত মন্দ, এবং তাহা করিলে বিনাশ ঘটে, ইহা জানিবার নিমিত্তে পূর্ব্বে আমার ইচ্ছা ছিল না, এ নিমিত্তে পরে সেই সকল বাক্য দ্বারা আমি মনে চালিত হইলে ও সে বাক্যের আলোহইতে চক্ষু মুদিতে অনেকং চেষ্টা পাইয়াছিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, যখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তোমাতে প্রথমতঃ আবিভাব করিলেন তখন তুমি

তাঁহার প্রতি এমত বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলা, ইহার কারণ কি?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, তাহার অনেক ২ কারণ ছিল। প্রথমতঃ ঈশ্বর হইতে পাপবিষয়ে সচেতন হইয়া ইহা যে নূতন মন করণের প্রথম উপক্রম এমন আমার বোধমাত্রে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সে সময়ে শারীরিক অভি-লাষেতে পাপ অতি মিষ্ট বোধ ছিল, অতএব সে পাপ ত্যাগ করিতে কোনমতে সম্মত ছিলাম না তৃতীয়তঃ যাহাদের সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিতে অতি সন্তোষ ছিল এমন চিরকালের পরিচিত লোকদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব তাহা বুঝিতে পারিতাম না। চতু-র্থতঃ যে সময়ে পাপের বিষয় আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে সে সময় আমার প্রতি এমনি ভয়জনক ও ব্যথাদায়ক হইয়াছে, যে মনোমধ্যে তাহার স্মরণমাত্র করা আমার অতি অসহ্য বিষয় হইয়াছে।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তবে তোমার বাক্যানুসারে বোধ হয় যেন কোন ২ সময়ে তোমার অধিক দুঃখ থা-কিত না।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ, থাকিত না বটে, কিন্তু আরবার যখন সে সকল বিষয় আমার মনোমধ্যে উপ-স্থিত হইত তখন পূর্ব্বাপেক্ষাও বরং দ্বিগুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন কোন ২ বিষয়ের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সে পাপ মনেতে উপস্থিত হইল?

* কৃতাশ কহিল, সে অনেক ২ বিষয়, প্রথমতঃ পথ

গমন সময়েতে যদি কোন ভদ্র লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি কাহারো ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শ্রবণ করিতাম। তৃতীয়তঃ যদি আমার মস্তক ব্যথা করিত। চতুর্থতঃ আমার কোন প্রতিবাসী বড় পিড়িত আছে ইহা যদি কেহ সংবাদ দিত। পঞ্চমতঃ কোন লোকের মরণের সংবাদ যদি শুনিতে পাইতাম। ষষ্ঠতঃ কোন দিন আমাকেও মরিতে হইবে এই চিন্তা যদি মনে পড়িত। সপ্তমতঃ অকস্মাৎ কেহ মরিয়াছে ইহা যদি শুনিতাম। অষ্টমতঃ আত্মবিষয় যখন চিন্তা করিতাম যে আমাকে অতি শীঘ্র বিচারে উপস্থিত হইতে হইবে, তবে সকল হইতে আমার আরো অধিক দুঃখ উপস্থিত হইত।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল ভাল, পাপ যে অতি মন্দ ইহা যখন তোমার মনে পড়িত তখন তুমি কি সেই সকল ভাব্যভাবনা সহজ রূপে মনহইতে দূর করিতে পারিতা?

* কৃতাশ কহিল, না তাহার বিষয় কি? অন্তঃকরণে সে সকল উপস্থিত হইলে তাহা এমনি শক্তরূপে আমার মনকে আক্রমণ করিত, যে তখন মন পাপ হইতে পরাবৃত্ত হইলেও পাপের প্রতি আরবার ফিরিয়া যাইব এমন যদি মনে করিতাম, তবে তাহাতে আমার আরো দ্বিগুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, উপস্থিত হইলে কি করিতা?

* কৃতাশ কহিল, তখন এমন মনে করিতাম, যে যাহাতে আমার আচরণ ভাল হয় এমত চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা শেষেতে অবশ্য বিনাশ ঘটিবে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কি আপন চর্য্যা ভাল করিবার নিমিত্তে চেষ্টা পাইয়াছ?

* কৃতাশ কহিল, হাঁ, তাহাতে যে কেবল আপন পাপহইতে পলায়ন করিয়াছি এমন নয়, কিছু মন্দ পরিচয় হইতেও পলায়ন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিলাম. বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা ও পাপের নিমিত্তে বিলাপ এবং প্রতিবাসির সহিত সত্য বাক্য কথন ইত্যাদি অনেক২ বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছি।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এই সকল করিয়া তুমি যে সিদ্ধ এমন কি তোমার বোধ হইয়াছে।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ, আমি যে সিদ্ধ ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুমান করিয়াছি, কিন্তু শেষে সেই দুঃখ আমার উপরে এবং আমার তাবৎ পরামনন কার্য্যের উপরে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইত।

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহা কেমন করিয়া হইল, তুমি তো সে সময়ে নূতনীকৃত হইয়াছিলা?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, সেই দুঃখ যে পুনর্ব্বার আমার উপরে উপস্থিত হইল তাহার অনেক২ কারণ ছিল, যেহেতুক লিখিত আছে তোমাদের যতো পুণ্য সে সকলি মলিন নেকড়ার ন্যায়? এবং ব্যবস্থামত কর্ম্ম দ্বারা কোন মনুষ্য যথার্থীকৃত হইতে পারিবে না। একারণ তোমরাও যখন ঐ সমস্ত বিষয় করিয়া সমাপ্ত করিয়াছ তখনও কহ, আমরা অকর্ম্মণ্য, ইত্যাদি। অতএব ঐ সকল কথা মনে হওয়াতে আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার তাবৎ পুণ্যকর্ম্ম যদি মলিন

নেকড়ার ন্যায় হইল, এবং ব্যবস্থামত ক্রিয়াদ্বারা যদি কোন মনুষ্য ঈশ্বরের কাছে পুণ্যবান গণিত না হয়, এবং আমরা সমস্ত কর্ম্ম করিয়া চুকিলে পরও যদি অকর্ম্মণ্য দাসের মত গণিত হই, তবে কোন ক্রিয়াদ্বারা যে স্বর্গ পাওয়া যায় এমন অনুমান করা সে কেবল উন্মত্ততা মাত্র। তদ্ভিন্ন আরো এই একটি বিবেচনা করিলাম, কোন বণিকের নিকটে যদি কাহারো একশত টাকা দেনা পড়ে তবে তাহার পর সহস্র ২ টাকা দেনা নেনা করিলেও তথাপি ঐ ব্যবসায়ী পূর্ব্বকার টাকার নিমিত্তে নালিশ করিয়া যাবৎ তাহার দেনা পরিশোধ না হয় তাবৎ তাহাকে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, উত্তম কহিতেছ, কিন্তু এসকল বিষয় তুমি আপনাতে কেমন করিয়া প্রয়োগ করিলা।

* কৃতাশ কহিল, আমি মনের মধ্যে এই বিবেচনা করিতে লাগিলাম, আমি আপন পাপদ্বারা ঈশ্বরের কাছে বড় দায়গ্রস্ত হইতেছি, এই ক্ষণে ধর্ম্মকরণ পূর্ব্বক সহস্র ২ সুব্যবহার করিলেও সে পুরাতন ঋণের শোধ হইতে পারিবে না, অতএব আমি আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষ প্রযুক্ত যে দণ্ড যোগ্য হইতেছি ইহাহইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব?

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ; এ প্রকারে তুমি আপনাতে সে অর্থ সঙ্গতি করিয়াছ, ভাল বটে, কিন্তু আরো কহ, শুনি।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, এই রূপ উত্তমাচরণ করিলে

পর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যাহা২ করি তাহার সর্ব্বোত্তম কর্ম্মেতেও পদে ২ দোষ আছে, একারণ আমি সর্ব্বদা দুঃখিত ছিলাম; সুতরাং শেষে নির্যাস করিতে গেলে আগে আমি ভণ্ডরূপে আপন বিষয়ে ও ক্রিয়া বিষয়ে আপনাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিলেও এখন দেখিতেছি, এক দিনেতে এতো পাপ করিয়াছি যে কেবল তাহাতেই আমাকে নরকে পাঠাইতে পারে।

• খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহাতে তুমি কি করিলা?

• কৃতাশ কহিল, তখন বিশ্বাসির সহিত আমার অতিশয় প্রণয় ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহার কাছে আপন মনের সকল কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম। তাহাতে সে আমাকে কহিল যে পর্য্যন্ত তুমি নির্দ্দোষ ব্যক্তির পুণ্য প্রাপ্ত না হইবা তাবৎ তোমার নিজ পুণ্যহইতে কিম্বা জগতের তাবৎ লোকের পুণ্য হইতে কদাচ উদ্ধার পাইতে পারিবা না; কিন্তু ইহা শুনিয়া তখন আমি কি করিব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

• খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, সে সত্য কথা কহিল, ইহা কি তুমি মনে করিলা?

• কৃতাশ কহিল, যে সময়ে আপন সৎক্রিয়াতে সন্তুষ্ট ছিলাম সে সময়ে যদি আমাকে এরূপ কথা বলিত তবে তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া তুচ্ছ করিতাম; কিন্তু এই ক্ষণে আপন দুর্ব্বলতা এবং আপন ক্রিয়াতে পাপ আছে ইহা জ্ঞাত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার মত অবলম্বন করিতে হইল।

খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, যখন তোমার নিকটে

ঐ কথা উপস্থিত করিল তখন জগতের মধ্যে এমন এক জন নির্দ্দোষ পাওয়া যায় ইহা কি তোমার বোধ ছিল?

• কৃতাশ কহিল; প্রথমতঃ ঐ বাক্য আমার অসঙ্গত বোধ হইল, কিন্তু পরে তাহার সহিত আর ২ কথোপ-কথন ও পরিচয় করিলে পর সে বিষয়ে প্রকৃত বোধ পাইলাম।

• খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, সে ব্যক্তি কেটা এবং তাহাহইতেই বা কি প্রকারে পুণ্যবান হইবা এ কথা কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলা?

• কৃতাশ কহিল, হাঁ, জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে কহিল, সর্ব্বাধ্যক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বসতি করেন যে প্রভু যীশু তিনিই সে ব্যক্তি, এবং তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওন কালে স্বয়ং যে ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে টাঙ্গান হওন সময়ে যে ২ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাঁহারি উপরে বিশ্বাস করিলে তাঁহাদ্বারা পুণ্যবান হইবা। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই ব্যক্তির পুণ্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অন্য ব্যক্তিকে পুণ্যবান করিতে পারে এমন গুণ তাহাতে কি প্রকারে বর্ত্তে? তাহাতে সে আমাকে কহিল, শুন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তিনি যে ২ কর্ম্ম ও মৃত্যু ভোগাদি করিলেন তাহা আপনার জন্যে নয়, কেবল আমাদের নিমিত্তে করিলেন; অতএব আমি যদি তাঁহাতে প্রত্যয় করি তবে তাঁহার কৃত যে ২ ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন যে পুণ্য, সে সকলি আমার হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহার পরে তুমি কি করিলা?

* কৃতাশ কহিল, আমি ভাবিলাম, তিনি আমাকে উদ্ধার করিতে সম্মত নহেন, অতএব প্রত্যয় করা অনর্থক; এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমি অনেক২ কথা কহিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহাতে * বিশ্বাসী তোমাকে কি বলিল?

* বিশ্বাসী আমাকে কহিল, তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখ। তাহাতে আমি কহিলাম, ইহা আমাতে অতি অসঙ্গত হয়, সে কহিল, কেন? তিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব অসঙ্গত কি জন্যে হইবে? এ কথা কহিয়া সাহস জন্মাওন পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্বচ্ছন্দে গমন করাইবার নিমিত্তে যীশুর হস্তলিখিত এক খানি গ্রন্থ আমার হস্তে দিয়া সে কহিল, এই গ্রন্থে লিখিত বিন্দু বিসর্গ প্রভৃতি আকাশ ও পৃথিবী অপেক্ষাও স্থিরতর জানিবা। তাহাতে জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে কি করিব? তাহাতে সে কহিল, সেখানে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিতা পরমেশ্বর যেন খ্রীষ্টকে আমার প্রতি প্রকাশ করেন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা করিবা। তাহাতে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে আমার কি প্রকার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য? তাহাতে সে কহিল, সেখানে গিয়া যাচকদিগকে ক্ষমা প্রদান করিবার জন্যে সম্বৎসর ব্যাপিয়া যে সিংহাসনে তিনি বসতি করেন তাহারি উপরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা। তাহাতে আমি কহিলাম, সেখানে উপস্থিত হইয়া কি কহিব? তাহা কিছুই জানি না। তাহাতে সে কহিল, এই প্রার্থনা পূর্ব্বক স্তব করিবা,

হে ঈশ্বর পাপিষ্ঠ যে আমি আমার প্রতি ক্ষমাশীল, হইয়া যাহাতে প্রভু যীশু * খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় এবং জ্ঞান জন্মে এমন আশীর্ব্বাদ করুণ; কেননা দেখিতেছি, যদি, তাঁহার পুণ্য না থাকিত কিম্বা আমি তাঁহাতে প্রত্যয় না করি তবে অবশ্য নরকে নিক্ষিপ্ত হইব; কিন্তু হে দীনবন্ধো, আমি শুনিলাম আপনি অতি দয়ালু তৎ প্রযুক্ত আপন প্রিয় পুত্র যীশু * খ্রীষ্টকে জগত্রাতারূপে নিরূপণ করিয়াছ; অতএব হে দয়াময় প্রভো, আমার মত এরূপ দীনহীন নরকযোগ্য পাপিষ্ঠ লোকের উপরে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপন পুত্র প্রভু যীশু * খ্রীষ্টদ্বারা আমার প্রাণের উদ্ধার করিয়া আপন অনুগ্রহের মর্য্যাদা বৃদ্ধি কর।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, সে ব্যক্তি তোমাকে যেমন২ কহিয়া দিয়াছিল তুমি কি তেমনি২ করিয়াছ?

* কৃতাশ কহিল, হাঁ, বারম্বার করিয়াছি।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহাতে পিতা কি পুত্রকে তোমার সম্মুখে উদয় করিয়াছেন?

* কৃতাশ কহিল, প্রথম বারে না, দ্বিতীয় বারে না, তৃতীয় বারে না, চতুর্থ বারে না, পঞ্চম বারে না, এবং ষষ্ঠ বারেও না।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তখন তুমি কি করিলা?

* কৃতাশ কহিল, কি করিব; তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এমন হইলে তবে প্রার্থনা ত্যাগ করিতে তোমার কি মনস্থ ছিল না?

* কৃতাশ কহিল; হাঁ, এক বার দুই বার নয়, সহস্র ২ বার ছিল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তবে তুমি প্রার্থনা ত্যাগ কর নাই ইহার কারণ কি?

* কৃতাশ কহিল, তাহার কারণ এই, আমি তাঁহার কথা শুনিবামাত্র সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়াছি, এবং * খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বিনা জগৎ শুদ্ধ লোক একত্র হইলেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না ইহাও আমার দৃঢ় বোধ ছিল; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যদি প্রার্থনা ত্যাগ করি তবে আমার এই স্থানে মৃত্যু হইবে, তাহা কেবল নয়, অনুগ্রহ আসনের নিকটেও আমার মরণ বিনা অন্য কোন গতি হইতে পারে না; এ রূপ ভাবাভাবনা করিতে ২ এই শাস্ত্রীয় বচন আমার মনে পড়িল; 'যদি সে বিলম্ব করে তবে তাহার নিমিত্তে গৌণ কর, যেহেতুক তাহা নিশ্চয় উপস্থিত হইবে।' অতএব আমি ঐ কথায় নির্ভর দিয়া যে পর্য্যন্ত পিতা আপন পুত্রকে আমাকে না দেখান তাবৎ প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলাম না।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে তাহার পর তিনি কি প্রকারে তোমাকে দেখা দিলেন?

* কৃতাশ কহিল, বাহ্য চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখিলাম তাহা নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুদ্বারা তিনি আমাকে দেখা দিলেন; অর্থাৎ কোন এক দিবস আমার পাপের বাহুল্য এবং মন্দ দৃষ্টি হওয়াতে আমি এমনি দুঃখিত হইলাম যে আমার জন্মে এমত দুঃখ কখনো পাই

নাই; অতএব সেই সময় কেবল নরক এবং আত্ম প্রাণের বিনাশ অপেক্ষা করিতেছিলাম; ইতিমধ্যে আমি অনুমান করিলাম যেন প্রভু যীশু * খ্রীষ্ট আমার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি করিয়া এই কথা কহিলেন, ' প্রভু যীশু * খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় কর, তাহাতেই তোমার পরিত্রাণ হইবে।'

তখন আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো; আমি মহাপাতকী। তাহাতে তিনি কহিলেন, তাহা হইলেও তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। তখন আমি কহিলাম, হে প্রভো, প্রত্যয় কি, আর তাঁহাতেই বা কি হয়, তাহা আমি জানি না। তাহাতে তিনি কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকটে আইসে সে কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং যে আমাতে প্রত্যয় করে সে কখনো তৃষিত হইবে না। অতএব প্রত্যয় এবং আগমন এ উভয়ই এক বিষয় এই বাক্যদ্বারাতেই তাহা আমি জ্ঞাত হইলাম, কেননা যে ব্যক্তি আগমন করে অর্থাৎ আত্মমনের দ্বারা ও স্নেহদ্বারা * খ্রীষ্টকর্ত্তৃক পরিত্রাণ বিষয়ে আকর্ষিত হয় সেই নিশ্চয় প্রত্যয় করে; অতএব এমন বুঝিলে পর প্রেমেতে পুলকিত হওয়াতে আমার নেত্রজল উপস্থিত হইলে আমি আরো জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, আমার মত মহাপাতকী কি তোমাকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে? তাহাতে আমি শুনিলাম যেন তিনি কহিলেন, 'যে কেহ বিশ্বাস পূর্ব্বক আমার নিকটে আইসে তাহাকে আমি কদাচ দূর করিব না।' অপর আমি কহিলাম, তোমার নিকটে আগমনের নিমিত্তে তোমাকে কি প্রকার ভাবিলে আমার প্রকৃত প্রত্যয় জন্মিতে পারে?

তাহাতে তিনি কহিলেন, ইহাই নিশ্চিত ভাব, পাপিদের উদ্ধারের নিমিত্তে * খ্রীষ্ট এই জগতে আসিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাহাদিগকে পুণ্যবান করিবার জন্যে তিনি উত্থিত হইলেন, এবং তিনি স্নেহ করিয়া আপন রক্তেতে তাহাদিগকে পাপহইতে ধৌত করিলেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের মিলন করাইতে তিনি মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের নিমিত্তে সাধনা করিবার কারণ সর্ব্বদাই জীবৎ আছেন। এই রূপে যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করে সেই প্রত্যেক জনের পুণ্যবান হইবার নিমিত্তে তিনি ব্যবস্থার ফলস্বরূপ হইয়াছেন। অতএব এই সকল কথার অভিপ্রায়েতে আমি এই ২ জ্ঞাত হইলাম, পুণ্যের নিমিত্তে তাঁহার প্রতি আমাকে দৃষ্টি করিতে হইবে; এবং পাপের নিমিত্তে পারিতোষিক পাইবার জন্যে তাঁহার রক্তদ্বারা আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে; আর তিনি আপন পিতৃব্যবস্থা ও দণ্ডের অধীন হইয়া যাহা২ করিয়াছিলেন সে কিছু আপনার নিমিত্তে করেন নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাণরক্ষার নিমিত্তে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিবে তাহার নিমিত্তে; অতএব * যীশুর নামেতে ও পথেতে এবং তাঁহার লোকেতে আমার অশ্রুপাত পূর্ব্বক আহ্লাদেতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার প্রাণের প্রতি ইহা * খ্রীষ্টের অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ বটে, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণেতে কি কার্য্য সম্পন্ন হইল, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল? .

* কৃতাশ কহিল, আমি ইহা দেখিতাম, এই সমুদয়

জগৎকে পুণ্যবান গণ্য করিলেও তাঁহার দৃষ্টিতে সে দুষ্যভাবে অবস্থিতি করে, এবং পিতা যিনি ঈশ্বর তিনি আপনি ন্যায় করিয়া আগমনকারি পাপিদিগকেও পুণ্যবান করিয়া থাকেন; অতএব আমি আপনার আচরণের দুষ্টতা এবং আপন মূর্খতা দেখিয়া লজ্জাতে স্তব্ধ হইলাম, কেননা * খ্রীষ্টের যে রূপ সৌন্দর্য্য এমন সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কখন চিন্তা করিয়াও পাই নাই। অতএব ধর্ম্মাচরণ করিতে বড় ভালবাসিয়া প্রভু * যীশুর নামের সম্ভ্রম ও গৌরব প্রকাশ করিতে অতিশয় চেষ্টান্বিত হইলাম। আর কি কহিব, এই ক্ষণে যদি আমার শরীরে সহস্র সের রক্ত থাকিত তবে তাঁহার নিমিত্তে অনায়াসে সে সকল ব্যয় করিতে পারি।

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, তাহারা এই রূপ কথোপকথন পূর্ব্বক গমন করিতেছিল ইতিমধ্যে কোন কারণের নিমিত্তে * কৃতাশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে সেই পূর্ব্বোক্ত * মূর্খ নামক ব্যক্তিকে দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ঐ দেখ ভাই, সেই যুব ব্যক্তি এখনো কতো দূর পড়িয়া আছে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমিও তাহাকে দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আমাদের সহিত আলাপে শক্ত অচেষ্টিত নয়।

* কৃতাশ কহিল, তাহা বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় সে যদি এতক্ষণ আমাদের সহিত থাকিত তবে তাহার বড় ক্ষতি হইত না।

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে সত্য, কিন্তু আমি স্থির জানি সে বিপরীত জ্ঞান করে।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ আমিওতাহা বুঝি, তথাপি তাহার নিমিত্তে কিঞ্চিত বিলম্ব করি ইহা আমার ইচ্ছা হয়। তাহাতে তাহারা উভয়েই সেই স্থানে দাঁড়াইল।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে ঐ মূর্খকে ডাকিয়া কহিল, ও হে মনুষ্য, চলিয়া আইস, এমন করিয়া পিছে পড়িয়া থাক কেন?

তাহাতে * মূর্খ উত্তর করিল, আমি পিছে ২ যাইতে বড় ভাল বাসি, কেননা অসন্তোষ জনক লোকের সহিত গমন করা অপেক্ষা একাকী যাইতে আমার যথেষ্ট সুখ জন্মে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান * কৃতাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার কানে২ কহিল, সে আমাদের সহিত যাইতে বড় সন্তুষ্ট নয়, ইহা আমি পুর্ব্বে তোমাকে কহি নাই? এবং আরো কহিল, চলিয়া আইস, এই নির্জ্জন স্থানে আমরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া কাল ক্ষেপণ করি। এমন কথা কহিয়া খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার ঐ মূর্খকে ডাকিয়া কহিল ও হে পথিক, চলিয়া আইস, এইক্ষণে কেমন আছ, ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনের ভাব কেমন?

* মূর্খ কহিল, সে ভাল বুঝি, কেননা যাত্রাবিষয়ে আপন সান্তনা জনক অনেক ২ মঙ্গল বাঞ্ছাতে আমার মন পরিপূর্ণ আছে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কি ২ মঙ্গলবাঞ্ছা তাহা আমাদিগকে কহ?

* মূর্খ কহিল, আমার বাঞ্ছা অন্য দিগে যায় না, কেবল স্বর্গ এবং ঈশ্বর বিষয়েতেই লুব্ধ আছে।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সেরূপ বাঞ্ছা ভূতেরা এবং নরকস্থ প্রাণিরাও করিয়া থাকে।

* মূর্খ কহিল, তেমন নয়, সে সকল বিষয় আমি বিবেচনা করিয়া বাঞ্ছা করি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে না, এমন অলস ব্যক্তিরাও তেমন বাঞ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা যৎকিঞ্চিৎও পাইতে পারিবে না।

* মূর্খ কহিল, না না, তাহাদের মত নহি; আমি সে সকল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহার নিমিত্তে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এমন হইলে ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে আমার সন্দেহ হয়, কেননা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা অতি কঠিন বিষয়, অনেকে পারে না। তুমি যদি স্বর্গ এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাক তবে ভাল, এ বিষয়ে তুমি কিসের দ্বারা চালিত হইয়াছ?

* মূর্খ কহিল, আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই আমাকে তাহা কহে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মনকে বিশ্বাস কি? যে হেতুক বিদ্বানেরা কহিয়াছেন, যে জন আপন অন্তঃকরণকে প্রত্যয় করে সে অজ্ঞান।

* মূর্খ কহিল, সে কথা কু অন্তঃকরণের বিষয়ে লিখিত আছে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ অতি ভাল

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার মন ভাল এমন প্রমাণ কি প্রকারে দিতে পারিবা।

* মূর্খ কহিল, স্বর্গের প্রত্যাশাদ্বারা মন আমাকে সান্ত্বনা করে, ইহাতেই আমার মন ভাল ইহা আমি জানি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহা মনের কাপট্যেতেও হইতে পারে; যে বিষয় পাইতে ভরসার মূল না থাকে সে বিষয়ের আশাতেও মনুষ্যদের মন মনুষ্যদিগের সান্ত্বনা জন্মাইতে পারে।

* মূর্খ কহিল, আমার মনেতে এবং আচরণেতে মিলে, এ নিমিত্তে আমার আশার মূল আছে ইহা আমি জানি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তোমার অন্তঃকরণে এবং আচরণে মিলে ইহা তোমাকে কে কহিয়াছে?

* মূর্খ কহিল, কেন? আমার অন্তঃকরণই আমাকে কহে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি চোর কি না তাহা আমার সহায়কে জিজ্ঞাসা করিলে প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু মন তাহাই কহিবে, একি কথা? ঈশ্বরের বাক্য প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ অমূলক জানিবা।

অপর * মূর্খ জিজ্ঞাসিল, ভাল, যে অন্তঃকরণে নিরন্তর মঙ্গলচিন্তা বর্ত্তে সে অন্তঃকরণ কি ভাল নয়? এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী যে আচরণ তাহাকেও কি ভাল বলা যায় না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, মঙ্গলচিন্তা বিশিষ্ট

যে অন্তঃকরণ সে ভাল, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে আচার তাহাও অতি উত্তম বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে, এতদ্বিশিষ্ট হওয়া এক বিষয় এবং এতদ্বিশিষ্ট আছি এমন বোধ করা অন্য বিষয়।

* মূর্খ জিজ্ঞাসিল, ভাল, মঙ্গলচিন্তা এবং ঈশ্বরাজ্ঞানুযায়ী আচরণ তুমি কোন২ বিষয়কে গণ্য কর, তাহা আমাকে বল দেখি?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, মঙ্গলচিন্তা অনেক প্রকার আছে; তাহার মধ্যে কতকগুলীন আত্মবিষয়ের ও কতকগুলীন ঈশ্বর বিষয়ের ও কতকগুলীন খ্রীষ্টবিষয়ের এবং কতকগুলীন অন্যান্য বিষয়ের ও আছে ইত্যাদি।

* মূর্খ জিজ্ঞাসিল, আত্মবিষয়ে যে ভাল চিন্তা সে কি প্রকার?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে২ চিন্তা ঈশ্বরের বাক্যের সহিত মিলে সেই ভাল।

* মূর্খ জিজ্ঞাসিল, আমাদের যে আত্মবিষয়ের চিন্তা সে ঈশ্বর বাক্যের সহিত কখন্ মিলে?

* খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, ঈশ্বরের বাক্য যেমন আমাদের বিষয়ে বিচার করে তেমনি আমরা যদি আপনাদের বিষয়ে বিচার করি, তবে ভাল। এ কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দি, শুন; স্বভাবস্থিত মনুষ্যবিষয়ে ঈশ্বর এই বাক্য কহেন, এই জগতে কেহ ধার্ম্মিক নাই, এবং ধর্ম্ম ক্রিয়া করে এমন কেহ নাই। আরো কহেন, মনুষ্যের অন্তঃকরণের প্রত্যেক কল্পনাই মন্দ, আজন্মকালাবধি মন্দ;

অতএব এই সকল জানিয়া যখন আমরা আত্মবিষয়ে সেরূপ বিবেচনা করি তখন আমাদের বিবেচনা ভাল, যেহেতুক সে সকল ঈশ্বর বাক্যানুযায়ী।

* মূর্খ কহিল, আমার অন্তঃকরণ এতো মন্দ ইহা কখনো আমি প্রত্যয় করিব না।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার বয়েসের মধ্যে কখন আত্মবিষয়ে একটাও ভাল চিন্তা উপস্থিত হয় নাই; সে যাহা হউক, যে বিষয়ে কহিতেছিলাম, তাহার আর এক কথা কহি, বাক্য যেমন আমাদের অন্তঃকরণ বিষয়ে বিচার করে তেমনি আচরণ বিষয়েও বিচার করেন, অতএব তাহার সহিত যখন আমাদের বিবেচনা মিলে তখন উভয়েই উত্তম বটে, যেহেতুক সে সকলই তদনুযায়ী।

* মূর্খ কহিল, তোমার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বল, শুনি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কেন? ঈশ্বর শাস্ত্রে এই বাক্য কহেন, মনুষ্যের পথ অতিবক্র ও মন্দ হয়; এবং আরো কহেন, তাহারা স্বভাবতঃ ভদ্র পথ বহির্ভূত হইয়া সে পথ জানে না; অতএব যখন মনুষ্য চৈতন্য পাইয়া অন্তঃকরণের নম্রতার সহিত আত্মপথকে অতি মন্দ বুঝে তখন আত্মপথ বিষয়ে অবশ্য তাহার উত্তম বিবেচনা উপস্থিত হয়, কারণ ঈশ্বরবাক্যের বিচারের সহিত তাহার বিচার হয়।

অপর * মূর্খ জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বর বিষয়ে উত্তম ধ্যান সে কি প্রকার?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আপনাদের বিষয়ে যেমন কহিয়াছি তেমন হইলেও হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য

ঈশ্বরবিষয়ে যাহা কহিয়াছে, আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক ধ্যান যখন তাহার সহিত মিলে তখন উত্তম ধ্যান হয়। তবে সে সকল ভাল ধ্যান উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের বাক্য আমাদিগকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও গুণ বিষয়ে যেমন শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তখন আমরা তাঁহার বিষয়ে বিবেচনা করি: কিন্তু এই সকল বিষয় এইক্ষণে আমি বিস্তারিত করিয়া কহিতে পারি না। তবে এই ক্ষণে তাঁহার সহিত আমাদিগের যে রূপ সম্পর্ক তদ্বিষয়ে কখন মিলে তাহা বরং কহি, শুন। আমরা ঈশ্বরবিষয়ে যথার্থ বিবেচনা করিলে আপনাদিগকে তখন যে রূপ জানি তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদিগের বিষয় অধিক জ্ঞাত আছেন, আর যে স্থানের যে নিজ পাপ আমরা আপনারা দেখিতে পাই না, তাহা তিনি অনায়াসে দেখেন। তাহা কেবল নয় আমাদিগের মন এবং মনোবর্ত্তি যে সকল চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি সকলি তাঁহার গোচরে আছে ইহা বিবেচনা করি। বিশেষতঃ আমরা যে সকল পুণ্যক্রিয়া করি তাহা তিনি জানিলেও তাঁহার নাসিকাতে দুর্গন্ধতা প্রযুক্ত কোন প্রকারে আমাদিগকে কাছে দাঁড়াইতে দেন না, পুণ্যের বিষয়ে যখন এমন বিবেচনা করি তখন যথার্থ বিচার করি।

তখন * মূর্খ কহিল, ওহে মনুষ্য, ঈশ্বর আমাহইতে অধিক দূরদর্শী নহেন, এবং আমি আপন কৃতপুণ্যেতে বেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারি ইহাই আমি বুঝি, আমাকে কি এমন মূর্খ জ্ঞান করিতেছ?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি তাহার বিষয় কি বুঝিতেছ?

* মূর্খ কহিল, কেন? আমি কি না বুঝি, তবে সং-

ক্ষেপে কহি শুন, আমাকে পুণ্যবান হইবার জন্যে প্রভু যীশু * খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় করিতে হইবে ইহা আমি বুঝি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, * খ্রীষ্টেতে প্রয়োজন না দেখিয়া তুমি অগ্রেতেই কি প্রকারে * খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় করিতে পার? অতএব তুমি আঁপন স্বভাবের দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনার ক্রিয়াবিষয়ে কি অন্য বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখিতেছ; ইহাতেই আমি স্পষ্টরূপে জানি, যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুণ্যবান হইবার জন্যে তুমি কোন কালে * খ্রীষ্টেতে প্রয়োজন দেখ নাই; অতএব * খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, তুমি এমন কথা কি প্রকারে কহিতে পার?

তাহাতে * মূর্খ কহিল, সে যাহা হউক, আমি ভালরূপে বিশ্বাস করি।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তুমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতেছ?

* মূর্খ কহিল, প্রভু যীশু * খ্রীষ্ট পাপিদিগের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; আমি ইহা ভাবিয়া প্রত্যয় করি; অতএব আমি তাঁহার ব্যবস্থাতে ব্যবস্থিত হইলে অবশ্য গ্রাহ্য হইয়া পাপহইতে উত্তরণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সম্মুখে পুণ্যবান হইব; কিম্বা দয়াময় * খ্রীষ্ট নিজ ধর্ম্মদ্বারা আমার ধর্ম্মাচরণকে পিতার সম্মুখে গ্রাহ্য করিলে আমি নির্দোষ হই।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার প্রত্যয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ উত্তর দি, শুন।

প্রথমতঃ তুমি এই যে রূপ প্রত্যয় করিতেছ ইহা উন্ম-

ত্তের ক্রিয়া তুল্য হইতেছে, কেননা ঈশ্বরশাস্ত্রের কোন স্থানেতেই এ রূপ প্রত্যয় লিখিত নাই।

দ্বিতীয়তঃ দেখ, তোমার ঐ বিশ্বাস * খ্রীষ্টের পুণ্য-হইতে পুণ্য হরণ করিয়া তোমার পুণ্যে যোগ করিতেছে অতএব ঐ বিশ্বাস মিথ্যা।

তৃতীয়তঃ তোমার ঐ প্রত্যয়দ্বারা * খ্রীষ্ট তোমার মুক্তিদায়ী না হইলে তোমার ক্রিয়া মুক্তিদায়িনী হই-তেছে, এবং সেই ক্রিয়ার পবিত্রকর্ত্তা * খ্রীষ্ট হইতেছেন, অতএব তাহা মিথ্যা।

চতুর্থতঃ. এই নিমিত্তে তোমার ঐ বিশ্বাসকে ভ্রমজনক বলিতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষের আগমন দিবসে ঐ বিশ্বাস তোমাকে ঈশ্বরীয় ক্রোধের পাত্র করিবে; কেননা নিষ্পাপকারী যে সত্য প্রত্যয় সে ব্যবস্থাদ্বারা প্রাণকে নরকের ভয় দেখাইয়া * খ্রীষ্টের পুণ্য গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার আশ্রয় লইতে প্রবৃত্তি দেয়। যদ্দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্যস্বরূপ গণিত হয় * খ্রীষ্টের পুণ্য তাদৃশ অনুগ্রহের কার্য্য নয়, কিন্তু যাহা দ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হইল ও পাপের উপযুক্ত ফল ভোগ হইল তাহাকে আমরা তাঁহার পুণ্য বলি। অতএব যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাস পূর্ব্বক ঐ পুণ্য গ্রহণ করে সে সেই পুণ্যরূপ বস্ত্রেতে আবৃত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে নির্দ্দোষ গণিত হইলে তাহার প্রাণ গৃহীত হয়, এবং অসহ্য দণ্ড হইতেও মুক্ত হয়।

* মূর্খ জিজ্ঞাসিল, প্রভু যীশু * খ্রীষ্ট যে পুণ্যসঞ্চয় করি-লেন, তুমি কি এখন কেবল তাহাই মাত্র আমাদিগের

ভরসা করাইবা? এমন ভ্রমেতে ভুলিয়া কি আমরা স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারি না? ভাল, * খ্রীষ্টে প্রত্যয় করিলে যদি তাঁহার পুণ্যদ্বারা পুণ্যবান হওয়া যায় তবে যেমন ইচ্ছা তেমনি আচরণ করি না কেন? সেই পুণ্য হইতেই মুক্ত হইব?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার এমন বিবেচনা যদি না হইবে তবে লোকেরা তোমাকে মূর্খ বলিয়া ডাকিবে কেন? হায় ২ তোমার যেমন নাম কর্ত্তব্যেতেও তেমনি, এই জন্যে আমার বাক্য বিষয়ে তোমার উত্তরই প্রমাণ দিতেছে। নিষ্পাপকারি তাঁহার পুণ্য কি পদার্থ তদ্বিষয়ে তুমি যেমন মূর্খ, এবং সেই পুণ্যেতে প্রত্যয়দ্বারা ঈশ্বরের মহাক্রোধহইতে নিজ প্রাণকে রক্ষা করিতেও তুমি তেমনি মূর্খ। আর খ্রীষ্টের পুণ্যেতে প্রত্যয় করাতে কেমন পরিত্রারক প্রত্যয় জন্মে তদ্বিষয়ে তোমার যেমন মূর্খতা, এবং * খ্রীষ্টদ্বারা মনকে ঈশ্বরের প্রতি ফিরাইয়া নম্র করে এবং তাহার নাম ও বাক্য ও পথ ও লোক ইত্যাদিতে স্নেহ করায় এমন যে বিশ্বাস, তদ্বিষয়েও তোমার তেমনি মূর্খতা; অতএব এ রূপ মূর্খের মত বুঝিলে কিছু হইতে পারিবে না।

তখন * কৃতাশ কহিল, উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, * খ্রীষ্ট উহার প্রতি কখন প্রকাশিত হইয়াছিলেন কি না?

এ কথা কহিবা মাত্র * মূর্খ উত্তর করিল, আমার বোধ হয় তুমি এক জন ভবিষ্যৎ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু সে মতাবলম্বিদিগের মত এক প্রকার উন্মাদ লোকের প্রলাপ তুল্য।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, ওহে মনুষ্য, তুমি কি বল? শরীরের স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকটে * খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে

এমন গুপ্ত আছেন, যে পিতা ঈশ্বর লোকদিগের নিকটে যদি তাঁহাকে না জানান তবে মনুষ্যেরা কোন রূপে তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তৃরূপে জানিতে পারে না।

* মূর্খ কহিল, সে তোমার প্রত্যয়েতে, নতুবা আমার প্রত্যয়ে হয় না; কিন্তু আমি তোমার মত উন্মত্ত না হইলেও তোমার প্রত্যয়ের সদৃশ আমার প্রত্যয় ভদ্র বটে, ইহা নিশ্চয় জানি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দেখ, তুমি যদি আমার কথাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ কর, তবে আমি কিছু কহি, শুন। এতদ্বিষয়ে তোমার এ লঘু জ্ঞান করা উচিত হয় না; কেননা আমার সঙ্গি * কৃতাশ যাহা কহিয়াছে ইহাই নিশ্চিত কথা, পিতা * খ্রীষ্টকে না দেখাইলে তাঁহাকে দেখিতে সকলেই অন্ধ; আর যাহাতে * খ্রীষ্টের গ্রাহ্য হওয়া যায় এমন বিশ্বাস না থাকিলেও তাঁহাকে জানা যায় না; আর সে প্রত্যয় সত্য হইলেও যদি ঈশ্বরানুগ্রহেতে উপজাত না হয় তথাচ তাহা অপ্রমাণ; কিন্তু আমার বোধ হয় ঐ প্রত্যয় কি রূপে মনুষ্যের মন আকর্ষণ করে তাহা তুমি জান না। অতএব হে * মূর্খ, তুমি সচেতন হইয়া আপনার সকল দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া প্রভু যীশুখ্রীষ্টেতে পলায়ন কর, তাহাতে তুমি * খ্রীষ্টের পুণ্যেতে পুণ্যবান হইয়া অনায়াসে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবা, যে হেতুক তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

তখন * মূর্খ কহিল, সে যাহা হউক, কিন্তু তোমরা এমন শীঘ্র গমন কর যে তোমাদের লাগাইল ধরিতে না পারিয়া আমি তোমাদের পশ্চাৎ২ পড়িয়া থাকি।

তখন এমন কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ও *কৃতাশ এই চারিটি গান করিতে২ চলিল।

দশ বার আপন নিকটে শুভঙ্কর।
উপস্থিত মন্ত্রণা করিলা অনাদর॥
মূর্খ তুমি এখনো কি বালিশ হইয়া।
থাকিবা হে সুমন্ত্রণা নাহি বিচারিয়া॥
সুমন্ত্রণা অবহেলা করিলে হারিবা।
অল্প দিনের মধ্যে তাহা জানিতে পারিবা॥
এই রূপ অবহেলা করাতে কেমন।
মানুষের মন্দ ঘটে জানিবা তখন॥
সময় উত্তীর্ণ হইলে মানুষ কিবা রূপ।
স্মরণ কর হে তাহা হইয়া নম্রস্বরূপ॥
না হইয়া ভয়ান্বের অতি ভদ্র মত।
গ্রহণ করিলে হয় সর্ব্ব রক্ষান্বিত॥
অতএব এ বিষয়ে ওহে মূর্খ তুমি।
মনোযোগ করি শুন বলিতেছি আমি॥
কিন্তু যদি অবহেলা ইথে কর অতি।
নিশ্চয় জানিবা তবে হবে তব ক্ষতি॥

অপর *খ্রীষ্টীয়ান *কৃতাশকে কহিল, ওহে ভাই বুঝি পুনর্ব্বার ইহাকে ফেলিয়া পূর্ব্বমত তোমাতে আমাতে অগ্রসর হইতে হইবে।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন *খ্রীষ্টীয়ান ও *কৃতাশ এই রূপ কথোপকথন পূর্ব্বক দ্রুত গমনে উভয়ে অগ্রসর হইলে পর ঐ মূর্খ তাহাদের পশ্চাৎ২ খোঁড়াইতে২ যাইতে লাগিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ ভাই, ঐ

ব্যক্তির সহিত আমাদিগের পরামর্শের ঐক্য না হইলেও উহার নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ কেমন করিতেছে; কেননা অবশেষে উহার বড় দুর্দ্দশা ঘটিবে ইহা ঐ ব্যক্তি নিজে জানিতে না পারিলেও আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, ভাই, উহার নিমিত্তে দুঃখিত হইলে কি হইবে, তোমার দৃষ্টিতে যেমন ঐ এক জন দুর্ভাগ্যবান এমন আমাদের নগরে কত পরিজন ও কত নিবাসী আছে, তাহারা সকলেই যাত্রিক; অতএব একা আমাদের অঞ্চলে যদি এতো লোক থাকে তবে না জানি দেশ দেশান্তরে কত আছে।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঈশ্বর শাস্ত্রেতে ইহা কহেন, পাছে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাত হয় এই ভয়েতে তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছে; সে যাহা হউক আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ ব্যক্তিদিগের মনেতে পাপের নিমিত্তে কি কখনো অনুতাপ উপস্থিত হয় না, এবং পাপের জন্যে যে তাহাদের ভয়ানক দশা ঘটিবে তাহাতেও কি তাহাদিগের মনেতে ভয় জন্মে না?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, তুমি আমাহইতে জ্যেষ্ঠ বট, অতএব আপনি কেন ঐ প্রশ্নের উত্তর না কর?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে বুদ্ধ্যনুসারে বলি, শুন। আমার বুদ্ধিতে এই লয় তাহাদের মনেতে অনুতাপাদি জন্মে, কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ * মূর্খতা প্রযুক্ত সে সকল যে মঙ্গলজনক. তাহা একবারও বুঝিতে পারে না একারণ সে সকলকে নষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে এবং অহঙ্কার

পূর্ব্বক আপন২ মনের বাঞ্ছামত আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করে।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হাঁ, তুমি যেমন কহিতেছ আমারো মনেতে সেই রূপ লয় বটে; ভয়েতে মানুষের অনেক উপকার হয়, এবং যাত্রা আরম্ভ করিবার সময়ে তাহাদের প্রকৃত মন জন্মে ইহাও সত্য।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে যদি প্রকৃত ভয় হয় তবে নিঃসন্দেহে তাহাই হয়, কেননা শাস্ত্রেতে এমন লিখে. ঈশ্বরীয় যে ভয় সে জ্ঞানের আরম্ভক।

* কৃতাশ জিজ্ঞাসিল, ভাল, প্রকৃত ভয় কি, তাহা তুমি কি প্রকারে নির্ণয় করিবা?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, প্রকৃত ভয় হইলে এই তিনটি লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় হইতে পারে তাহা বলি, শুন।

প্রথমতঃ, সেই ভয় দ্বারা এই হয়, কি প্রকারে পাপ-হইতে উদ্ধার পাইব মনের মধ্যে এমত একটা উদ্বেগ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, সেই ভয় পরিত্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্তে খ্রীষ্টের শরণাগত হইতে মনের মধ্যে উদ্যোগ জন্মায়। তৃতীয় লক্ষণ এই, সেই ভয় মনের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ের এবং তাঁহার বাক্য ও পথ বিসয়ের সম্মান জন্মাইয়া ক্রমশো বুদ্ধি উৎপন্ন করে, ও সর্ব্বদা মনকে নম্রভাবে রাখে; এবং সেই সম্মান হইতে ঈশ্বরের কুযশ করণে কিম্বা আত্মসুখ ভঞ্জন বিষয়ে, অথবা পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করণ বিষয়ে, কিম্বা শত্রু লোকেরা যে মন্দ কহিতে পারে তদ্বিষয়ে দক্ষিণে বা বামে অনুবৃত্ত হওন বিযয়ে মনের মধ্যে একটা ভয় জন্মায়।

কৃতাশ কহিল, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ ইহা আমার বুদ্ধিতে লয় বটে, সে যাহা হউক এখনো কি আমরা * মোহ ভূমি পার হই নাই?

তখন * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন? তুমি কি এখন এই কথোপকথনেতে ক্লান্ত হইতেছ?

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, না, সেটা জানিবার জন্যে জিজ্ঞাসিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মোহভূমি পার হইতে আমাদের এখনো আরো দুই ক্রোশ পথ আছে, অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার সেই কথোপকথনেতে মনোযোগ করি। এ কথা কহিয়া * খ্রীষ্টীয়ান পুনশ্চ কহিতে লাগিল, ঐ ভয়জনক মনের সমস্ত অনুতাপাদি যে তাহাদের মঙ্গল-জনক ইহা মূর্খেরা জানে না. এই নিমিত্তে তাহারা মন-হইতে সে সকল দূর করিতে চেষ্টা করে।

তাহাতে * কৃতাশ জিজ্ঞাসিল, ভাল, তাহারা কিসের নিমিত্তে ও কি প্রকারে তাহা মনহইতে ছাড়িতে চেষ্টা করে।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ সকল অনুতাপাদি যে ঈশ্বর-হইতে উপস্থিত হয় তাহা তাহারা জানে না; অতএব অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা ভাবে, এ কি হইল, ইহা বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশক শয়-তানের কার্য্য হইবে; ইহা ভাবিয়া সে সকলকে অবহেলা করে। এবং এই ভয়কে তাহাদের বিশ্বাসনাশক বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে মনকে কঠিন করে, কিন্তু হায় ২ তাহাদের বিশ্বাস না হইলে তাহাদের দুর্ভাগ্য। আর অহঙ্কার পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিয়া সেই ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে।

তদ্ভিন্ন যখন সেই ভয় তাহাদের পুণ্য সকলকে নিষ্ফল বোধ করায় তখন তাহারা আরো সাধ্যানুসারে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, হাঁ, ইহার কিছু২ আমি স্বয়ং ঠেকিয়া জানিয়াছি, যে হেতুক পূর্ব্বে আমারো মনেতে ঐ রূপ উদয় হইত।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে এইক্ষণে আমাদের প্রতিবাসি মূখের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া লাভজনক অন্য এক প্রসঙ্গ আরম্ভ করি।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, তাহা হইলে আমার বড় আনন্দ হয়; কিন্তু ভাই, তোমাকে আরম্ভ করিতে হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে আমি কহি, শুন। দশ বৎসর গত হইল তোমার অঞ্চলে বাস করিত যে *অল্পকালস্থায়ী নামে ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাকে কি তুমি জানিতা।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, হাঁ, তাহাকে জানিব না কেন? *সভ্যতা নামক নগরহইতে এক ক্রোশ দূর যে †হীনানুগ্রহ নামে নগর সেই নগরে *পরাবৃত্ত নামক ব্যক্তির বাটীর সম্মুখে সে ব্যক্তি বাস করিত।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহারি চালের নীচে বাস করিত বটে। ঐ ব্যক্তি এক সময় চেতনা পাওয়াতে আমার বোধ হয়, সে সময়ে আপন পাপ বিষয়ে এবং পাপের নিমিত্তে প্রাপ্তব্য বেতন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎজ্ঞাত হইয়াছিল।

তাহাতে *কৃতাশ কহিল, হাঁ, আমি ও উহাকে তেমনি

বুঝিয়াছিলাম; কেননা উহার বাটী হইতে আমার বাটী প্রায় এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পথ দূর হইলেও ঐ ব্যক্তি অনেক২ বার অশ্রুপাতযুক্ত হইয়া আমার কাছে আসিত, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং উহার নিমিত্তে আমি নিতান্ত ভরসা রহিতও ছিলাম না; কিন্তু যে সকল লোক কেবল প্রভু২ করিয়া বলে তাহারা স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ইহা আমরা প্রমাণ পাইতেছি।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে ব্যক্তি আমাকে একবার কহিয়াছিল, আমি তোমাদের মত যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছি. কিন্তু পরে অকস্মাৎ * আত্মরক্ষক নামে এক ব্যক্তির সহিত তাহার নূতন আলাপ হওয়াতে সেই অবধি তাহার সহিত আমার আলাপ ভঙ্গ পড়িল।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, আমরা এখন তাহারি বিষযের কথোপকথন করি, তদ্ভিন্ন তাহার এবং তদ্রূপ লোকের সেই প্রকার হঠাৎ পরাবৃত্ত হওন বিষয়ে কিছু২ কথোপকথন করিতে ও বাঞ্ছা করি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে রূপ আলোচনাতে আমাদের মঙ্গলের বিষয় হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাই, তুমি কহ, আমি শুনি।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, ভাই, আমার বিবেচনাতে তাহার চারিটা কারণ আইসে; কি২ তবে শুন।

প্রথমতঃ, এই প্রকার লোকদিগের মনেতে এক বার চেতনা জন্মিলেও যদি তাহাদের অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত না হয় তবে সেই পাপের ভয় ক্রমে২ ক্ষীণ হইয়া ধর্ম্ম

বিষয়ের যে কিছু উদ্যোগ জন্মাইয়া থাকে অল্পেং তা-হাও লুপ্ত হয়, তবে সুতরাং তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব আচরণেতে প্রবৃত্ত হয়। সে কাহার ন্যায়? যেমন বমন-শাল কুক্কুর; সে যখন বমি করে তখন কিছু স্বেচ্ছাধীন করে তাহা নয়, তবে কি? যে পর্য্যন্ত আমাশয় হইতে ঊর্দ্ধবেগ থাকে তাবৎ বমি করে, কিন্তু সেই বমন বেগের মান্দ্য ও বমির শান্তি হইলে ঐ কুক্কুর আপন বমনের প্রতি বিমুখ না হইয়া পুনর্ব্বার সে সমস্ত চাটিয়া খায়; অতএব লিখিত বাক্য সত্য, যে কুক্কুর আপন বমনের প্রতি ফিরে। এই হেতুক আমি কহি; এমন মনুষ্যেরা কেবল নরক যন্ত্রণার ভয়েতেই স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্যাকুল হয়, নতুবা স্বর্গের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত নয়, কেননা সাক্ষাতে দেখ, ক্রমে২ তাহাদের সেই সর্ব্বনাশ রূপ দণ্ড ভয়েতে শৈথিল্য পড়িলে পর তাহাদের স্বর্গ এবং পরিত্রাণের নিমিত্তে যে বাঞ্ছা তাহারও হ্রাসতা পড়ে, এমন হইলে সুতরাং তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পথে ফিরিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই, তাহাদিগকে দমন করিতে পারে এমন অনেক২ ভয় তাহাদের হৃদয়ে আছে; যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে, লোকতঃ ভয় মনুষ্যদিগকে ফাঁদে ফেলে। এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত হৃদয়মধ্যে নরক ভয় জাগ্রৎ থাকে তাবৎ তাহারা স্বর্গের নিমিত্তে চেষ্টা করে; কিন্তু শেষে ক্রমে২ সে ভয় নিদ্রিত হইলে লোক ভয় জাগ্রৎ প্রযুক্ত তাহারা পুনর্ব্বার এই বিবেচনা করে, জ্ঞান-বান হওয়া ভাল, কেননা তাদৃশ অজ্ঞাত বিষয়ের নি-

মিত্তে যে আপন বর্ত্তমান সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হওয়া সে ভাল নয়; এই বিবেচনা করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার বিষয়েতে মগ্ন হয়।

তৃতীয়তঃ অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহাদের দৃষ্টিগোচরে ধর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট ও অপকার্য্য বোধ হয়, এবং ধর্ম্মাবলম্বী হইতে লজ্জা তাহাদের বাধক স্বরূপ হইয়া উঠে; অতএব তাহারা নরকে এবং ভবিষ্যৎ ক্রোধ জ্ঞান বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব আচরণেতে প্রবৃত্ত হয়।

চতুর্থ কারণ এই, তাহারা আপনাদের দোষ ও দুঃখের প্রতি একবার ও দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না; কেননা তাহা যদি চাহিত তবে প্রথম দর্শনেতেই তাহারা ভয়েতে ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয় লইয়া অবশ্য আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদিগের সে ইচ্ছা নয়, বরং পূর্ব্বে যে রূপ কহিয়াছি তদ্রূপ যাহাতে নিজ দোষ জ্ঞান ও ভয় উপস্থিত হওনের পথ অবরোধ হয় এমন কর্ম্ম করাতে ক্রমে২ ঈশ্বরক্রোধজন্য ভয় বিষয়ক চৈতন্য লুপ্ত হইলে তাহারা আরো আহ্লাদ পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে সুস্থির করে; এবং যাহাতে মন আরো অধিক কঠিন হয় এমন কর্ম্ম করে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ তুমি এক প্রকার যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; তাহাদের মন ও ইচ্ছার যে অপরিবর্ত্তন সেই সকলের মূল; মনের পরিবর্ত্তন না থাকাতে তাহারা কেমন হইয়াছে, যেমন এক জন চোর বিচারকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াওন কালে থর২ করিয়া কাঁপিতে থাকে; আর বোধ হয় সে ব্যক্তি অপরাধ বিষয়ে বড়

খেদ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক সে নিজ দোষের নিমিত্তে অনুতাপ করিতেছে, তাহা নয়, কেবল ফাঁসি কাষ্ঠ দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত তাহা করে; নতুবা দেখ, তুমি যদি তাহাকে একবার মুক্ত কর তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গিয়া পুনর্ব্বার চুরি কিম্বা ডাকাইতি করিবে, কেননা তাহার সেই দুষ্ট মতি ঘুচে নাই; তাহা যদি ঘুচে তবে পরে সে নূতন আচরণ করিবে।

অপর * কৃতাশ কহিল, তাহাদের একবার মন ফিরিলেও পুনর্ব্বার বিষয়েতে মগ্ন হওয়ার যে কারণ তাহা আমি কহিলাম; এখন কি প্রকারে তাহা হয় ইহা তুমি বল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে আমি কহি, শুন। প্রথমতঃ, তাহারা ঈশ্বর বিষয় ও মৃত্যু বিষয় এবং আগামি বিচার বিষয় এই সকলের স্মরণ মনহইতে ক্রমে২ সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ, আপন২ গোপনে প্রার্থনা করণ ও ইন্দ্রিয় দমন ও চৌকি দেওন এবং পাপনিমিত্তক অনুতাপ ইত্যাদি যে আচরণ তাহাও ক্রমে২ পরিত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ, * খ্রীষ্টেতে অনুরাগবিশিষ্ট যে সকল * খ্রীষ্টীয়ান তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। চতুর্থতঃ, তাহারা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ ও তদ্বিষয়ের কথোপকথন ইত্যাদি যে২ ক্রিয়া তাহা সকলি পরিত্যাগ করে। পঞ্চমতঃ, তাহারা দুষ্টতাপূর্ব্বক ধার্ম্মিকদিগের আচরণেতে দোষান্বেষণ করে, কেননা কোন প্রকারে যদি দোষ পায় তবে সেই ছল করিয়া তাহারা ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিতে পারে। ষষ্ঠতঃ,

তাহারা ভণ্ড দুষ্ট লম্পট ইত্যাদি বিষয়ি লোকদের সহিত পরিচয় ও আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সপ্তমতঃ, তাহারা উত্তরোত্তর গুপ্ত ভাবে ঐহিক কামুকতা ইত্যাদি বিষয়ের কথোপকথন করে, এবং যদ্যপি ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে সে রূপ কোন আচরণ দেখে তবে তাহাদের বড়ই আনন্দ হয়, কেননা তাহাদের দেখা দেখি সে সকল করিতে পারিবে। অষ্টমতঃ, ক্রমে ২ প্রকাশ রূপে পাপকে লঘু করিয়া মানে। নবমতঃ, এইরূপে তাহারা ক্রমে২ মনকে কঠিন করিয়া প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করে, এবং মহা ভ্রমেতে ভ্রান্ত হইয়া ঈশ্বরানুগ্রহকর্ত্তৃক যদি নিবারিত না হয় তবে আপন বিনাশক হ্রদেতে একেবারে গা ঢালিয়া দেয়।

বিংশতি অধ্যায়।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে যাত্রিরা ক্রমে২ * মোহভূমি পার হইয়া প্রকৃত পথদ্বারা * বিয়ূল নামক দেশেতে প্রবিষ্ট হইল, ও সেখানে কিছু কাল বাস করিয়া সুখভোগ করিল। তাহার চতুর্দ্দিগেতে নানা বিধ রম্য পুষ্পোদ্যান, তাহাতে প্রতি দিন অম্লান রূপে পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে, এবং নানা বৃক্ষেতে বিবিধ পক্ষি সকল অতি মধুর স্বরেতে গান করিতেছে; এবং সে দেশের বায়ু অতি সৌগন্ধি এবং শরীরের সাস্থ্যজনক। আর ঐ দেশে দিবা ভিন্ন কখন রাত্রি হয় না, কারণ ঐ দেশ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর পার, ও * নৈরাশবীরের অধিকারের বাহির, এবং তথাহইতে † সন্দেহ নামক গড় দেখা যায় না; এ কারণ সে স্থানে সর্ব্বদা সূর্য্য উদিত আছে। আর সে স্থানহইতে যাত্রিদের গন্তব্য স্বর্গীয়

নগরও দেখা যায়। অতএব সেই স্থানে অনেক ২ স্বর্গীয় দূতদিগের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, কারণ ঐ দেশ স্বর্গীয় প্রান্তভাগে স্থিত প্রযুক্ত দূতগণ ঐ স্থানে গমনাগমন করে। আর সেই স্থানে বর ও কন্যার বিবাহের কথা পুনর্ব্বার কথিত হয়, এবং যেমন বর কন্যার সহিত আনন্দ করে তেমনি ঈশ্বর তাহাদের সহিত আনন্দ করেন। আর সে স্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রযুক্ত তাহারা যখন যে দ্রব্য বাঞ্ছা করিল তাহাই পাইল। এই স্থানে এক সময় রাজধানীহইতে বৃহৎ শব্দযুক্ত এই একটি বাক্য শুনিল, * সীয়োনের কন্যাকে বল, পারিতোষিক রূপ ফলের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা আসিতেছেন। এই স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিলে পর ঐ দেশীয় লোকেরা যাত্রিদিগকে ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরকর্তৃক নিস্তারিত ও মনোনীত ইত্যাদি বাক্য কহিতে লাগিল।

তাহাতে যাত্রিলোকেরা এই স্থানে গমন করিয়া ঐ সকল লোকহইতে এমনি আহ্লাদিত হইল, যে ঐ পথের কোন স্থানে তাহারা তেমন আহ্লাদিত হয় নাই। এই রূপে ক্রমে ২ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে উত্তরোত্তর ঐ রাজধানী স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। সে নগর মণি মাণিক্যেতে ও প্রবালাদিতে খচিত, এবং তাহার সমস্ত পথ সুবর্ণেতে রচিত ও তদুপরি সূর্য্যতেজঃ প্রসন্নপ্রযুক্ত * খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় লোভাক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইল, এবং * কৃতাশও সেই রোগেতে পীড়িত হইল; অতএব এইরূপ পাড়িত হইয়া তাহারা আর্ত্তস্বরেতে কহিতে লাগিল, হে বন্ধু লোক সকল, তোমরা

যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও তবে তাঁহাকে কহিবা আমি প্রেমেতে পীড়িত হইলাম।

অল্প কালের পর তাহারা কিঞ্চিৎ সবল এবং পীড়া সহ্য করণে সমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিল, তাহাতে ক্রমে ২ ঐ রাজধানীর আরো নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রাজপথের সম্মুখে চমৎকৃত ও মনোহর সকল বন উপবন দেখিয়া নিকটবর্ত্তী একজন উদ্যানের মালিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয় এ সমস্ত রম্য উপবন কাহার? তাহাতে সে মালী কহিল, এ সকল মহারাজের ভোগের নিমিত্তে, এবং যে ২ যাত্রি লোকেরা আইসেন তাহাদের পরিতোষের নিমিত্তেও বটে। এ কথা কহিয়া সে ব্যক্তি তাহাদিগকে ঐ উদ্যানের মধ্যে লইয়া মনোহর ফলপুষ্পাদির দর্শন ও ভোজন দ্বারা তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করাইল, এবং রাজার প্রিয় যে২ বসতিস্থান ও পথ সকলি ক্রমে২ দেখাইল। এই রূপে তাহারা উত্তম২ সামগ্রী ভোজন পান দ্বারা অতি তৃপ্ত হইয়া সেই স্থানে কিছু কাল নিদ্রা গেল।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ঐ যাত্রি লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা সে দিন স্বপ্নেতে আরো অধিক কথা কহিতে লাগিল, একারণ তদ্বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন হইলে ঐ মালী আমাকে কহিল, তুমি তাহার নিমিত্তে ভাবিতেছ কেন? এই উদ্যানের দ্রাক্ষাদি ফলের এমনি স্বভাব, যে তাহা ভোজন করিলে অতিমিষ্ট রূপে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাবস্থাতে কথা কহায়, ইহা কি জান না?

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহারা নিদ্রা-

হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ঐ নগরের উপরে উঠিবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ নগরএকে নির্ম্মল সুবর্ণেতে নির্ম্মিত, তাহাতে তাহার উপরে নিকটস্থ সূর্য্যের খরতর তেজঃপতন হওয়াতে এমনি তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে, যে তাহারা দূর্ব্বীণ ব্যতিরেকে তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। ইতোমধ্যে তেজঃপুঞ্জ মুখ বিশিষ্ট দুই জন সুবর্ণবর্ণ বস্ত্রাবৃত হইয়া তাহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাতে তাহারা যাত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথাহইতে আইলা এবং কোথায় ২ প্রবাস করিয়াছ, আর পথিমধ্যেই বা তোমাদের কি ২ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং তাহাতেই বা কি ২ সান্ত্বনা পাইয়াছ? তাহাতে তাহারা সমস্ত বিবরণ কহিলে পর ঐ দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই ক্ষণে কেবল আর দুই কষ্ট পাইলেই রাজধানীতে উপস্থিত হইবা।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার বন্ধু ঐ দুই ব্যক্তিকে কহিল, তবে তোমরা আমাদের সহিত আইস; তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, যাইব বটে; কিন্তু তোমাদের স্ব ২ প্রত্যয় দ্বারা ঐ নগর প্রাপ্ত হইতে হইবে, এ কথা কহিলে পর আমি দেখিলাম, রাজধানীর দ্বার দেখা যায় এমত স্থান পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের সঙ্গে ২ গেল।

এই রূপে তাহারা যাইতে ২ তাহাদের সম্মুখে এবং ঐ দ্বারের অগ্রে একটি বৃহৎ গভীর নদী দেখিয়া, এবং

তাহাতে পুল ও নৌকা প্রভৃতি পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া যাত্রিরা বড় ভীত হইল। তাহাতে ঐ সঙ্গি দুই ব্যক্তি কহিল, তোমাদের ঐ নদীর মধ্য দিয়া পার হইতে হইবে, নতুবা রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবা না।

তাহাতে যাত্রিকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কেমন মহাশয়, এই রাজধানীর দ্বারে যাইতে কি অন্য কোন পথ নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হঁা, আছে বটে, কিন্তু সে পথ দিয়া যাইতে * হনোক নামে ও * এলিয় নামে দুই জন ব্যতিরেকে সৃষ্টির প্রথমাবধি কেহ কখনো অনুমতি পায় নাই, এবং যায়ও নাই, এবং শেষতূরীবাদন পর্য্যন্ত কেহ যাইবেও না। এই কথা শুনিয়া যাত্রিকেরা বিশেষতঃ তাহার মধ্যে * খ্রীষ্টীয়ান ঐ নদী পার হইতে নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া মনের মধ্যে নিরাশ হইয়া এ দিগ্ ও দিগ চাহিতে লাগিল, এবং তাহারা ঐ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল, কেমন মহাশয়, এই নদীর জল সর্ব্বত্র সমান কি না? তাহাতে তাহারা কহিল, না, এই স্থানের অধিপতিতে যাহার যেমন বিশ্বাস থাকে সে তেমনি ঐ নদীতে অল্প কি গভীর জল পায়; এই নিমিত্তে আমরাও তোমাদের এ বিষয়ে কোন উপকার করিতে পারি না।

এমন কথা শুনিয়া তাহারা নদীপার হইবার জন্যে সাহস পূর্ব্বক ঐ জলে প্রবেশ করিল, কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ তলাইতে লাগিল, অতএব ভয় প্রযুক্ত কাঁদিতে২ * কৃতাশকে কহিল, হে বন্ধো, আমি অতি গভীর জলেতে

পড়িলাম, বড়২ তরঙ্গ আমার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে, অতএব আমি ডুবি।

তাহাতে * কৃতাশ কহিল, হে ভ্রাতঃ, বিশ্বাস পূর্ব্বক সাহস কুলাও, এই দেখ ইহার তলা অতি উত্তম, তাহা আমি স্পর্শ করিয়া জানি। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হায়২ ভাই হে, আমার প্রাণ যায়, আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাতে ঘেরিয়াছে, অতএব বুঝি ঐ দুগ্ধ-মধু-বিশিষ্ট দেশ আমি দেখিতে পাইব না। এই কথা কহিতে২ সে মহাঘোর অন্ধকার দেখিয়া ভয়েতে হতবুদ্ধি হইল, এবং পথিমধ্যে যে সকল তুষ্টিজনক দ্রব্যাদি দেখিয়া আসিয়াছিল সে সকল ভুলিয়া গেঙ্গিয়া২ কথা কহিতে লাগিল। আর তাহার কথা দ্বারা অনুমান হইল, তাহার আশঙ্কাতে এমনি বোধ হইযাছে, যে মৃত্যু বিনা সে কোন রূপে রাজধানী প্রাপ্ত হইবে না। এই সময়ে সে যাত্রা করণের পূর্ব্বে ও পরে যে পাপ করিয়াছিল তাহার বিষয়ে ভাবিত ছিল, এবং ভূত ও পিশাচের দর্শনদ্বারা তাহার মন উদ্বিগ্ন হইল, ইহা তাবৎ নিকটস্থ লোক দেখিল, এবং সেও আপনি কথাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিল।

এমন হইলে * কৃতাশ আপন ভ্রাতার মস্তক জল হইতে তুলিতে অতি কষ্ট পাইলেও সে কখন একবার ডুবিয়া যায়, আরবার ভূস করিয়া মৃতবৎ ভাষিয়া উঠে। অতএব এই রূপ দুর্ঘটনা দেখিয়া * কৃতাশ তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে কহিতে লাগিল, ও হে ভাই, দ্বার দেখা যায়, আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্যে কত লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আর



ভাই, আমি এখন মরিলাম, তাহারা তোমার নিমিত্তেই আছে; তোমার সহিত আমার পরিচয় হওয়া অবধি তোমারি আশা সফল। তখন * কৃতাশ কহিল, ভাই, আমার একা নয়, তোমারও বটে। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই হে, আমি যদি প্রকৃত পথে থাকিতাম তবে অবশ্য তিনি এখনি আমার উপকারের নিমিত্তে অগ্রসর হইতেন। আমি নিতান্ত পাপী এই জন্যে তিনি আমাকে এই দুর্দ্দশাতে আনিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে * কৃতাশ কহিল, ভাই হে, আমি দেখিতেছি, তুমি এই জলের মধ্যে যে২ কষ্ট পাইতেছ তাহার একটাও ঈশ্বর পরিত্যাগের লক্ষণ নয়; কেননা দুষ্ট লোকদিগের বিষয়ে এই লিখিত আছে, তাহারা নিজে বলবন্ত, কিন্তু অন্য লোকের মত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে না, এবং তাহাদের মৃত্যুতে কোন বন্ধন নাই, সে পাঠ কি তুমি একেবারে ভুলিলা? অতএব যে দুঃখ পাইতেছ তাহার বীজ এই, পূর্ব্বে তুমি যে২ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছ দুঃখ সময়ে তাহার স্মরণ কর কি না এই পরীক্ষার নিমিত্তে এ দুঃখ জানিবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, * কৃতাশ এই রূপ সান্ত্বনা করিলেও * খ্রীষ্টীয়ান অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা-যুক্ত হইয়া রহিল। তাহাতে * কৃতাশ পুনশ্চ কহিল, ওহে ভাই, শান্ত হও, যীশু * খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু এই কথা বলিবা মাত্রে * খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদেতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল হাঁ, তাঁহাকে দেখিতেছি, এবং তিনি আমাকে এই কথা কহিতেছেন, তুমি যখন জলমধ্যে গমন করিবা তখন আমি তোমার সঙ্গে২ থাকাতে তুমি

জলমধ্যে মগ্ন হইবা না। এই কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই মঙ্গলের আশা প্রাপ্ত হইল, এবং তদবধি শত্রুরা প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিল; আর নিমিষের মধ্যে ঐ নদীর অগাধ জল অল্প হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ থাই পাইল। এই রূপে তাহারা নদীপার হইয়া গেল।

পরে তীরেতে সেই দুই জন স্বর্গীয় তেজস্বি দূতকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করিতে দেখিল; এবং তটেতে উঠিবা মাত্র তাহারা আসিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিল, পরিত্রাণাধিকারি লোকদিগের সেবার নিমিত্তে প্রেরিত আত্মা আমরা, এ কথা কহিয়া তাহাদের সঙ্গেতে ক্রমে২ দ্বারের প্রতি গমন করিল।

এই স্থানে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে লিখি ঐ নগর অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত হইলেও তাহারা অক্লেশে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক তদ্‌পরি আরোহণ করিল; তাহার কারণ এই, ঐ দুই জন মহাত্মা তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়া সহায়তা করিল; এবং তাহারা নদীতে সবস্ত্র প্রবেশ করিয়া ঐ ভারি বস্ত্র বিহীন হইয়া নির্গত হইল। পরে ঐ দুই জন আকাশ মাগ দিয়া তাহাদিগকে উর্দ্ধ পথে হইয়া গেল; অতএব ঐ নগরের ভিত্তিমূল মেঘহইতে উচ্চতর হইলেও তাহারা সাধু সঙ্গ প্রযুক্ত অনায়াসে পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক দ্বারের প্রতি গমন করিল। এই রূপে তাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত কেবল ঐ রাজ্যের মাহাত্ম্যবিষয়ের কথোপকথন করিতে২ চলিল।

তাহাতে ঐ জাজ্বল্যমান লোকেরা কহিল, দেখ, এই

স্থানের কিপর্য্যন্ত মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য তাহা বাক্যদ্বারা কহিয়া শেষ করা যায় না; কেননা এখানে * সীয়োন পর্ব্বত ও স্বর্গীয় * যিরূশালম এবং দূতসমূহ ও পুণ্যবান লোকদিগের আত্মা প্রভৃতি আছে। অতএব তোমরা এই ক্ষণে ঈশ্বরের উদ্দেশে গমন করিতেছ; ইহাতে সেই স্থানে জীবনবৃক্ষ দর্শনপূর্ব্বক তাহার অম্লান ফল ভোজন করিতে পাইবা; এবং সে স্থানে উপস্থিত হইলে পর অপূর্ব্ব শুক্ল বস্ত্র পাইয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মহারাজের সহিত একত্র গতায়াত পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে পাইবা; কিন্তু পৃথিবীতে থাকিতে যে২ পীড়াদি নানাবিধ দুঃখ কষ্ট পাইয়াছ এখানে তাহার কিছুই পাইবা না। ঈশ্বর যাহাদিগকে আগামি অমঙ্গলহইতে রক্ষা করিয়া পৃথিবী হইতে স্বর্গে লইয়াছেন, এবং যাহারা এই ক্ষণে নিজ২ আসনে বিশ্রাম পূর্ব্বক স্ব২ পুণ্যেতে গমনাগমন করিতেছেন, এমন যে * ইবরাহীম্ ও * ইস্হাক্ ও যাকুব এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইত্যাদি লোকদের নিকটে তোমরা যাইতেছ। তখন * যাত্রিকেরা জিজ্ঞাসিল, ধর্ম্মস্থানে গিয়া আমাদের কি২ করিতে হইবে? তাহাতে তাহারা কহিল, সেই স্থানে তাবৎ পরিশ্রমের ফল পাইয়া পূর্ব্বে পথিমধ্যে মহারাজের নিমিত্তে অশ্রুপাত ও প্রার্থনাদি পূর্ব্বক যাহা২ রোপণ করিয়াছ তাহারি ফল কাটিতে হইবে। আর সেই স্থানে সুবর্ণের মুকুট পরিধান পূর্ব্বক নিত্য২ পবিত্র রাজার সন্দর্শন পাইবা; এবং তিনি যেমন আছেন তেমনি তাঁহাকে দর্শন করিবা। আর শরীরের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তোমরা যাঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছিত

হইয়া সংসারেতে অধিক কষ্ট পাইয়াছিলা, সে স্থানে গিয়া আনন্দ ধ্বনি পূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পাইবা। তাহাতে সর্ব্বাধিপতির মনোহর রূপ ও মধুর বাক্য দেখিয়া শুনিয়া তোমাদের চক্ষু কর্ণ একেবারে আহ্লাদেতে পুলকিত হইবে। তদ্ভিন্ন সেখানে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন যেং ধার্ম্মিক লোক ও তোমাদের বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি লোকদের সহিত দর্শন স্পর্শন আলাপ ব্যবহার করিতে পাইবা; এবং ইহার পর যেং লোকেরা এ স্থানে আগমন করিবে, অহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাদের আগবাড়ান লইতেও পারিবা। অধিক কি কহিব? তোমরা অতুল্য ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া মহারাজের সহিত এক রথেতে আরোহণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারিবা, এবং তিনি যখন মেঘারূঢ় হইয়া তূরী সহকারে বায়ুবেগের সহিত আগমন করিয়া বিচারাসনে বসতি করিবেন তখন তোমরাও তাঁহার সহিত আসিয়া একাসনে উপবিষ্ট হইবা; তাহা কেবল নয়, তিনি যখন পাপি লোকদিগের উপরে দণ্ড নিশ্চয় করিবেন, তাহাতে তাহারা মনুষ্য হউক, কিম্বা দূত হউক, তাহাদের দণ্ড নিষ্পত্তি বিষয়ে তোমাদের কথাও গ্রাহ্য হইবে; কেননা তাহারা যেমন তাঁহার শত্রু তেমন তোমাদেরও বটে। আর অবশেষে তিনি যখন রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন; তখন তোমরাও তূরীবাদ্যেতে তাঁহার সহিত অনুবৃত্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সহিত বাস করিবা।

এই রূপ কথোপকথন করিতেং যখন তাহারা দ্বারনিকটবর্ত্তী হয় এমন সময় স্বর্গীয় সৈন্যহইতে এক দল

সৈন্য তাহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্তে বাহির হইল। তাহা দেখিয়া ঐ দুই জাজ্জ্বল্যমান ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিল, এই ব্যক্তিরা সংসারে থাকিতে আপন ২ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রভুকে স্নেহ করিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহাদিগকে অনুবর্জ্জিয়া আনিতে আমরা প্রেরিত হইলাম। এই ক্ষণে অন্তরে দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর মুখ সন্দর্শন করে এই ইহাদের বাঞ্ছা। এই কথা শুনিয়া সৈন্যগণ মধুর ধ্বনি পূর্ব্বক কহিল, মেষশাবকের বিবাহ ভোজেতে আহূত লোকেরা ধন্য। অপর কতক গুলীন রাজতূরী বাদ্যকরেরা শুভ্র জাজ্জ্বল্যমান বস্ত্রাবৃত হইয়া * যাত্রিরা উভয়ে জগৎহইতে বাঁচিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্তে অতি সুশ্রাব্যরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে তূরী বাজাইতে ২ ও সিংহনাদ করিতে ২ তাহাদিগকে ভেটিল, ও তাহাদের তূরীর প্রতিধ্বনিতে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ হইল।

এই রূপে স্বর্গহইতে অনেক ২ লোক আসিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্তে চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া আনন্দোৎসব পূর্ব্বক কেহ বা অগ্রে ও কেহ বা পশ্চাৎ ও কেহ বা দক্ষিণে ও কেহ বা বামে অতি উচ্চৈঃস্বরে মধুর শব্দেতে তূরী বাজাইতে ২ অন্তরীক্ষ পথ দিয়া তাহাদিগকে আগবাড়ান লইয়া চলিল। এবং স্বর্গীয় লোকেরা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কতো আনন্দ পূর্ব্বক আসিয়াছে, আর তাহাদের সহিত আলাপেই বা কেমন আহ্লাদিত হই য়াছে, তাহা ঐ তূরী বাদ্যকরেরা তূরীবাদ্যদ্বারা যাত্রিদিগকে জানাইতে লাগিল। তাহাতে দর্শনকারি লাক-

দিগের এমনি বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদের আগ্‌বাড়ান লইতে স্বর্গস্থ সমুদয় লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এবং স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে যাত্রি লোকেরা দূতদের দর্শনে ও সুশ্রাব্য তূরীশব্দ শ্রবণে নিমগ্ন প্রযুক্ত আমরা স্বর্গেতেই আছি, তাহাদের এমনি বোধ হইতে লাগিল অপর তাহারা সেই স্থানহইতে নগর দেখিতে পাইয়া ভাবিল, আমাদের আগমনের জন্যে ঘণ্টার বাদ্য হইতেছে, আমরা সেই স্থানে সর্ব্বদা এই সকল লোকেতে আবৃত হইয়া থাকিব, এ রূপ ভাবিয়া তাহারা যখন ঐ দ্বারের নিকটে গেল তখন তাহাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বাক্যদ্বারা নির্ণয় করা যায় না।

এই রূপে তাহারা দ্বারনিকটে উপস্থিত হইলে দ্বারোপরি দৃষ্টি করিয়া স্বর্ণ অক্ষরেতে লিখিত এই ২ বাক্য দেখিল, যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে তাহারাই ধন্য; কেননা তাহারা জীবনরূপ বৃক্ষের অধিকারী হইবে, এবং দ্বারমধ্য দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা ঐ দুই তেজিয়ান ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে দ্বারেতে আঘাত করিলে পর * হনোক নামে ও * মুসা নামে এবং * এলিয় নামে ইত্যাদি লোকেরা ঐ দ্বারের উপরহইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে ঐ দুই ব্যক্তি কহিল, এই স্থানের রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত এই যাত্রিক লোকেরা * সর্ব্বনাশ নামে নগরহইতে আইল, এ কথা

কহিবামাত্র *যাত্রিকেরা যাত্রারম্ভ কালে নিজ২ যে প্রবেশ পত্র পাইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে অর্পণ করিল। অতএব তাহারা ঐ পত্র লইয়া গিয়া পুরীমধ্যে মহারাজের হস্তে দিলে পর তিনি ঐ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, তাহারা কোথায়? তাহাতে তাহারা কহিল, তাহারা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তখন রাজা কহিলেন, "সত্যতারক্ষাকারি ও যাথার্থিক লোকদিগকে প্রবেশ করিতে দ্বার খুলিয়া দেও"।

অপর স্বপ্নে দেখিলাম, এই রূপে দ্বারমুক্ত হইলে পর তাহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেতে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুবর্ণের ন্যায় তেজোময় বস্ত্র পরিহিত হইল, এবং তৎকালে বীণা ও মুকুটধারী ব্যক্তিরা আসিয়া সম্ভ্রমের নিমিত্তে তাহাদের মস্তকে মুকুট দিল, এবং স্তুতি করণের নিমিত্তে হস্তেতে বীণা দিল। পরে স্বপ্নে শুনিলাম, আনন্দ প্রযুক্ত রাজধানীর সর্ব্বত্রেতে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ও যাত্রিক লোককে কহিতে লাগিল, তোমরা প্রভুর সুখের ভাগী হও। এ কথা কহিয়া তাহারা এই গান করিতে লাগিল, সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির মেষশাবকের ধন্যবাদ ও সম্ভ্রম ও মহিমা ও কর্তৃত্ব সর্ব্বদাই থাকুক।

এই প্রকারে ঐ *যাত্রিকদিগের প্রবেশের নিমিত্তে যখন দ্বার মুক্ত হইল, ঐ অবকাশ ক্রমে আমি নগরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, ঐ নগর সূর্য্যের মত তেজোময়, এবং তাহার রাজমার্গ সকল সুবর্ণেতে নির্ম্মিত, এবং সেখানে যে২ লোকদিগকে গমনাগমন

করিতে দেখিলাম তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকেতে মুকুট আছে, এবং হস্তেতে জয়চিহ্ন ও স্তুতি গানার্থক বীণা আছে।

আর ঐ স্থানে পক্ষবিশিষ্ট অনেক২ লোককেও দেখিলাম। তাহারা পরস্পর কহিল, যিনি পরমেশ্বর তিনি পবিত্র, এই কথা কহিয়া তাহারা দ্বার রুদ্ধ করিল। অতএব ঐ সমস্ত দেখিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে আমার বড় ইচ্ছা জন্মিল।

তাহাতে আমি তাহা ভাবিতেছিলাম, ইতোমধ্যে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সেই * মূর্খ নামক ব্যক্তি ক্রমে২ নদীতীরেতে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর * অন্যেরা যেমন কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশও না পাইয়া অতি শীঘ্র২ নদী পার হইয়া আইল। কারণ * বৃথাশ নামক এক জন কর্ণধার সেই স্থানে তখন নৌকা লইয়াছিল, অতএব সে ব্যক্তি তাহাদ্বারা অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য * যাত্রিকদিগের মত দ্বার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্যে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু * অন্যদের সাহায্যের নিমিত্তে যেমন দুই জন তেজস্বিলোক আগমন করিয়াছিল তেমন তাহার সহায়তা করিতে আইল না। অতএব সে ব্যক্তি বহু কষ্টেতে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে দ্বারের ঊর্দ্ধে ঐ লেখা দেখিয়া আমি অতিশীঘ্র দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারিব, ইহা ভাবিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে দ্বারের উপর হইতে কতক গুলীন লোক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে

আইলা, এবং কি চাহ? তাহাতে সে কহিল, আমি রাজার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং তিনি আমাদের পথে শিক্ষা দিয়াছেন। তখন তাহারা তাহা-হইতে প্রবেশ পত্র চাহিল। তাহাতে সে ব্যক্তি আপন বস্ত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া সেই পত্র না পাওয়াতে যখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তোমার নিকটে কি প্রবেশ পত্র নাই? তখন সে ব্যক্তির মুখ দিয়া আর বাও নিষ্পত্তি হইল না। অতএব তাহারা মহারাজকে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করাইলে পর সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে তাহাকে আসিতে অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, বরং * খ্রীষ্টীয়ান ও * কৃতাশকে যে দুই জন অনুবর্ত্তিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা ঐ * মূর্খ নামক ব্যক্তির হস্ত পাদাদি দৃঢ় বদ্ধ করিয়া লইয়া যাও। পরে আমি দেখিলাম, তাহারা প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তাহাকে দৃঢ় বন্ধনে আকাশের মধ্য দিয়া লইয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ দ্বারেতে প্রবেশ করাইল। অতএব যে সর্ব্বনাশ নামক নগরহইতে যেমন নরক গমনের পথ আছে তেমনি স্বর্গদ্বারের নিকটহইতেও আছে ইহা আমি জানিতে পারিলাম। পরে জাগ্রৎ হইলে বুঝিলাম, সকলি স্বপ্ন।

গ্রন্থের শেষশ্লোক।

আপন স্বপন কথা তোমাকে এখন।
কহিলাম আমি ওহে পাঠক সুজন॥
তাহার বিশেষ অর্থ তুমি আপনাকে।
অথবা আমাকে কিম্বা প্রতিবাসিলোকে॥ ১॥
ভাঙ্গিয়া কহিতে ভাল পার কি না পার।
মন দিয়া বিবেচিয়া এই কথা ধর॥
অর্থের ভিন্নতা কিন্তু কিছু না করিবা।
এ বিষয়ে ভাল রূপে সাবধান হইবা॥ ২॥
যেহেতুক বিরুদ্ধার্থ করিলে ইহার।
তাহে না মঙ্গল হবে কদাচ তোমার॥
বরঞ্চ হইবে মন্দ তাহাতে সহজে।
যেহেতুক বিরুদ্ধার্থ অশুভ উপজে॥ ৩॥
বাহ্যার্থে অতিশয় আশক্ত না হইয়া।
বুঝিবা আমার স্বপ্ন অন্তরর্থ লইয়া॥
পাঠক তোমার যত ক্রীড়ার বিধান।
সে বিষয়ে হও তুমি অতি সাবধান॥ ৪॥
সাদৃশ্যবিষয়ে ইথে ইতিহাস রসে।
না মজিবা না বুঝিবা কভু উপহাসে॥
বিদ্রূপেতে হাসি কিম্বা বিবাদ সাধন।
না করিও এ বিষয়ে হও সাবধান॥ ৫॥
এ বিষয় বালকে উন্মত্তে নিযোজিয়া।
পরিহার কর তুমি সার বিবেচিয়া॥
কিন্তু আমার কথার সুসার নিগূঢ়ার্থ।
আলোচিয়া দেখ তাহে কিছু নাহি ব্যর্থ॥ ৬॥
ভুলিয়া পরদা মধ্যে দেখ হে চাহিয়া।

উপমা সুসমা আছে তাহা না ভুলিয়া॥
বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে তাহার।
নাহি দিবা ক্ষমা এই প্রার্থনা আমার॥ ৭ ॥
তাহার মধ্যেতে যদি তুমি হে পাঠক।
অন্বেষণ করি দেখ ভাবেতে সাধক॥
তাহাতে পাইবা ওহে অনেক বিষয়।
পুণ্যবান্ মানুষের উপকার হয়॥ ৮ ॥
সুবর্ণ রজতময় এই পুস্তকেতে।
পাইবে এখন তুমি বড় সাহসেতে॥
করি পরিহার তাহা কেবল সোণাকে।
করিবা গ্রহণ আমি বলি হে তোমাকে॥ ৯॥
সুবর্ণ স্বরূপ রূপ পুস্তকে আমার।
উপরে শোভিত হয় যদ্যপি অসার।
তবু কি খোশার হেতু ফলের যেমন।
যেহ ফল পরিত্যাগ করে কি কখন॥ ১০॥
করিয়া অনর্থজ্ঞান ইথে কিম্বা তুমি।
এ সকল পরিত্যাগে যদি হও কামী॥
না জানি আমার তবে স্বপন দেখান।
আরবার আবশ্যক হবে এ কারণ॥ ১১॥

যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ নাম গ্রন্থের প্রথম ভাগ সমাপ্ত।